Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-05-2026 03:25 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১৯ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। রবিবার ৩ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৭৪ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

গণনায় থাকবে কেন্দ্র-রাজ্যের কর্মীরা

সুপ্রিম ‘আর্জি খারিজ’ হয়নি তৃণমূলের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোট গণনার টেবিলে কারা বসবেন? কেন্দ্রীয় না রাজ্য সরকারি কর্মী? এই টানাপড়েন পৌঁছেছিল দেশের শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। শনিবার সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনের ১৩ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তিকে মান্যতা দিয়ে তৃণমূলের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। তবে আইনি লড়াইয়ে হার মানতে নারাজ তৃণমূলের আইনজীবী কপিল সিব্বল। তাঁর দাবি, আদালতের নির্দেশের ‘ভুল ব্যাখ্যা’ করা হচ্ছে। সিব্বলের যুক্তি, তাঁদের আর্জি আদতে খারিজ হয়নি, বরং আদালত কমিশনকে নিজেদের বিজ্ঞপ্তিই অক্ষরে অক্ষরে পালনের নির্দেশ দিয়েছে। শনিবার বিচারপতি পিএস নরসিংহ এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর অবকাশকালীন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ভোট গণনার কাজে নিযুক্ত কাউন্টিং সুপারভাইজার এবং কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী হতে পারেন, আবার রাজ্য সরকারেরও হতে পারেন। কমিশনের এই সিদ্ধান্তে আইনি কোনও বাধা দেখছে না আদালত। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের আলাদা করে দেখার মধ্যে একটি মৌলিক ভ্রান্তি রয়েছে। দিনশেষে তাঁরা সকলেই সরকারি কর্মচারী। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের পর তৃণমূলের অন্দরে শোরগোল শুরু হলেও সিব্বল দাবি করেছেন, তাঁরা বিজ্ঞপ্তি বাতিল নয়, বরং তার সঠিক বাঙ্ময় স্তবায়নের দাবি জানিয়েছিলেন। তৃণমূলের মূল আপত্তি ছিল গণনা কেন্দ্রে মাইক্রো অবজার্ভারদের পাশাপাশি কাউন্টিং সুপারভাইজার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট পদেও শুধু কেন্দ্রীয় কর্মীদের নিয়োগ করা নিয়ে। হাই কোর্টে ধাক্কা খাওয়ার পর মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে গড়ায়। শুনানিতে কপিল সিব্বল সওয়াল করেন, ‘১৩ এপ্রিল জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে নোটিস জারি করা হলেও আমরা সেটা জানতে পারি ২৯ তারিখে। কমিশন অভিযোগ করছে যে বুথে অশান্তি হতে পারে। কিন্তু এই আশঙ্কার উৎস কী? এটি সরাসরি রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তুলছে।’ সিব্বলের প্রশ্ন ছিল, গণনার প্রতি টেবিলে যদি একজন করে কেন্দ্রীয় মাইক্রো অবজার্ভার থাকেনই, তবে ফের কেন বাড়তি কেন্দ্রীয় কর্মীর প্রয়োজন? কমিশনের পক্ষে আইনজীবী দামা শেষাদ্রি নাইডু পাল্টা যুক্তি দেন যে, গণনায় রিটার্নিং অফিসারের হাতেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকে এবং তিনি মূলত রাজ্য ক্যাডারেরই আধিকারিক। পাশাপাশি প্রতিটি প্রার্থীর নিজস্ব কাউন্টিং এজেন্টরাও উপস্থিত থাকেন। ফলে কারচুপির আশঙ্কা ভিত্তিহীন। দু’পক্ষের সওয়াল শোনার পর বিচারপতি বাগচী মন্তব্য করেন, ‘কমিশন সিদ্ধান্ত নিতেই পারে দু’জনই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী থাকবেন। এতে কোনও নিয়ম ভঙ্গ হচ্ছে না।’ শীর্ষ আদালত সাফ জানায়, গণনা সংক্রান্ত এই মামলায় এখনই নতুন কোনও নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। কমিশন তার

জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। আদালতের বাইরে দাঁড়িয়ে কপিল সিব্বল অবশ্য নতুন ব্যাখ্যার পথ ধরেন। তিনি বলেন, ‘প্রথমে বিজ্ঞপ্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হলেও পরে আমরা সেটির সঠিক বাস্তবায়নের দাবি তুলেছিলাম। ১৩ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তিতেই বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের প্রতিনিধিই নিয়োগ করা যেতে পারে। সুপ্রিম কোর্টও সেই নির্দেশই দিয়েছে যে কমিশন যেন নিজেদের বিজ্ঞপ্তির মূল ভাবনা অনুযায়ী চলে।’ অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করলে একই পদ্ধতিতে রাজ্যের প্রতিনিধিকেও রাখতে হবে; সিব্বলের দাবি অনুযায়ী আদালত এটাই নিশ্চিত করেছে। মামলা খারিজ হলেও তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, তারা আশা করছে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ভোটগণনার প্রক্রিয়া স্বাধীন, স্বচ্ছ ও ভারসাম্যপূর্ণ হবে। বিজ্ঞপ্তির এক নম্বর ধারা এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বিশেষ বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে পড়লে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় উভয় কর্মীদের নিয়োগের বিধানই স্পষ্ট হয় বলে দাবি শাসকদলের। তবে আদালতের রায়ে কমিশনের হাত শক্ত হওয়ায় আপাতত গণনাকর্মী নিয়োগে বড় কোনও বাধা রইল না বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। হাইকোর্ট আগেই জানিয়েছিল, কেন্দ্রীয় কর্মচারী নিয়োগ বৈধ এবং অভিযোগগুলি তথ্যহীন। সেই ধারা বজায় রইল শীর্ষ আদালতেও। সুপ্রিম কোর্টের মতে, গণনায় কারচুপি হলে ভবিষ্যতে ইলেকশন পিটিশনের মাধ্যমে তা চ্যালেঞ্জ করার পথ খোলাই থাকছে। তৃণমূলের আইনজীবীদের দাবি ছিল, ১৩ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনিয়ম বা কারচুপির অভিযোগ এসেছে বলেই কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ করতে চায় কমিশন। কিন্তু ওই বিজ্ঞপ্তিরই অন্য অংশে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় উভয় প্রকার কর্মী নিয়োগের কথা উল্লেখ রয়েছে। সিব্বল বলেন, ‘আমরা আদালতকে জানিয়েছিলাম, কমিশন চাইলে কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ করতেই পারে, কিন্তু একই পদ্ধতিতে রাজ্যের একজন প্রতিনিধিকেও রাখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট কমিশনের ওই বিজ্ঞপ্তি অক্ষরে অক্ষরে পালনের কথাই বলেছে।’ যদিও আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে অন্য সুর। বিচারপতিরা সাফ জানিয়েছেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর্মীদের মধ্যে ভেদাভেদ করা অমূলক। কমিশন যদি মনে করে নির্দিষ্ট কোনও গণনা কেন্দ্রে শুধু কেন্দ্রীয় কর্মী রাখবে, তবে তাতে কোনো আইনি ত্রুটি নেই। তৃণমূলের আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, কর্মী বাছাই প্রক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল র‍্যান্ডম বা এলোমেলোভাবে। কিন্তু আদালত সেই তত্ত্বে বিশেষ আমল দেয়নি। বরং বলা হয়েছে, নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কলকাতা হাই কোর্ট আগেই জানিয়েছিল যে কমিশনের সিদ্ধান্তে বেআইনি কিছু নেই। সেই একই সুর ধ্বনিত হলো শীর্ষ আদালতেও। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের পূর্বতন পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মামলাকারীর অভিযোগগুলো ছিল মূলত প্রমাণহীন এবং আশঙ্কার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। কমিশনের বিজ্ঞপ্তির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই বলেই মনে করছে আইন বিশেষজ্ঞরা। সব মিলিয়ে, গণনাকর্মী নিয়োগের এই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের আঙিনায় এসে কমিশনের পক্ষেই রায় দিল। এখন দেখার, সিব্বলের এই নতুন ‘বাস্তবায়ন’ তত্ত্বের পর কমিশন আগামী দিনে তাদের কর্মী নিয়োগের তালিকায় রাজ্য সরকারি কর্মীদের কতটা জায়গা দেয়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে জারি করা বিবৃতিতে শীর্ষ আদালতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বচ্ছ গণনার আশা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, সিব্বল যাই দাবি করুন না কেন, আইনি লড়াইয়ে আপাতত স্বস্তিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনই।

ওর্দিতে বন্দুক হাতে ছবি সাসপেন্ড কালীঘাটের ওসি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নির্বাচনী আবহে এবার লালবাজারের কোপে পড়লেন কালীঘাট থানার ওসি গৌতম দাস। ওর্দিতে থানায় বসে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ছবি তুলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার দায়ে তাঁকে শনিবার সাসপেন্ড করল কর্তৃপক্ষ। বিতর্কিত গৌতমের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন চামেলি মুখোপাধ্যায়। শুক্রবার রাতেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই ছবিটিকে ‘আপত্তিকর’ তকমা দিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। যার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কড়া পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুলিশ। মূল বিতর্কের সূত্রপাত একটি ছবিকে কেন্দ্র করে। ছবিতে দেখা গিয়েছে, কালীঘাট থানার ওসির চেয়ারে বসে উর্দিধারী গৌতম দাস হাতে একটি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ধরে আছেন। তৃণমূলের দাবি, গৌতম নিজেই সেই ছবি ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাসে দিয়েছিলেন। ছবির ক্যাপশনে লেখা ছিল, ‘নতুন দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত।’ শুক্রবার এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই তোলপাড় শুরু হয় রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বিষয়টি নিয়ে সরব হন। তিনি দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, রাজ্যের সিইও মনোজ অগ্রবাল এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দকে চিঠি লিখে নালিশ জানান। জয়প্রকাশের মতে, ‘এ ধরনের ছবি শুধু অস্বস্তিকর নয়, আইনের চোখে ও অত্যন্ত আপত্তিকর। ওই ছবি থেকে স্পষ্ট, তিনি অত্যাধুনিক বন্দুক নিয়ে কাউকে নিশানা করছেন।’ তৃণমূলের অভিযোগ, পুলিশের নিয়ম অনুযায়ী ওর্দিতে ছবি তুলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা নিষিদ্ধ। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী হুমকিমূলক ক্যাপশন দিয়ে অস্ত্রের ছবি প্রকাশ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। ওসির হাতে থাকা ওই মারণাস্ত্র আদৌ তাঁর নামে বরাদ্দ ছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে শাসকদল।লালবাজার সূত্রে খবর, সমাজমাধ্যম ব্যবহারের গাইডলাইন লঙ্ঘনের দায়েই এই কড়া পদক্ষেপ। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনই গৌতমকে কালীঘাট থানার দায়িত্ব দিয়েছিল। তার আগে গোয়েন্দা বিভাগের উৎপল ঘোষকে সরিয়ে তাঁকে আনা হয়েছিল। কিন্তু মাসের ব্যবধানেই অস্ত্র-বিতর্কে জড়িয়ে পদ হারালেন তিনি। যদিও তৃণমূলের প্রকাশ করা ওই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি নয়া জামানা। তবে লালবাজারের এই তড়িৎ সিদ্ধান্তে স্পষ্ট যে, ওসির এমন আচরণে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে পুলিশ প্রশাসন। আপাতত সাসপেনশনের খাঁড়া নিয়েই তদন্তের মুখে পড়তে হচ্ছে গৌতম দাসকে। ওসির চেয়ারে বসে এমন বেপরোয়া ছবি পোস্ট যে প্রশাসনিক শৃঙ্খলাভঙ্গ, তা এই শাস্তিতে এক প্রকার সিলমোহর দিল লালবাজার।

রাজীব কুমার এবার গণনার ‘পর্যবেক্ষক’

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোট গণনার ময়দানে এবার নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা তথা তৃণমূল সাংসদ রাজীব কুমার। সোমবার বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার গণনা পর্যবেক্ষকের গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধেই সঁপলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত জানুয়ারিতে পুলিশের ডিজি পদ থেকে অবসরের পর তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভায় গিয়েছেন তিনি। এবার দলের সাংগঠনিক দায়িত্বে রাজীবের ‘হাতেখড়ি’ হতে চলেছে এই স্পর্শকাতর শিল্পাঞ্চলেই। শনিবার দলীয় কাউন্টিং এজেন্টদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, সেখানেই জেলাভিত্তিক পর্যবেক্ষক নিয়োগের রণকৌশল চূড়ান্ত হয়। রাজীব ছাড়াও মেদিনীপুর ও ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে জুন মালিয়া ও অভিনেতা-সাংসদ দীপক অধিকারীকে (দেব)। লোকসভা ভোটের ধাঁচেই এবারও অভিষেকের পরিকল্পনায় এই বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগের পথে হাঁটল ঘাসফুল শিবির।

২০০ পার করবে তৃণমূল, প্রত্যয়ী মমতা-অভিষেক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বুথফেরত সমীক্ষাকে ‘শেয়ার বাজারের কারসাজি’ বলে উড়িয়ে দিয়ে রাজ্যে ফের ২০০-র বেশি আসনে জয়ের স্বপ্ন দেখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের প্রাক্কালে শনিবার দলের কাউন্টিং এজেন্ট ও প্রার্থীদের নিয়ে দীর্ঘ ভার্চুয়াল বৈঠক করেন তৃণমূল নেত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে মমতা ঘোষণা করেন, ‘কেন্দ্রীয় বাহিনীর অত্যাচার যাঁরা সয়েছেন, তাঁরা পুরস্কৃত হবেন’। বুথফেরত সমীক্ষায় বিজেপিকে এগিয়ে রাখা স্রেফ একটি কৌশল বলে দাবি করে কর্মীদের গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাঠ না ছাড়ার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। শনিবারের এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে রীতিমতো গর্জে ওঠেন মমতা। তাঁর অভিযোগ, ভোট চলাকালীন কেন্দ্রীয় বাহিনী সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম চালিয়েছে। তিনি স্পষ্ট জানান, যে সমস্ত কর্মী ও সাধারণ মানুষ বাহিনীর এই ‘অত্যাচার’ সহ্য করেও দলের পাশে দাঁড়িয়েছেন, দল তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি দেবে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই সুরে আক্রমণ শানান। তিনি দাবি করেন, বিজেপি নিজেও জানে তারা সরকার গড়তে পারবে না। তাই ভুয়ো সমীক্ষা দেখিয়ে আর্থিক জালিয়াতি করা হয়েছে। অভিষেকের ভবিষ্যদ্বাণী, ‘২০২১-এর চেয়েও এ বারের নির্বাচনে বেশি আসন পাবে দল’। গণনার দিন ঠিক কী কী করণীয়, তার একটি রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এজেন্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সোমবার ভোরেই তাঁদের গণনাকেন্দ্রে পৌঁছে যেতে হবে। প্রতিটি মুহূর্তের আপডেট পাঠাতে হবে দলের সদর দফতরে। যদি দেখা যায় কোনও কেন্দ্রে খুব কম ব্যবধানে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে, তবে তৎক্ষণাৎ ‘পুনর্গণনার আর্জি’ জানাতে হবে। জয়ের শংসাপত্র হাতে না পাওয়া পর্যন্ত

কোনওভাবেই গণনাকেন্দ্র ত্যাগ করা যাবে না। এমনকি কেন্দ্র থেকে বেরোনোর সময়ও নিরাপত্তার খাতিরে দলবদ্ধভাবে বেরোনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নজরদারির জন্য প্রতিটি জেলায় আলাদা পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে তৃণমূল। এই বৈঠকেই কালীঘাট থানার সাসপেন্ড হওয়া ওসি গৌতম দাসকে নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে বন্দুক হাতে ছবি পোস্ট করায় তাঁকে লালবাজার সাসপেন্ড করলেও মমতা এই শাস্তির পিছনে অন্য কারণ তুলে ধরেন। তিনি অভিযোগ করেন, ‘মহিলা এবং শিশুদের মেরেছিলেন কালীঘাটের ওসি’। সেই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত ভিন রাজ্যের পর্যবেক্ষকদেরও হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সাফ জানান, ৪ মে-র পর উত্তরপ্রদেশ বা অন্য রাজ্যে পালিয়ে গিয়েও লাভ হবে না। মমতার কথায়, ‘প্রত্যেককে আদালতে টেনে আনা হবে অসাংবিধানিক কাজে মদত দেওয়ার জন্য’। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় ছিলেন কমিশনের পুলিশ পর্যবেক্ষকরা। বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবারের পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মার সঙ্গে তৃণমূলের যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল, তা এই বৈঠকে ছায়া ফেলে। অভিষেক অভিযোগ করেন, বিজেপিই আসলে নির্বাচন কমিশন হিসেবে কাজ করেছে। স্থানীয় স্তরে প্রশাসন ও বাহিনীকে ব্যবহার করে ভোটারদের ভয় দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত মানুষের রায় তৃণমূলের পক্ষেই যাবে বলে তিনি নিশ্চিত। অভিষেকের হুঁশিয়ারি, অসাংবিধানিক পথে চলা প্রত্যেক আধিকারিকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি হবে বলে কর্মীদের আশ্বস্ত করেছেন মমতা। তিনি জানান, সেবারও বুথফেরত সমীক্ষায় বিজেপিকে জেতানো হয়েছিল, কিন্তু ফল হয়েছিল উল্টো। এবারও সেই একই ‘পন্থা’ নেওয়া হয়েছে বলে তাঁর দাবি। কর্মীদের উদ্দেশে মমতা বলেন, গণনা কেন্দ্রে বিজেপির কোনও চাপের মুখে মাথা নত করা চলবে না। বাহিনীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তাই ছিল এ দিনের বৈঠকের মূল নির্যাস। তৃণমূল নেতৃত্বের এই আত্মবিশ্বাসী সুর এবং পুলিশ-প্রশাসনের একাংশের প্রতি কড়া হুঁশিয়ারি গণনার আগের রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিষেক বলেন, সব ধরনের শক্তি প্রয়োগ করেও বিজেপি এবার হারবে। তৃণমূলের দাবি অনুযায়ী, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই তাঁদের ২০০-র গণ্ডি পার করে দেবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কথিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে তৃণমূলের এই কড়া অবস্থান আদতে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের শেষ মুহূর্তের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করার কৌশল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল। এখন দেখার, ৪ জুন ইভিএম খোলার পর মমতা-অভিষেকের এই ভবিষ্যদ্বাণী কতটা সফল হয়। তৃণমূল সূত্রের খবর, বৈঠকের শুরুতেই কর্মীদের ‘আপসহীন লড়াইয়ের’ জন্য অভিনন্দন জানান তৃণমূল নেত্রী। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোটারদের ভয় দেখানোর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। অভিষেকের দাবি, ‘বিজেপিও সরকার গঠনের আশা করছে না’। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, কেবল মাত্র সেন্টিমেন্ট তৈরি করতেই এই সব সমীক্ষা সামনে আনা হয়েছে। গণনাকেন্দ্রে এজেন্টদের কোনোভাবেই ভয় পেলে চলবে না। কোনো প্ররোচনা বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাপট দেখে পিছু না হটার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বিজয়ী প্রার্থীরা শংসাপত্র না নেওয়া পর্যন্ত যেন কেউ বাইরে না আসে, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। মমতা বলেন, ‘পর্যবেক্ষক, পুলিশ পর্যবেক্ষকেরা ভাবছেন, ৪ মে-র পরে উত্তরপ্রদেশ বা যে রাজ্য থেকে এসেছিলেন, সেখানে পালিয়ে যাবেন! তাঁদের প্রত্যেককে আদালতে টেনে আনা হবে।’ এই কড়া বার্তার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের নিরপেক্ষ থাকার প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছেন। তৃণমূলের এই উচ্চকিত অবস্থান স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, তারা বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফলকে কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না। বরং নিজেদের সংগঠনকে চাঙ্গা রেখে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই জারি রাখতে চাইছে। সব মিলিয়ে শনিবাসরীয় এই ভার্চুয়াল বৈঠক ছিল তৃণমূল কর্মীদের জন্য এক চূড়ান্ত যুদ্ধঘোষণা। যেখানে মমতা ও অভিষেক দুজনেই বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও জয়ের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

পুনর্নির্বাচনে ভোট পড়ল ৯০ শতাংশ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ চরম উত্তেজনা আর রাজনৈতিক টানাপড়েনের আবহেই মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হল ১৫ বুথের পুনর্নির্বাচন। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিম এবং ডায়মন্ড হারবারের ওই কেন্দ্রগুলোতে বিকেল গড়াতেই ভোটদানের হার ছাড়িয়ে গেল ৯০ শতাংশের গণ্ডি। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সন্ধ্যা পর্যন্ত মোট ভোট পড়েছে ৯০.৬১ শতাংশ। এর মধ্যে ডায়মন্ড হারবারের ৪টি বুথে হার ৯১.৭৭ শতাংশ এবং মগরাহাটের ১১টি বুথে ৮৯.২৯ শতাংশ ভোট সংগৃহীত হয়েছে। সকাল থেকেই বুথে বুথে ছিল ভোটারদের লম্বা লাইন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভোটদানের গতি। বিকেল ৫টা পর্যন্ত যা ছিল ৮৬.৯ শতাংশ, তাই শেষবেলায় ৯০ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলে। তবে মগরাহাটের ইয়ারপুরে বিজেপি প্রার্থী গৌর সুন্দর ঘোষকে ঘিরে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান উঠলে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। ভোটারদের একাংশ কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে জানিয়েছেন, তাঁরা বুঝতে পারছেন না কেন দ্বিতীয়বার ভোট দিতে হচ্ছে। তাঁদের দাবি, ‘এই ওয়ার্ড শান্তিপূর্ণ। কখনও কোনও ঝামেলা হয় না।’ অন্যদিকে, ভোট প্রক্রিয়া চললেও পুনর্নির্বাচনের তালিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিদায়ী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, ‘ডায়মন্ড হারবারে ১৬টি বুথে সমস্যা ছিল’, অথচ ভোট হল মাত্র ৪টিতে। পাশাপাশি ফলতার ৩০টি বুথেও পুনর্নির্বাচনের দাবি তুলেছেন তিনি। কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তও দিল্লিতে পাঠানো প্রস্তাবে ফলতার পুনর্নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। আর এদিন রাতেই দেখা গেল ফলতার ভোট বাতিল করে দেওয়া হল কমিশনের তরফে । এবার সেখানে ফের ভোট হবে । আপাতত সব নজর এখন গণনাকেন্দ্রের দিকে।

গণনার আগে রাজ্যজুড়ে স্ট্রংরুম আগলাবে বিজেপির ‘নারী শক্তি’

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের ময়দানের লড়াই এবার সরাসরি স্ট্রংরুমের দোরগোড়ায়। গণনা শুরুর আগে ইভিএমের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিল বিজেপি। আজ রবিবার সকাল থেকেই রাজ্যের প্রতিটি গণনাকেন্দ্রের বাইরে পাহারায় বসছেন পদ্মশিবিরের মহিলা কর্মীরা। শাসক-বিরোধী তরজায় তপ্ত আবহে বিজেপির এই ‘মহিলা কবচ’ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দলীয় সূত্রে খবর, রাজ্যজুড়ে সব কর্মী-সমর্থকদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। রবিবারের রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করেই স্ট্রংরুম আগলাবেন প্রমিলা বাহিনী। সোমবার সকালে কাউন্টিং এজেন্ট ও প্রার্থীরা কেন্দ্রে ঢোকার আগে পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও এই নজরদারি সরবে না। দ্বিতীয় দফার ভোট মিটতেই ইভিএমের নিরাপত্তা নিয়ে যে টানাপড়েন শুরু হয়েছিল, তারই পাল্টা এই রণকৌশল। কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র ও সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ এই উত্তাপের মূলে। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের গেটে ‘সন্দেহজনক গতিবিধির’ অভিযোগে ধরনায় বসেছিলেন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ ও শশী পাঁজা। সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চার ঘণ্টা কাটিয়েছেন। পাল্টা সেখানে হাজির হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারীর এজেন্ট সূর্যনীল দাসও। বারাসতেও সিসিটিভি বিভ্রাট ঘিরে তুঙ্গে ওঠে উত্তেজনা। কমিশন যান্ত্রিক ত্রুটির সাফাই দিলেও তাতে আশ্বস্ত নয় গেরুয়া শিবির। গণনার আগের দিন রবিবার মন্দিরে মন্দিরে পুজো দেওয়ার সূচিও চূড়ান্ত করেছেন বিজেপি প্রার্থীরা। সাংসদ থেকে শুরু করে বিধানসভার প্রার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় দেবস্থানে আশীর্বাদ নেবেন। একদিকে মন্দিরে প্রার্থনা, অন্যদিকে স্ট্রংরুমে কড়া পাহারা; এই দ্বিবিধ কৌশলেই গণনার মহড়া সারছে বঙ্গ বিজেপি।

২
৩ মে ২০২৬
সম্পাদকীয়
নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

মুক্ত সাংবাদিকতা ও গণতন্ত্রের সুরক্ষা

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে পরিচিত সংবাদমাধ্যম। সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পণ হিসেবে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রতি বছর ৩ মে বিশ্বজুড়ে পালিত হয় ‘বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিবস’। ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ এই দিনটিকে স্বীকৃতি দেয় যার মূল লক্ষ্য হলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মৌলিক নীতিগুলো উদযাপন করা বিশ্বজুড়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার অবস্থা মূল্যায়ন করা এবং পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। কিন্তু আজকের এই বিশেষ দিনে দাঁড়িয়ে একটি প্রশ্ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে বর্তমান সময়ে সাংবাদিকতা কি সত্যিই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ?সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেবল সাংবাদিকদের অধিকার নয় এটি সাধারণ মানুষের তথ্য জানার অধিকারের সাথে সরাসরি যুক্ত। একটি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো কতটা শক্তিশালী তা বিচার করা হয় সেই দেশের সংবাদমাধ্যম কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে তার ওপর ভিত্তি করে। সাংবাদিকরা যখন নির্ভয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার দুর্নীতি এবং সামাজিক অবিচারের কথা তুলে ধরেন তখনই শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের ওপর হামলা, মামলা এবং ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা কমেনি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সত্য প্রকাশ করায় সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করতে আইনি জটিলতার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে।বর্তমান সময়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সামনে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো করপোরেট স্বার্থ এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ। তথাকথিত ‘পেইড নিউজ’ বা নির্দিষ্ট পক্ষের হয়ে প্রচারণা চালানোর প্রবণতা সাংবাদিকতার নৈতিকতাকে আজ প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। অন্যদিকে, ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে তথ্য আদান-প্রদান সহজ হলেও বেড়েছে অপপ্রচার বা ‘ফেক নিউজ’-এর দাপট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভুল তথ্য অনেক সময় মূলধারার সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতাকে আঘাত করছে। এই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা সাংবাদিকদের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষার মতো।মুক্ত সাংবাদিকতার পথে আর এক বড় বাধা হলো সাংবাদিকদের নিরাপত্তা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শুরু করে স্থানীয় দুর্নীতির খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সাংবাদিককে প্রাণ দিতে হয় কিংবা দীর্ঘ সময় কারাবরণ করতে হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিবসের এই দিনে আমাদের দাবি হওয়া উচিত সাংবাদিকদের নিরাপত্তার জন্য যথাযথ আইনি সুরক্ষা প্রদান করা। যখন একজন সাংবাদিক নিজেকে নিরাপদ মনে করবেন, তখনই তিনি নির্ভয়ে কলম ধরতে পারবেন।পরিশেষে বলা যায়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব কেবল সাংবাদিকদের নয় এটি রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই দায়বদ্ধতা। রাষ্ট্রকে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে যেখানে মুক্ত চিন্তার প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হবে না। একইসাথে সাংবাদিকদেরও মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতার সাথে জড়িয়ে থাকে বিশাল দায়িত্ব। তথ্যের সত্যতা যাচাই এবং নৈতিকতা বজায় রেখে জনস্বার্থে কাজ করাই হোক সংবাদপত্রের মূল লক্ষ্য। বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক সব ভয় ও প্রলোভনের ঊর্ধ্বে উঠে সত্যের জয়গান গাওয়া এবং গণতন্ত্রের ভিতকে আরও মজবুত করা। তবেই এই দিবস উদযাপন সার্থক হবে।

জীবনী

নিকোলো মেকিয়াভেকি

রেনেসাঁ যুগের ইতালীয় কূটনীতিক, রাজনৈতিক দার্শনিক এবং লেখক নিকোলো মেকিয়াভেলি ১৪৬৯ সালের ৩ মে ইতালির ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম জনক হিসেবে পরিচিত এই মনীষীর জীবন ও দর্শন ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং বির্তকিত। মেকিয়াভেলির শৈশব সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না তবে তিনি এক সম্ভ্রান্ত কিন্তু দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠেন এবং ধ্রুপদী শিক্ষা লাভ করেন। ১৪৯৮ সালে ফ্লোরেন্স প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় চ্যান্সেলারির সচিব হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এই পদে থাকাকালীন তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাজদরবারে কূটনৈতিক মিশনে অংশ নেন যা তাঁকে তৎকালীন ক্ষমতার রাজনীতি ও কূটকৌশল খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দেয়। বিশেষ করে সিজার বোর্জিয়ার মতো শাসকদের কঠোর ও কৌশলী শাসন পদ্ধতি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।১৫১২ সালে ফ্লোরেন্সে মেডিসি পরিবারের পুনরায় উত্থান ঘটলে মেকিয়াভেলির রাজনৈতিক জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। প্রজাতন্ত্রের সমর্থক হওয়ার অভিযোগে তাঁকে পদচ্যুত করা হয় কারারুদ্ধ করা হয় এবং অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ফ্লোরেন্সের নিকটবর্তী সান্ত আন্দ্রিয়া এলাকায় নির্বাসিত জীবন যাপন শুরু করেন। এই অবসাদগ্রস্ত ও একাকী নির্বাসনই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও দার্শনিক সৃষ্টির সময়। ১৫১৩ সালে তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রভাবশালী ও কালজয়ী গ্রন্থ ‘দ্য প্রিন্স’ (জ্জওঞ্চ্ছ— ভ্রূদ্মত্র) রচনা করেন। এই বইটিতে তিনি আদর্শবাদের পরিবর্তে বাস্তববাদী রাজনীতির কথা বলেন। তাঁর মতে, একজন শাসকের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আর সেই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনে নৈতিকতা বা ধর্মের তোয়াক্কা না করে কঠোর ও কৌশলী হওয়া উচিত। ‘দ্য প্রিন্স’-এ তাঁর বিখ্যাত উক্তি ছিল শাসকের কাছে জনগণের ভালোবাসার চেয়ে ভীতি থাকা বেশি কার্যকর। তবে তিনি এও বলেছিলেন যে, শাসক যেন ঘৃণিত না হন।মেকিয়াভেলির এই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা ‘পাওয়ার পলিটিক্স’ তাঁকে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত ও সমালোচিত দুই-ই করেছে। তাঁর নাম থেকে ‘মেকিয়াভেলিবাদ’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে যা সাধারণত উদ্দেশ্য অর্জনে অনৈতিক বা ধূর্ত কৌশল অবলম্বন করাকে বোঝায়। তবে আধুনিক বিশ্লেষকদের মতে, মেকিয়াভেলি কেবল ক্ষমতার লোভী ছিলেন না বরং তিনি তৎকালীন ইতালির অরাজকতা ও বিভাজন দূর করে একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ‘ডিসকোর্সেস অন লিভি’, যেখানে তিনি প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং নাগরিক স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। এছাড়াও তিনি ‘দ্য আর্ট অফ ওয়ার’ এবং ফ্লোরেন্সের ইতিহাস নিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। মেকিয়াভেলি নাটক লিখতেও দক্ষ ছিলেন, তাঁর রচিত ‘দ্য ম্যানড্রাগোলা’ ইতালীয় রেনেসাঁ সাহিত্যের অন্যতম সেরা প্রহসন হিসেবে বিবেচিত হয়। জীবনের শেষভাগে তিনি পুনরায় রাজনীতিতে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে তা সফল হয়নি। ১৫২৭ সালের ২১ জুন এই মহান দার্শনিক ও কূটনীতিক ফ্লোরেন্সে মৃত্যুবরণ করেন। মেকিয়াভেলির দর্শন আজও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কূটনীতি এবং নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি প্রথম দেখিয়েছিলেন যে রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতা সব সময় একই সমান্তরালে চলে না।

রাজনীতির ঊর্ধ্বে ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত জন্ম সার্ধশতবর্ষে পুরুলিয়ায় ঐতিহাসিক সম্প্রীতির এক অনন্য উপাখ্যান

দেবরাজ মাহাতো

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক মানচিত্রের দিকে তাকালে আজ যে চিত্রটি বারবার ভেসে ওঠে, তা হলো তীব্র মেরুকরণ ও বিভাজন। আদর্শগত সংঘাত যখন ব্যক্তিগত আক্রমণ আর কাদা ছোড়াছুড়ির পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ম্লান হয়ে পড়ে। একে অপরকে রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার অশুভ প্রতিযোগিতা যখন সমকালীন রাজনীতির দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়া এক বিরল ও অভূতপূর্ব আলোকবর্তিকা প্রদর্শন করল। উপলক্ষ ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা, মানভূমের মুক্তিদাতা ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের জন্ম সার্ধশতবর্ষ (১৫০ তম জন্মজয়ন্তী)। বিগত এক বছর ধরে পুরুলিয়া জেলা জুড়ে যে সম্প্রীতির আবহ তৈরি হলো, তা প্রমাণ করল যে মহাপুরুষদের আদর্শ কোনো নির্দিষ্ট দলের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না।নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত কেবল একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ত্যাগী ঋষি। ১৮৭৬ সালের ২৫শে এপ্রিল (১২ই বৈশাখ ১২৮৩ বঙ্গাব্দ) অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার গাউপাড়ায় তাঁর জন্ম। তবে তাঁর কর্মভূমি হয়ে উঠেছিল রুক্ষ মাটির জেলা মানভূম (বর্তমান পুরুলিয়া)।১৯১১ সালে তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে এই জেলায় আসেন এবং ১৯১৭ সালে পুরুলিয়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। সে যুগে সরকারি চাকরি ও ‘সম্মানিক ম্যাজিস্ট্রেট’ পদের যে আভিজাত্য ছিল, দেশের ডাক এলে তিনি তা তুচ্ছ করতে দ্বিধা করেননি।১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে তিনি রাজকীয় পদমর্যাদা ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের সারথি হন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘শিল্পাশ্রম’ এবং ‘তিলক জাতীয় বিদ্যালয়’।১৯২৫ সালে তাঁর হাত ধরেই প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক ‘মুক্তি’ পত্রিকা। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে মানভূমের ভাষা আন্দোলনে এই পত্রিকা এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। মহাত্মা গান্ধী থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু;জাতীয় স্তরের সমস্ত নেতৃত্ব তাঁকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

২০২৫ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই উদযাপনের মূল কারিগর ছিল ‘ঋষি নিবারণ চন্দ্র জন্ম সার্ধশত উদযাপন কমিটি’। কমিটির কার্যকরী সভাপতি দীপক মাহাতো, সম্পাদক ড. প্রদীপ কুমার মণ্ডল এবং আহ্বায়ক অত্রি চৌধুরী এক অসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁরা যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলোকে এক মঞ্চে আনতে সক্ষম হয়েছেন।অনুষ্ঠান হয়েছে বান্দোয়ান ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ, মাঝিহিড়া আশ্রম, ভূতাম নিবারণ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়, স্বাধীনতা সংগ্রামী নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় এর বাড়ি, পুরুলিয়া জিলা স্কুল, টামনা বিদ্যাসাগর আবাসিক বালিকা বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।

মাঝিহিড়া আশ্রমে ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ জন্ম সার্ধশত বর্ষ উদযাপন হয়। এই আশ্রমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছিল বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু এবং তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক রাজীব লোচন সোরেনকে। একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ মুখোপাধ্যায়, বিজেপি নেতা আব্দুল আলিম আনসারী এবং আরএসপি নেতা অত্রি চৌধুরী। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এটিই ছিল ঐক্যের প্রথম বড় বার্তা।ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ঐতিহাসিক সভা হয়।এটিই ছিল উদযাপনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। যেখানে ঘাসফুল, পদ্ম, কাস্তে-হাতুড়ি আর তেরঙা পতাকার বাহকরা একে অপরের ঘোর বিরোধী, সেখানে ঋষি নিবারণের আদর্শের ছাতার তলায় তাঁরা সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেন।

পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রাজীব লোচন সোরেন, প্রাক্তন পৌর প্রধান নবেন্দু মাহালী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো, ঙ্খঞ্জজ্ঞ এর জেলা সম্পাদক প্রদীপ রায় এবং প্রাক্তন বিধায়ক নিখিল মুখার্জি, বিজেপির প্রাক্তন কাউন্সিলর আবির সেনগুপ্ত ও প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, ফরওয়ার্ড ব্লকের মিহির মাঝি ও ডাঃ অসীম সিনহা, আরএসপি-র দীপক দাস, জেডিইউ-র অশোক দাস এবং এসইউসিআই-র হরলাল মাহাতো সহ অন্যান্যরা।এই বিচিত্র রাজনৈতিক সমীকরণ বুঝিয়ে দেয় যে, যখন বিষয় হয় দেশের মাটি আর মাটির মানুষের মুক্তিদাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, তখন দলীয় সংকীর্ণতা গৌণ হয়ে দাঁড়ায়।কেবল রাজনীতি নয়, এই উদযাপন ছিল জ্ঞানের আকর। অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছিলেন মানভূমের ভাষা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম সেনানী কাজল সেন, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. গৌতম ভদ্র, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ রায়, সাঁওতালি সাহিত্যিক বঙ্গভূষণ কলেন্দ্রনাথ মান্ডি এবং অধ্যাপক ড. প্রবীর সরকার। তাঁদের ভাষণে ফুটে ওঠে ঋষি নিবারণের বহুমুখী প্রতিভা; তাঁর সাংবাদিকতা, সমাজ সংস্কার এবং কুটির শিল্পের প্রতি অনুরাগ।২৮শে ফেব্রুয়ারি সকালে ডাকবাংলো মাঠ থেকে শুরু হওয়া বিশাল পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিল সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী। এটি প্রমাণ করে যে, নতুন প্রজন্মের কাছে ঋষি নিবারণ আজও বিস্মৃত হননি। এদিন স্কুল পড়ুয়াদের জন্য স্বরূপ দত্তের গ্রন্থ ‘নিবারণ চিত্র’ প্রকাশিত হয়, যা ছবি ও ছড়ার মাধ্যমে ঋষির জীবনী তুলে ধরে।

এই উদযাপনের অংশ হিসেবেই পোস্ট অফিস মোড়ে অবস্থিত ঋষি নিবারণ চন্দ্রের মূর্তির পাদদেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাসক তথা পৌর প্রশাসক উৎপল কুমার ঘোষ নবরূপে সেজে ওঠা ঋষি নিবারণচন্দ্র পার্কের ফলক উন্মোচন করেন। এটি ঋষির স্মৃতির প্রতি প্রশাসনের দায়বদ্ধতার একটি বড় দিক।

১২ই বৈশাখ, ১৪৩৩ (২৬ এপ্রিল, ২০২৬) ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের জন্ম সার্ধশতবর্ষ সমাপ্ত হলো এবং তাঁর ১৫১তম জন্মদিন। এক বছরের এই দীর্ঘ পরিক্রমা কেবল একটি বার্ষিক উৎসব ছিল না, এটি ছিল একবিংশ শতাব্দীর কলুষিত রাজনীতির বিপরীতে এক বিনম্র আত্মসমর্পণ।মঞ্চে উপস্থিত সব দলের নেতারা একটি বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন;নিবারণ চন্দ্র যেভাবে নিজের আখের না গুছিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তা আজকের রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য সবথেকে বড় শিক্ষা। তাঁর সার্ধশতবর্ষে পুরুলিয়া যে রাজনৈতিক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, তা গোটা ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য একটি বড় শিক্ষা।ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত কোনো অতীতের ধূসর স্মৃতি নন; তিনি এক জীবন্ত আদর্শ। পুরুলিয়া প্রমাণ করে দিল যে, মহাপুরুষরা কোনো নির্দিষ্ট দলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারেন না, তাঁরা জাতীয় সম্পদ। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এই ঐক্যবদ্ধ উদযাপনই হোক আগামীর ভারতের প্রকৃত রূপরেখা। মানভূমের রুক্ষ মাটিতে আজ যে সম্প্রীতির বীজ বপন করা হলো, তা যেন আগামী দিনে গোটা বাংলার রাজনৈতিক আকাশে এক নতুন সূর্যোদয়ের বার্তা নিয়ে আসে।

বিরোধী দলই গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী

এম ওয়াহেদুর রহমান

সারা জাহানের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মাঝে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে । আর এই সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অস্তিত্ব তথা ভূমিকা অনস্বীকার্য । বিরোধী দল ব্যতীত সংসদীয় গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বিমর্ষ হয়ে পড়ে । এই বিরোধী দল হল সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি অন্যতম স্তম্ভ । সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান কিংবা মাতৃভূমি হলো গ্ৰেট ব্রিটেন । এই ব্রিটেনের সরকারকে বলা হয় ‘ রাজা বা রানীর সরকার ‘ এবং বিরোধী দলকে বলা হয় ‘ রাজা বা রানীর বিরোধী দল ‘ । সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সাধারণতঃ সরকার গঠন করে আর সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠায় গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে । সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয় মন্ত্রীসভা। মন্ত্রীসভা দেশের যাবতীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করে থাকে । আর সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বলা হয় ‘ ছায়া মন্ত্রীসভা ‘ । এই ‘ ছায়া মন্ত্রীসভা ‘ ও সরকারি দলকে বিশেষ করে মন্ত্রীসভা কে সার্বিক ভাবে দেশ পরিচালনায় সাহায্য - সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় সংসদে শক্তিশালী ও সুসংহত বিরোধী দলের আবির্ভাব ঘটে নি । পূর্বে কংগ্রেস দলের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিরোধী দলগুলির অস্তিত্বকে শক্তিহীন করে তুলেছে। বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিরোধী দলের অস্তিত্বকে শক্তিহীন করে তুলেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ , ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য গুলিতে ও ক্রমশঃ বিরোধী দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে যা সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে একটি অশনি সংকেত। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখা যায় । সরকারি ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী প্রতিদন্দিতার সামিল হয়। নির্বাচনোত্তর ফলাফলে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে থাকে , সেই দল সরকার পরিচালনা করে থাকে । আর যে দল কিংবা দলের সমস্টি সংখ্যালঘিষ্ঠ , সেই দল কিংবা দলের সমস্টি বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে থাকে । শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো রাজনৈতিক দলত্যাগের ঘটনা । যদি ও এই প্রথা বন্ধের জন্য ‘ দলত্যাগ বিরোধী আইন ‘ প্রবর্তিত হয়েছে তবুও বাস্তবে তা সমূলে কার্যকর হয় নি । ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলত্যাগ একটি ব্যাধি হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে । ভারতের কোনো বিশেষ রাজ্যে দলত্যাগ পূর্বে ও কেন্দ্রীভূত ছিল না কিংবা আজ ও নেই। বরং ভারত জুড়েই দলত্যাগের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে । দলত্যাগীদের বোঝানোর জন্য একটি পরিহাসমূলক ‘ আয়ারাম - গয়ারাম ‘ কথাটি ও আজ ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে বিস্তার লাভ করেছে। ভারতের জাতীয় রাজনীতির অঙ্গন তথা বিভিন্ন রাজ্য রাজনীতির অঙ্গনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে ‘ ঘোড়া - কেনাবেচা’র নীতি । এই কারণে রাজনৈতিক ব্যাবস্থায় অনিশ্চয়তা ও অস্থিতিশীলতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে । গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার এই দুর্বলতা সরকারি কাঠামোর স্থিতিশীলতাকে ও নস্ট করে তুলেছে । দলত্যাগের রাজনীতি ভারতীয় গণতন্ত্রকে অনেকটাই বিপন্নের সমুক্ষীন করে তুলেছে । আসলে রাজনৈতিক সুবিধা ভোগের জন্যই হয়তো অনেকেই দলত্যাগের দিকে ঝুঁকে পড়েন। অনেক সময় মোটা অংকের আর্থিক প্রাপ্তিযোগের আকর্ষণ ও অনেককে প্রভাবিত করে থাকে । অনেক সময় দলীয় বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেকেই দলত্যাগ করে থাকেন । অনেক সময় কেন্দ্রের শাসক দল ও রাজের শাসন ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিরোধী দলের সদস্যদের বিভিন্ন কৌশলে দলত্যাগ করে থাকে । এই দলত্যাগের জন্য অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কখনই ‘ বিরোধী শূন্য ‘ কিংবা শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব ব্যতিরেকে কার্যকারী হতে পারে না । কেননা বিরোধী দলই সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখতে কিংবা সরকার কে গণমূখী ভূমিকা পালনে বাধ্য করে থাকে। এই বিরোধী দলই সরকার কে দূর্নীতিমুক্ত রাখতে সাহায্য করে থাকে । বিরোধী দল সরকারের সমালোচনা ও বিরোধীতার সাথে সাথে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ও করে থাকে । কিন্তু শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব হীনতার ফলস্বরূপ দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সংকটাপনন্ন পরিস্থিতি । সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আসলে শাসক দল ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় । ক্ষমতাসীন দল কে স্বীকার করে নিতে হয় যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সরকার বিরোধী সমালোচনার অধিকার আছে । তেমনি আবার বিরোধী পক্ষ কেও স্বীকার করে নিতে হয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসক দলের দেশের শাসনকার্য পরিচালনার অধিকার আছে । তাই শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব ছাড়া গণতন্ত্র কিংবা সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কখনই সফলতা অর্জন করতে পারে না ।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-05-2026 03:25 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

দুর্গ সাজিয়ে প্রস্তুত গণনাকেন্দ্র

কলকাতার সাত কেন্দ্রে ১৬৩ ধারা জারি লালবাজারের

নয়া জামানা, কলকাতা সোমবার রাজ্যের ভাগ্যপরীক্ষা। তার আগে নিরাপত্তার বজ্রবাঁধনে মুড়ে ফেলা হচ্ছে কলকাতাকে। নেতাজি ইন্ডোর থেকে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল; শহরের সাতটি গণনাকেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে ১৬৩ ধারা জারি করল লালবাজার। সোমবার ভোর ৫টা থেকেই এই নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে। সাফ জানানো হয়েছে, এই সীমানার মধ্যে পাঁচ বা তার বেশি মানুষের জমায়েত মানেই তা 'বেআইনি' বলে গণ্য হবে। কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, নির্দেশ অমান্য করলে আইনি পদক্ষেপ অনিবার্য। শুধু শহর নয়, রাজ্যের সব প্রান্তের গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা এখন নিশ্ছিদ্র করা হচ্ছে। জেলাতেও ১৬৩ ধারা জারি হতে পারে। কলকাতার সাতটি কেন্দ্র; নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, হেস্টিংস হাউস কমপ্লেক্স, এপিসি রায় পলিটেকনিক কলেজ, সেন্ট টমাস বয়েজ স্কুল, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল, বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল এবং বাবা সাহেব অম্বেডকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি এখন দুর্গের চেহারা নিয়েছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'আইনসম্মত ভাবে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে বাধা, কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর মতো পরিস্থিতি এড়াতে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং যে কোনও হামলা প্রতিরোধ করতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারার অধীন নির্দেশিকা জারি করা প্রয়োজন রয়েছে।' গণনাকেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে কোনও মিছিল, সমাবেশ বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করা যাবে না। সঙ্গে রাখা যাবে না লাঠি, ধারালো অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, পাথর কিংবা দাহ্য পদার্থ। আতশবাজি ফাটানো বা কোনো বিস্ফোরক নিয়ে আসাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।গণনাকেন্দ্রের বাইরে ১০০ মিটার পর্যন্ত নো-ভেহিকল জোন করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনও সাধারণ গাড়ি সেখানে ঢুকতে পারবে না। সশস্ত্র রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে তৈরি হয়েছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। স্ট্রংরুমের পাহারায় মোতায়েন করা হয়েছে ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রয়োজনে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।প্রতিটি স্ট্রংরুমের জন্য অন্তত ২৪ জন জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। সোমবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে কাউন্টিং। প্রথমে পোস্টাল ব্যালট এবং পরে ইভিএম খোলা হবে। সাধারণত ১৪টি টেবিলে এক রাউন্ড গণনা সম্পন্ন হবে। প্রতিটি কন্ট্রোল ইউনিটের সিল এবং ট্যাগ ঠিক আছে কি না, তা প্রার্থী বা তাঁদের এজেন্টদের সামনে পরীক্ষা করে দেখা হবে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, স্ট্রংরুম খোলা থেকে শুরু করে

ইভিএম আনা এবং ফল ঘোষণা; গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফি করা বাধ্যতামূলক। সংশ্লিষ্ট গণনাকক্ষে রিটার্নিং অফিসার, কাউন্টিং স্টাফ এবং অনুমোদিত এজেন্ট ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। এ বার বিশেষ কিউআর কোড যুক্ত আইডি কার্ড দেওয়া হয়েছে। তিন বার পরীক্ষার পর তবেই ভিতরে প্রবেশের ছাড়পত্র মিলবে। রিটার্নিং অফিসার ও পর্যবেক্ষক ছাড়া কারও মোবাইল ব্যবহারের অনুমতি নেই। হুগলিতে ১৮টি কেন্দ্রের জন্য ৪টি মহকুমা এবং বাঁকুড়ার ১২টি কেন্দ্রের জন্য ৩টি স্ট্রংরুমে গণনার ব্যবস্থা হয়েছে। সব মিলিয়ে রাজ্যে ৭৭টি কেন্দ্রে চলবে ভোটগণনা। জঙ্গলমহলের গণনাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে সিইও মনোজ অগ্রবাল আশ্বস্ত করেছেন, রাজ্য জুড়ে পর্যাপ্ত বাহিনী মোতায়েন থাকছে। স্ট্রংরুম নিয়ে আসা অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, 'ওখানে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা রয়েছে। শুধু অভিযোগ করলেই হয় না। লিখিত অভিযোগ এখনও পর্যন্ত কেউ করেননি।' সোমবার দুপুর ১২টার মধ্যেই প্রাথমিক ইঙ্গিত মিলতে শুরু করবে। ইভিএমের কন্ট্রোল ইউনিটের 'রেজাল্ট' বোতাম টিপলেই স্পষ্ট হবে জয়-পরাজয়ের ছবি। শেষে ১৭সি এবং ২০ নম্বর ফর্মের মাধ্যমে ফল নথিভুক্ত হবে। ইভিএমের তথ্যের সঙ্গে ভিভিপ্যাট স্লিপ মিলিয়ে দেখার পরই আসবে চূড়ান্ত ঘোষণা। জনতা জনার্দনের রায় জানার অপেক্ষায় এখন প্রহর গুনছে বাংলা। প্রতিটি কক্ষের জন্য আলাদা প্রবেশ ও বাহির পথ থাকছে। ইভিএম আনা-নেওয়ার পথও হবে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। গণনাকক্ষ বড় হলে তা নির্দিষ্ট নিয়মে ভাগ করা হবে। এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে সরাসরি যাওয়া যাবে না। গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ এবং ভেতরের অংশ থাকবে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর দখলে। মোবাইল বা কোনো অস্ত্র জমা রাখার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সোমবারের ফলের দিকে তাকিয়ে এখন গোটা দেশ। তবে বিশৃঙ্খলা রুখতে এক চুল জমি ছাড়তে নারাজ কমিশন। সব মিলিয়ে কড়া প্রহরার মধ্যেই সোমবার ইভিএম থেকে বেরোবে আগামীর জনাদেশ। এই বিশাল যজ্ঞে কোনো ত্রুটি রাখতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন। পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনীর সমন্বয়ে প্রতিটি বুথ এবং স্ট্রংরুম এখন সুরক্ষিত। অশান্তি এড়াতে স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।গণনার শেষে নির্দিষ্ট বুথের ভিভিপ্যাট স্লিপ গোনা হবে। কন্ট্রোল ইউনিটের হিসাবের সাথে তা মিলিয়ে দেখা হবে। প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন। সোমবার ভোরে ইভিএম বের করার সময় থেকেই শুরু হবে চূড়ান্ত সতর্কতা। কাউন্টিং এজেন্টদের নথিপত্র বারবার পরীক্ষা করা হবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতিটি ভোটের গতিপ্রকৃতি নথিবদ্ধ করা হবে। বাংলার জনমত কোন দিকে যায়, এখন সেটাই দেখার। প্রতীকী ফটো।

তৃণমূলই ফিরছে ! মীরের মন্তব্যে বিদ্ধ হাত শিবির, ফুঁসছেন অধীর

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের ফল ঘোষণা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু তার আগেই বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দেওয়ার মতো এক বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে এখন তোলপাড় কংগ্রেসের অন্দরমহল। এআইসিসি নেতা তথা বাংলার পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর কার্যত ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, বাংলায় ফের ক্ষমতায় আসছে তৃণমূল কংগ্রেসই। ভোট গণনার আগে দলেরই এক শীর্ষ নেতার এমন 'ভবিষ্যদ্বাণী' প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের কাছে কেবল অস্বস্তিকর নয়, রীতিমতো অপমানেরও। যেখানে ২৯৪টি আসনে 'একলা চলো' নীতি নিয়ে জানপ্রাণ লড়িয়েছেন কর্মীরা, সেখানে মীরের এই মন্তব্য কার্যত দলের লড়াইকে গুরুত্বহীন করে দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব সরাসরি দিল্লির এই নেতার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে রাহুল গান্ধী বিজেপি এবং তৃণমূল;উভয় পক্ষকেই তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। সারদা-নারদা থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা, কোনও কিছুতেই শাসক দলকে ছাড় দেননি তিনি। সেই কড়া অবস্থান ও লড়াইয়ের মেজাজ যখন তুঙ্গে, তখনই মীর দাবি করলেন যে বাংলায় বিজেপির সরকার গঠনের কোনও সম্ভাবনা নেই এবং তৃণমূলই আবার ক্ষমতায় ফিরবে। পর্যবেক্ষকের এই দাবি কংগ্রেসের অন্দরে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। দলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। কর্মীরা ভাবছেন, যদি তৃণমূলই জেতে এবং শীর্ষ নেতৃত্ব তা মেনে নেয়, তবে কংগ্রেসের এই একক লড়াইয়ের মানে কী?এই ইস্যুতে সবচেয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীররঞ্জন চৌধুরী। নাম না করেই তিনি বিঁধেছেন মীরকে। অধীর বলেন, 'কিছু নেতা এমন মনোভাব প্রকাশ করছেন, যেন তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতা করলে ভালো হতো ।' অধীরের এই মন্তব্যের নেপথ্যে রয়েছে দলের কর্মীদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যেখানে কংগ্রেস কর্মীরা শাসক দলের হাতে নিগৃহীত হচ্ছেন, সেখানে নেতাদের মুখে এমন তৃণমূল-বন্দনা মেনে নেওয়া যায় না। অধীরের এই অবস্থান দলের অন্দরে তৈরি হওয়া ফাটলকেই স্পষ্ট করে দিল। দলের শৃঙ্খলা রক্ষা এখন রাজ্য নেতৃত্বের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোট মিটলেও কংগ্রেস কর্মীদের উপর হামলা কমেনি বলে অভিযোগ। মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে কলকাতার রাসবিহারী;সর্বত্রই কংগ্রেস কর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলছে। দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর থেকে শুরু করে সমর্থকদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে। রাসবিহারী কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, কংগ্রেসকে দমিয়ে রাখতেই এই পরিকল্পিত সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। এই চরম ডামাডোলের মধ্যে গুলাম আহমেদ মীরের মন্তব্য যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে দিয়েছে। একদিকে কর্মীরা লড়াই করছেন, অন্যদিকে শীর্ষ নেতা জয়ী ঘোষণা করছেন প্রতিপক্ষকে।এই অদ্ভুত দ্বন্দ্বে এখন বিপর্যস্ত বিধান ভবন। মীরের মন্তব্যের ফলে সাধারণ ভোটারদের কাছেও ভুল বার্তা যাচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেক জেলা নেতৃত্ব। যদি দল নিজেদের একটি শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে তুলে ধরতেই ব্যর্থ হয়, তবে আগামী দিনে জনভিত্তি আরও দুর্বল হওয়ার ভয় থাকছে। একলা লড়াইয়ের রণকৌশল কি তবে শুরুতেই হোঁচট খেল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই এখন হিমশিম খাচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস। বাইরে যখন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই তুঙ্গে, তখন ঘরের অন্দরের এই মতভেদ দলের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ফল প্রকাশের আগে এই অস্বস্তি কংগ্রেসের জন্য কতটা কাল হয়ে দাঁড়ায়, এখন সেটাই দেখার বিষয়। রাজনৈতিক মহলের নজর এখন মীরের মন্তব্যের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায়। সব মিলিয়ে ফল ঘোষণার আগেই হাত শিবিরে পরাজয়ের সুর কি তবে দিল্লির নির্দেশে? প্রশ্নটা এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

অসুস্থতাতেই মৃত্যু বৃদ্ধের

সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করে অভিষেককে পাল্টা কমিশনের

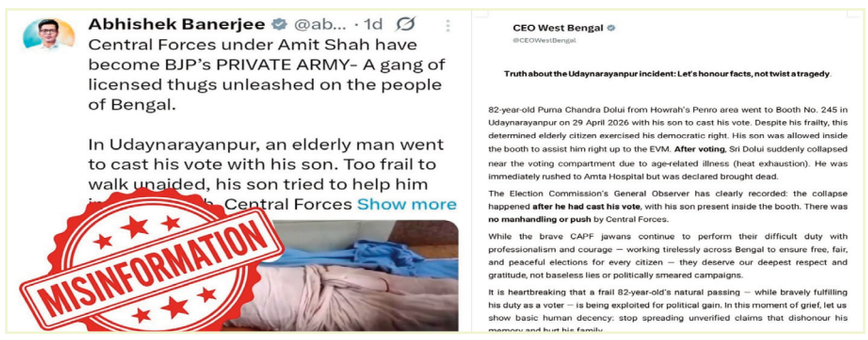

নয়া জামানা,হাওড়া ঃ উদয়নারায়ণপুরে ভোট দিতে গিয়ে বৃদ্ধের মৃত্যু ঘিরে ঘনীভূত রহস্যের যবনিকা টানল নির্বাচন কমিশন। সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করে কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিল, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ধাক্কায় নয়, বরং প্রবল গরমে শারীরিক অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু হয়েছে ৮২ বছরের পূর্ণচন্দ্র দলুইয়ের। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা অভিযোগকে 'ভুল তথ্য' বা মিসইনফরমেশন হিসেবে দেগে দিয়ে কমিশন জানিয়েছে, জওয়ানরা নিরলস পরিশ্রম করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার দুর্ভাগ্যজনক। কমিশনের প্রকাশিত ওই সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, পূর্ণচন্দ্রবাবু তাঁর ছেলের হাত ধরে বুথে প্রবেশ করছেন। আঙুলে কালি লাগানোর পর লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি ইভিএমের দিকে এগিয়ে যান। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় তাঁকে সাহায্য করতে পাশে আসেন তাঁর ছেলে। ছেলে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়ে কিছুটা দূরে সরে যেতেই হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন ওই বৃদ্ধ। তৎক্ষণাৎ ভোটকর্মী ও পরিবারের লোকজন তাঁকে ধরাধরি করে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেন। এই ভিডিওর সত্যতা অবশ্য যাচাই করেনি সকালের শিরোনাম। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দিনভর রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে ছিল। ঘটনার দিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত বৃদ্ধের ছবি পোস্ট করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপি-র ব্যক্তিগত বাহিনী হিসেবে কাজ করছে।

অভিষেকের সেই পোস্টে অভিযোগ ছিল, 'অমিত শাহের অধীনে কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির ব্যক্তিগত বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এক বৃদ্ধ তাঁর পুত্রের সঙ্গে ভোট দিতে গিয়েছিলেন। হাঁটতে পারছিলেন না, ওঁর ছেলে ওঁকে সাহায্য করেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী তাঁদের দু'জনকেই ধাক্কা দেয়, খারাপ ব্যবহার করে। বৃদ্ধ পড়ে যান। তাঁকে আমতা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।' অভিষেক তাঁর এই বক্তব্যে ২০২১ সালের শীতলকুচি কাণ্ডের স্মৃতি উসকে দিয়ে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান।

তিনি লেখেন, '২০২১ সালে এই রক্তের জন্য বিজেপিকে বড় মূল্য চোকাতে হয়েছিল। এ বার আরও বড় মূল্য চোকাতে হবে।' বাহিনীর জওয়ানদের 'বাইরে থেকে আসা জল্লাদ' বলে কটাক্ষ করে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, এই ঘটনার পেছনে থাকা প্রত্যেককে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। বৃদ্ধের ছেলেও একই ভাবে জওয়ানদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছিলেন।

পাল্টা জবাবে নির্বাচন কমিশন একটি লিখিত বিবৃতি প্রকাশ করে জানায়, সিসিটিভি ফুটেজ এবং সাধারণ পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট অনুযায়ী বাহিনীর কোনো দোষ নেই। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি বা কাউকে ধাক্কা দেয়নি। পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপূর্ণ, অবাধ ভোট নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা নিরলস পরিশ্রম করছেন। তাঁদের শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য। ভিত্তিহীন মিথ্যা অভিযোগ নয়।' বৃদ্ধের অসুস্থতাকে হাতিয়ার করে রাজনীতির ময়দান তপ্ত করার প্রচেষ্টাকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে কমিশন মনে করিয়ে দিয়েছে যে, 'গণতন্ত্র সত্যের উপর ভিত্তি করে টিকে থাকে। ভয়ের উপর নয়।' শোকাতুর পরিবারের যন্ত্রণা নিয়ে মিথ্যা ছড়াতে বারণ করেছে কমিশন। সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসার পর অভিষেকের করা ওই পোস্ট এখন 'ভুল' বলেই দাবি করছে নির্বাচন ভবন। কমিশনের এই কড়া অবস্থান ভোটমুখী বাংলায় নতুন বিতর্কের জন্ম দিল।

বালিগঞ্জে পুনর্নির্বাচনের দাবি আফরিন বেগমের

নয়া জামানা,কলকাতাঃ বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের দুটি বুথে ফের ভোটগ্রহণের দাবিতে সরব হলেন সিপিএম প্রার্থী আফরিন বেগম। শনিবার এই মর্মে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। ভোটপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব এবং ইভিএম ও স্ট্রং রুম সংক্রান্ত একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে ধরেছেন বামপ্রার্থী। কমিশনের কাছে পাঠানো ইমেলে আফরিন স্পষ্ট জানিয়েছেন, ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের ১২৬ ও ১৬৫ নম্বর বুথে নিয়ম মেনে নির্বাচন হয়নি। তাই ওই দুই কেন্দ্রে পুনরায় ভোট নেওয়া প্রয়োজন। আফরিনের মূল অভিযোগের তির অকেজো ওয়েবকাস্টিংয়ের দিকে। তাঁর দাবি, ভোটের দিন ওই দুই বুথে ওয়েবকাস্টিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল ছিল। এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশিকার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আফরিন বলেন, 'ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোনও বুথে ওয়েবকাস্টিং ২০ মিনিটের বেশি সময় ধরে ব্যাহত বা বন্ধ থাকলে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য পুনঃভোটের আদেশ দিতে হবে।' তিনি আরও জানান, যদি পুনর্নির্বাচন সম্ভব না হয়, তবে 'উভয় বুথের ভোটগ্রহণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ও অপরিবর্তিত ওয়েবকাস্টিং ভিডিয়ো ফুটেজ আমাদের দলকে সরবরাহ করতে হবে, যাতে তা যাচাই করা যায় এবং কোনও ধরনের অসদাচরণ ঘটেনি তা নিশ্চিত করা যায়।'

কমিশনকে দেওয়া চিঠিতে সিপিএম প্রার্থী উল্লেখ করেছেন যে, সংশ্লিষ্ট বুথগুলিতে তাঁদের কোনও পোলিং এজেন্টও ছিলেন না। ওয়েবকাস্টিং বন্ধ থাকা এবং এজেন্টের অনুপস্থিতি; এই দুইয়ের জেরে ভোটের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হয়েছে। সেক্টর অফিসার থেকে কন্ট্রোল রুম, সর্বত্র জানিয়েও ফল মেলেনি বলে তাঁর দাবি।

ভোটারদের আস্থা ফেরাতে কমিশন দ্রুত পদক্ষেপ করবে বলেই আশা রাখছেন বালিগঞ্জের সিপিএম প্রার্থী। এখন দেখার, এই অভিযোগ খতিয়ে দেখে কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেয়। ছবি সংগৃহিত।

অন্ধত্ব জয় যমজ শিশুর

সৌজন্যে 'সেবাশ্রয়'

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ অন্ধকারের দিন শেষ। হায়দরাবাদের হাসপাতালে জটিল অস্ত্রোপচারের পর ফিরে এল দুই খুদের চোখের আলো। সৌজন্যে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি। শনিবার সমাজমাধ্যমে দুই শিশুকন্যার সুস্থতার খবর ভাগ করে নিয়েছেন অভিষেক নিজেই। আলিফা ও রায়ানা খাতুন। মাত্র আট মাস বয়সেই লড়াই শুরু হয়েছিল এই যমজ বোনের। জন্ম থেকেই পৃথিবীটা ছিল তাদের কাছে অন্ধকার। অর্থের অভাবে চিকিৎসা থমকে ছিল নিম্নবিত্ত পরিবারটির। শেষমেশ গত জানুয়ারিতে 'সেবাশ্রয়' শিবিরে দুই মেয়েকে নিয়ে হাজির হন মা।সেখানকার চক্ষুবিশেষজ্ঞরা আশার আলো দেখান। জানানো হয়, অস্ত্রোপচার করলে দৃষ্টি ফিরে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সেই খরচ জোগানোর ক্ষমতা ছিল না পরিবারের। সাংসদের কানে খবর পৌঁছতেই তৎপর হয় তাঁর টিম। যোগাযোগ করা হয় হায়দরাবাদের একটি নামী চক্ষু হাসপাতালের সঙ্গে। যাবতীয় রিপোর্ট পরীক্ষা করে সবুজ সংকেত আসতেই মা ও শিশুদের দক্ষিণ ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন অভিষেক। সেখানকার চিকিৎসকদের হাতযশেই মিটেছে দীর্ঘ অন্ধকার। কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত দুই শিশুর মা একটি ভিডিয়ো বার্তায় বলেছেন, 'জন্ম থেকেই ওরা অন্ধ ছিল। ভাবতেও পারিনি এই দিনটা আসবে। অভিষেকদাই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাই এটা সম্ভব হল।' এই সাফল্যে অভিষেক লিখেছেন, 'সেবাশ্রয়ের অঙ্গীকারের মাধ্যমে আট মাস বয়সি যমজ শিশু আলিফা ও রায়ানা খাতুনের দৃষ্টি পুনরুদ্ধারের অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। তারা জন্মগত অন্ধত্ব কাটিয়ে এমন এক ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছে, যা আগে অসম্ভব বলে মনে করা হয়েছিল।' এর আগেও 'সেবাশ্রয়'-এর হাত ধরে বহু দুঃসাধ্য অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে কলকাতা ও দক্ষিণ ভারতে। ফের একবার মানবিক নজির গড়ল এই উদ্যোগ।

প্রার্থী জাহাঙ্গির-ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ কমিশনের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ নির্বাচন কমিশনের নিশানায় এবার ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের ঘনিষ্ঠরা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার কড়া নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। নির্দেশ পালন না করলে খোদ পুলিশের বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এলাকায় শান্তি ফেরাতে পুলিশকে চরম সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে কমিশন। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট থানার ওসির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মূলত পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা কাটাতে এবং এলাকায় ত্রাসের পরিবেশ দূর করতেই এই কড়া অবস্থান নিলো সাংবিধানিক এই সংস্থা। ভোটের ফলতায় উত্তেজনার পারদ চড়ছে দ্বিতীয় দফার পর থেকেই। শনিবার নতুন করে উত্তপ্ত হয় এলাকা। বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে ঢুকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের তির সরাসরি জাহাঙ্গির-ঘনিষ্ঠ ইস্রাফুল চোকদার ও সুজাদ্দিন শেখের দিকে। তাঁদের নেতৃত্বেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভয় দেখানো হচ্ছে বলে সরব হয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীদের একাংশ। এই সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই কমিশন সরাসরি ইস্রাফুল ও সুজাদ্দিনের নামে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছে। বাদ যাননি তাঁদের সহযোগীরাও। কমিশনের নির্দেশ, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিয়ে এলাকায় স্বাভাবিক পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে হবে পুলিশকে।শুক্রবার থেকেই ফলতার হাশিমনগর এলাকায় দফায় দফায় সংঘর্ষ শুরু হয়। বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগে পরিস্থিতি রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীদের দাবি, তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়েছে। প্রতিবাদে শুক্রবার জাতীয় সড়ক অবরোধও করেছিলেন স্থানীয়রা। অভিযোগ ওঠে যে ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়া হয়েছে। জনরোষ সামলাতে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মা সশরীরে ঘটনাস্থলে গেলেও উত্তেজনা কমেনি।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-05-2026 03:25 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

বিয়ের গাড়িতে হামলা, নোনাইপারে পুলিশের অভিযানে আটক ১২

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ির নোনাইপার মোড়ে বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে বেশ কয়েকটি গাড়ির উপর অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটে। বানারহাট থানার অন্তর্গত নোনাইপার মোড়ে একদল দুষ্কৃতী আচমকাই গাড়িগুলির উপর চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। গাড়িতে থাকা মহিলা ও শিশুদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করা হয় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলার চেষ্টাও হয়। খগেনহাট থেকে নাথুয়া এলাকার একটি বিয়েবাড়িতে যাচ্ছিলেন ওই যাত্রীরা।

আতঙ্কিত অবস্থায় তারা প্রাণ বাঁচাতে গয়েরকাটা এলাকায় আশ্রয় নেন। পরে পরিবারের সদস্যরা এসে বানারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের ৪ ঘণ্টার মধ্যেই তৎপর হয় বানারহাট থানার পুলিশ। অভিযানে ১২ জনকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পূর্ব শত্রুতার জেরেই এই হামলা। ঘটনায় আর কারা জড়িত, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নোনাইপার এলাকায় পুলিশি নজরদারি ও টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। রাতে পুলিশ পিকেটও বসেছে। পুলিশের দ্রুত তৎপরতায় এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং দোষীদের ছাড়া হবে না।

উত্তরবঙ্গের রায়ে কাল বদলাবে হিসেব ?

৫৪ আসনে নজর গোটা বাংলার

কুশল রায় ।। নয়া জামানা ।। শিলিগুড়ি

আর একটা রাত পোহালেই জানা যাবে উত্তরবঙ্গের রায়। আগামীকাল ৪ মে বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোবে। আর সেই ফলে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে চলেছে উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার ৫৪টা আসন। তাই এখন গোটা উত্তর জুড়ে একটাই আলোচনা, কে জিতবে? গতবার ২০২১-এ এই ৫৪টা আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছিল ৩০টা, তৃণমূল ২৩টা, ১টি আসন যায় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দখলে। এবার হিসেব উল্টে যায় নাকি একই থাকে, সেটাই দেখার। সেই কারণেই কোচবিহার থেকে মালদা, সর্বত্র এখন চাপা টেনশন। দলীয় অফিসগুলোতে শেষ মুহূর্তের মিটিং চলছে। কর্মীরা স্ট্রংরুমের বাইরে রাত জাগছে। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির ১৫টা আসনে চা-শ্রমিকরাই শেষ কথা বলে। 'চা সুন্দরী' প্রকল্পে পাকা বাড়ি, জমির পাট্টা দেওয়ার কথা বলেছে তৃণমূল। বিজেপি তুলেছে দৈনিক মজুরি ৪৫০ টাকা করার দাবি। শ্রমিকরা কোন দিকে গেল, তার উপরই এই আসনগুলোর ভাগ্য ঝুলছে। অন্যদিকে কোচবিহার, দুই দিনাজপুরের সীমান্ত লাগোয়া আসনগুলোতে অনুপ্রবেশ আর নাগরিকত্ব বড় ইস্যু। বিজেপি এনআরসি-সিএএ নিয়ে জোর দিয়েছে। তৃণমূল বলেছে, কাউকে তাড়ানো হবে না। মানুষ কোন কথায় ভরসা রাখল, কাল বোঝা যাবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং;এই

তিন আসনে এবারও জটিল অঙ্ক। মোর্চার একাধিক গোষ্ঠী, হামরো পার্টি, তৃণমূল, বিজেপি সবাই আছে ময়দানে। পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি নাকি পাহাড়ের উন্নয়ন, কোনটা ভোট টানল সেটাই ফ্যাক্টর। শিলিগুড়ি, মালদা, রায়গঞ্জের মতো শহরে চাকরি আর ব্যবসা বড় ইস্যু। আবার গ্রামে গ্রামে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ১০০০ টাকা, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড নিয়ে চর্চা হয়েছে। শহর আর গ্রামের ভোট আলাদা হলেই ফল উল্টে যেতে পারে। বহু আসনে তৃণমূল, বিজেপি আর বাম-কংগ্রেস জোট এবং স্থানীয় কিছু দল প্রত্যেকেই আছে। জোট যদি ভালো ভোট কাটে, তাহলে তার সুবিধা কে পাবে, সেটা নিয়েই এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনা। শীতলকুচি, দিনহাটা, নাটাবাড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, ডাবগ্রাম - ফুলবাড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফালাকাটা, ইংরেজবাজার, রায়গঞ্জ;এই আসনগুলোতে হেভিওয়েট প্রার্থী থাকায় ফল কী হয় সেটা দেখার জন্য সবাই তাকিয়ে আছে। গণনা কেন্দ্রগুলোর বাইরে বিএনএসএস ১৬৩ ধারা জারি হয়েছে। স্ট্রংরুম পাহারা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কোনো গোলমাল যাতে না হয়, তার জন্য পুলিশও তৈরি। মোট কথা, উত্তরবঙ্গ বরাবরই বাংলার সরকার গড়ার চাবিকাঠি। এবারও তার অন্যথা হবে না। উন্নয়নের কথা নাকি আবেগের কথা, মানুষ কোনটাকে বাছল, তার উত্তর মিলবে কাল সকাল থেকেই। আপাতত প্রার্থীদের ঘুম উড়েছে, কর্মীদের চোখে ঘুম নেই। অপেক্ষা শুধু ইভিএম খোলার।

সেবক রোড হিট অ্যান্ড রান ! মামলা স্থানান্তরের প্রতিবাদে মিছিল খড়িবাড়িতে

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ শিলিগুড়ির সেবক রোডে বহুল আলোচিত হিট অ্যান্ড রান মামলায় নিহত পানিট্যাঙ্কির যুবক শংকর ছেত্রীর মৃত্যুর বিচার চেয়ে ফের রাস্তায় নামলেন তাঁর পরিবার ও এলাকার গ্রামবাসীরা। শনিবার খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে এই প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে অভিযুক্ত চালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা। উল্লেখ্য, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ির সেবক রোডে একটি দ্রুতগতির চারচাক্কা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় শংকর ছেত্রীর। ঘটনার চার দিন পর অভিযুক্ত চালক দেবাংশু পাল চৌধুরীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর থেকেই দোষীর কঠোর শাস্তির দাবিতে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত চত্বরে দফায় দফায় আন্দোলন চলে। বর্তমানে মামলাটি শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে এবং অভিযুক্ত জেল হেফাজতে রয়েছে। এদিকে অভিযুক্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়ে মামলা হাইকোর্টে

স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে আইনের ফাঁক গলে অভিযুক্ত যাতে কোনওভাবেই ছাড় না পেয়ে যায়, সেই দাবিতে শনিবার পথে নামেন শংকর ছেত্রীর পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের আশঙ্কা, মামলা কলকাতায় চলে গেলে সাধারণ পরিবারের পক্ষে সেখানে গিয়ে আইনি লড়াই চালানো অত্যন্ত কঠিন হবে। নিহতের দিদি মনু ছেত্রী বলেন, মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টে স্থানান্তর করা হয়েছে। আমাদের পক্ষে কলকাতায় গিয়ে মামলা লড়া সম্ভব নয়। আমরা চাই, এই মামলার বিচার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতেই হোক এবং অভিযুক্তের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। এদিনের মিছিলটি পানিট্যাঙ্কি বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে পানিট্যাঙ্কি বাজার পরিক্রমা করে পুনরায় বাসস্ট্যান্ডে এসে শেষ হয়। পরিবারের দাবি, দোষীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে।

ভবানীগঞ্জ বাজারে চাঙর ধসে আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ শনিবার সকালে কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে মাছ বিক্রেতাদের অংশে আচমকা বড় চাঙর ভেঙে পড়ায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়।

ভিড়ের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হলেও অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। ঘটনাস্থলে থাকা ৬-৭ জন ব্যবসায়ী প্রাণে বাঁচেন। কয়েকজন সামান্য আহত হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বাজারের জরাজীর্ণ অবস্থা নিয়ে পৌরসভা ও প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। টানা ভারী বৃষ্টিতে কাঠামো আরও দুর্বল হয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রতিদিন শতাধিক মানুষের সমাগম হয় এমন গুরুত্বপূর্ণ বাজারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ দ্রুত বাজার সংস্কার, নিরাপত্তা জোরদার এবং স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। অব্যবস্থাপনায় উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী।

আলিপুরদুয়ারে তৃণমূলের পাশেই বিজেপির টেন্ট, কড়া নিরাপত্তায় কমিশন

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ কয়েকদিনের উত্তেজনা ও টানাপোড়েনের পর অবশেষে আলিপুরদুয়ারে অচলাবস্থা কাটল। প্যারেড গ্রাউন্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাম্পের পাশেই টেন্ট তৈরি করছে বিজেপি। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে স্ট্রংরুমের ২০০ মিটারের মধ্যে গোটা এলাকা ব্যারিকেডে মুড়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

দুদিন আগেই গণনা কেন্দ্রের বাইরে দলীয় টেন্ট করা নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি কর্মীদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ ও ধস্তাধস্তি হয়। অভিযোগ, পুলিশের সামনেই তৃণমূল কর্মীরা জায়গাটিতে দলীয় পতাকা লাগিয়ে দেন। পাল্টা বিজেপি দাবি করে, পূর্ব নির্ধারিত স্থানেই তারা টেন্ট বানাবে। আজ পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত। আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা জানান, আমরা আগেই বলেছিলাম এখানেই টেন্ট করব। তৃণমূলের কথায় আমাদের টেন্টের জায়গা ঠিক হবে না। প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেই নির্দিষ্ট জায়গায় টেন্ট করছি। জেলা যুব মোর্চার সভাপতি রূপণ দাস আরও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তাঁর দাবি, এই জায়গা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে ৩ নম্বর হেলিপ্যাডের সামনে টেন্ট করা হচ্ছে। তৃণমূলের স্ট্রংরুম পাহারাকে 'পিকনিক' বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আলিপুরদুয়ার বিজেপির দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। সব আসনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। দুই শিবির মুখোমুখি থাকায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি রুখতে তৎপর কমিশন। স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং দুই দলের কর্মীদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখতে ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে পুরো চত্বর। কড়া নজরদারি চলছে।

স্নান করতে গিয়ে নাবালকের মৃত্যু, খুনের অভিযোগ পরিবারের

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ রাজগঞ্জের পারোমুন্ডায় তিস্তা সাফ ক্যানালের লিংক নদীতে স্নান করতে গিয়ে তন্ময় দে (১৫) নামে এক নাবালকের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য। শিলিগুড়ির ঘোঘোমালির বাসিন্দা তন্ময়কে শুক্রবার বন্ধুরা খেলার নাম করে ডেকে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। নদীতে স্নানের সময় তলিয়ে যায় সে। পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি, যেতে না চাইলেও দুই স্থানীয় ও বাইরের দুই যুবক জোর করে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে ধাক্কা দিয়ে খুন করেছে। ঘটনার পর বন্ধুরা বাড়িতে জানায়নি, সাইকেল বাইরে রেখে পালায়। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারে নেমেছে দ্বিগুণ শোক।

অভিযুক্তরা পলাতক। উত্তেজনা থাকায় আশিগড় ফাঁড়ির পুলিশ মোতায়েন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ হয়। আশিগড় ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত প্রশাসন, আবর্জনার স্তূপে নাজেহাল ধূপগুড়ি

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ নির্বাচনের কাজে প্রশাসনিক আধিকারিকরা ব্যস্ত থাকায় চরম অবহেলার শিকার ধূপগুড়ি শহর। বাজার এলাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় নোংরা আবর্জনার স্তূপ জমে শহর কার্যত নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা জেলা পরিষদের কমিউনিটি হলের সামনে। আশপাশের এলাকা থেকে ফেলা আবর্জনা জমে সেখানে পাহাড়ের আকার নিয়েছে।

তীব্র দুর্গন্ধে পথচলতি মানুষ থেকে ব্যবসায়ী;সকলেই সমস্যায় পড়েছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দুর্গন্ধের কারণে ক্রেতারা দোকানে আসতে চাইছেন না। সাপ্তাহিক হাটের দিনও আবর্জনার পাশেই বাধ্য হয়ে ব্যবসা করতে হচ্ছে। শুধু আবর্জনা নয়, কমিউনিটি হলের পাশের জায়গাটি অঘোষিত শৌচাগারে পরিণত হয়েছে। মাত্র একশো মিটারের মধ্যে পুরসভার শৌচাগার থাকলেও অনেকে সেখানেই মলমূত্র ত্যাগ করছেন। ফলে নাক চেপে চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। রাস্তার উপর আবর্জনা জমে থাকায় যাতায়াতও বন্ধের মুখে। পথচারী প্রীতম অধিকারী জানান, দুর্গন্ধে সবজি বাজারে যাওয়া যাচ্ছে না। ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ হলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। বারবার জানিয়েও পুরসভা বা জেলা পরিষদের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে পুর প্রশাসক মণ্ডলীর প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার সিং বলেন, জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। দ্রুত আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে কবে শহরবাসী এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

গণনার আগে তৎপর বিজেপি, প্রার্থীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আগামী ৪ মে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা। তার আগে গণনাকেন্দ্রে তৎপরতা বাড়াতে এবং সম্ভাব্য কারচুপি রুখতে বিশেষ প্রস্তুতি শুরু করল বিজেপি। শুক্রবার শিলিগুড়িতে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই কর্মশালায় উত্তরবঙ্গের মোট ২৮ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। গণনাকর্মী এবং প্রার্থীদের গণনাকেন্দ্রের খুঁটিনাটি নিয়মাবলি সম্পর্কে সচেতন করতেই এই শিবিরের আয়োজন। বিশেষ করে গণনার সময় কোনও ধরনের অনিয়ম হলে তা কীভাবে রুখতে হবে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত পাঠ দেওয়া হয়। ইভিএম খোলা, রাউন্ডওয়াইজ ফল মেলানো, ফর্ম ১৭সি যাচাই এবং পুনর্গণনার দাবি জানানোর আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নিশীথ প্রামাণিক, শংকর ঘোষ, রথীন বোস এবং আনন্দময় বর্মণের মতো হেভিওয়েট প্রার্থীরা। এছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুনীল বনসল, ভূপেন্দ্র যাদব এবং মঙ্গল পাণ্ডে। দলের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি গণনা টেবিলে এজেন্টদের সতর্ক থাকতে হবে। কোনো অসঙ্গতি নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে রিটার্নিং অফিসারকে জানাতে হবে। বিজেপির জেলা নেতৃত্বের দাবি, অবাধ ও স্বচ্ছ গণনা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য আলাদা কন্ট্রোল রুমও খোলা হয়েছে। ৪ মে সকাল থেকে গণনাকেন্দ্রের বাইরে দলের কর্মীরা নজরদারি চালাবেন বলেও জানানো হয়েছে।

খড়িবাড়ির জাতীয় সড়কে পরপর তিন লরির দুর্ঘটনা

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ি পানিট্যাঙ্কির ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের গন্ডোগোল জোত এলাকায় পরপর তিনটি মালবাহী লরির দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকায় জাতীয় সড়কের কাজ চলায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। জানা গেছে, গভীর রাতে পরপর দুটি মালবাহী লরি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এরপর ভোররাতে আরও একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনার জেরে দুটি বাড়ি ও একটি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সৌভাগ্যবশত কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

তবে পরপর দুর্ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার কাজ চললেও পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেই।

ঘটনার পর খড়িবাড়ি ট্রাফিক পুলিশ দুটি ঘাতক লরিকে আটক করেছে।

খড়িবাড়ি পানিট্যাঙ্কির ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের গন্ডোগোল জোত এলাকায় পরপর তিনটি মালবাহী লরির দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকায় জাতীয় সড়কের কাজ চলায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। জানা গেছে, গভীর রাতে পরপর দুটি মালবাহী লরি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এরপর ভোররাতে আরও একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনার জেরে দুটি বাড়ি ও একটি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

খড়িবাড়ি থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ময়নাগুড়িতে মহাসমারোহে পালিত হল বুদ্ধ জয়ন্তী

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ গভীর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবের আবহে ময়নাগুড়ির বৌদ্ধ শান্তি বিহারে পালিত হল ২৫৭০তম বুদ্ধ জয়ন্তী। শুক্রবার পবিত্র বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে দিনভর নানা ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ভগবান বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ ও মহাপরিনির্বাণ স্মরণে ভোরে প্রভাত ফেরির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

এরপর বুদ্ধের স্নানযাত্রা ও বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভক্তদের জন্য প্রাতরাশের ব্যবস্থাও ছিল। সকাল সাড়ে ৯টায় স্থানীয় হাসপাতালে রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে ফল-মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

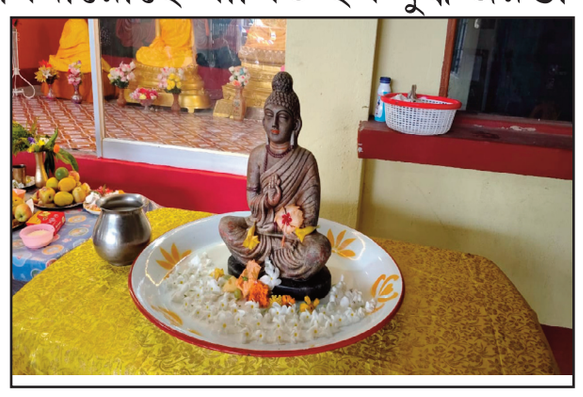

সকাল ১০টায় বুদ্ধ পূজা ও দুপুরে সমবেত আহারের আয়োজন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে ৩০ এপ্রিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। সন্ধ্যায় খিচুড়ি বিতরণ ও ছোটদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ধর্মীয় সম্প্রীতি ও মানবকল্যাণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।

৩ মে ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

কাউন্টিংকে সামনে রেখে ইসলামপুরে তৃণমূলের বর্ধিত সভা, কর্মীদের ঐক্য ও সতর্কতার বার্তা

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণাকে সামনে রেখে ইসলামপুরে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে বর্ধিত সভা করল তৃণমূল কংগ্রেস।

শুক্রবার ইসলামপুরের তিনপুল এলাকার ইয়াং ম্যান গ্রেস ক্লাবের হলঘরে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়াল, ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন, জেলা যুব সভাপতি কৌশিক গুণ সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব।সভায় ইসলামপুর বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি, প্রধান, উপপ্রধান এবং বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ৪ মে অনুষ্ঠিতব্য ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে সংগঠনকে চাঙা রাখা, কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি এবং মাঠপর্যায়ে সক্রিয়তা বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়;গণনার দিন পর্যন্ত সকলকে সতর্ক, সংযত ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়।নেতৃত্ব আরও জানায়, ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হলেও দায়িত্ব শেষ হয়নি। বরং ফল ঘোষণার আগ পর্যন্ত প্রতিটি কর্মীকে সজাগ থেকে সংগঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।সব মিলিয়ে, এই বর্ধিত সভার মাধ্যমে ইসলামপুরে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সংগঠনকে আরও সুসংহত করে আসন্ন ফল ঘোষণার আগে প্রস্তুতি জোরদার করল।

কুশমন্ডিতে তৃণমূলের ভার্চুয়াল বৈঠক, কাউন্টিং এজেন্টদের দিকনির্দেশ দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ শনিবার নির্বাচনের প্রাক্কালে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের তৃণমূল কার্যালয়ে প্রায় ৪০ জন কাউন্টিং এজেন্টকে নিয়ে এক ভার্চুয়াল বৈঠকের আয়োজন করা হয়।সেই বৈঠকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সরাসরি দিকনির্দেশ দেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি।সূত্রের খবর, ভোট গণনা ঘিরে প্রস্তুতি, স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং প্রতিটি ধাপে সতর্ক থাকার বিষয়ে এজেন্টদের বিশেষভাবে পরামর্শ দেন তিনি। পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বানও জানান।এই ভার্চুয়াল বৈঠকে

উপস্থিত ছিলেন কুশমন্ডি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রেখা রায়, ব্লক সভাপতি করিমুল ইসলাম, নকুল রায়, ফরিকুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। বৈঠককে ঘিরে কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আসন্ন গণনাকে সামনে রেখে এই ধরনের দিকনির্দেশমূলক বৈঠক আগামী দিনেও চলবে, যাতে সংগঠন আরও সুসংগঠিতভাবে কাজ করতে পারে এবং গণনা প্রক্রিয়ায় কোনও ত্রুটি না থাকে।

বিয়ের মঞ্চেই মানবতার বার্তা, রক্তদান শিবিরে নজির গড়লেন মালদার এক পরিবার

নয়া জামানা, মালদহ ঃ বিয়ের আনন্দের দিনে সাধারণত আলোর ঝলকানি, আড়ম্বর আর উৎসবই চোখে পড়ে।কিন্তু সেই পরিচিত ছবিকে এক অনন্য মানবিক উদ্যোগে বদলে দিলেন মালদার এক রক্তদান কর্মী। একই দিনে ছেলে ও মেয়ের বিয়ে এই বিশেষ মুহূর্তকে আরও অর্থবহ করে তুলতে আয়োজন করলেন রক্তদান শিবিরের।ঘটনাটি মালদা জেলার চাঁচল-১ ব্লকের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নইধা কাবিলহাট বিষ্টুপুর গ্রামের। স্থানীয় বাসিন্দা বেলাল আলি দীর্ঘদিন ধরে রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর উদ্যোগেই গড়ে উঠেছে,রক্তের সন্ধান মহানন্দপুর জিপি, নামে একটি গ্রুপ।শনিবার ছিল তাঁর ছেলে রিপন আলির সঙ্গে মুসকানের এবং মেয়ে সিউটি পারভিনের সঙ্গে নবী নওয়াজের বিয়ের দিন। এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানকে সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত করতে বাড়ির বিয়ের আসরেই আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরের। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণে প্রায় ২০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।একদিকে বিয়ের উৎসব, অন্যদিকে মানবতার ডাক এই অনন্য মেলবন্ধন গ্রামবাসীদের মন ছুঁয়ে গেছে। বেলাল আলির এই উদ্যোগ কেবল প্রশংসিতই হয়নি বরং সমাজে এক ইতিবাচক বার্তাও পৌঁছে দিয়েছে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া যায় মানবসেবার মাধ্যমেও।

উত্তর দিনাজপুরে রেলপথ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা , চারটি নতুন রুটে সমীক্ষার টেন্ডার প্রকাশ

রামকৃষ্ণ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুরের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলল। জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নতুন ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে ফাইনাল লোকেশন সার্ভের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। রেল সূত্রে খবর, জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে চারটি সম্ভাব্য রুটকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই রুটগুলি হল গাজোল থেকে ইটাহার, ইটাহার থেকে রায়গঞ্জ, ইটাহার থেকে বুনিয়াদপুর এবং রায়গঞ্জ থেকে ডালখোলা। প্রতিটি রুটের প্রযুক্তিগত ও ভৌগোলিক সম্ভাব্যতা যাচাই করতেই এই সমীক্ষা চালানো হবে।

সমীক্ষার অংশ হিসেবে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি, ভূমি পরিমাপ, মাটি পরীক্ষা, জলবিজ্ঞান সংক্রান্ত

সমীক্ষা, ট্রাফিক বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি তথ্য সংগ্রহের কাজ করা হবে। পুরো প্রকল্পের জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৮ কোটিরও বেশি টাকা। দীর্ঘদিন ধরে উত্তর দিনাজপুরবাসীর অন্যতম দাবি ছিল জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রেল পরিষেবার সম্প্রসারণ। বিশেষ করে রায়গঞ্জ, ইটাহার, ডালখোলা ও বুনিয়াদপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সঙ্গে উন্নত রেল সংযোগ গড়ে উঠলে যাত্রী পরিষেবার পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। রেল বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এই সমীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হলে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের রাস্তা আরও পরিষ্কার হবে। ফলে উত্তর দিনাজপুরের রেল মানচিত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে বলেই আশা করা হচ্ছে।

ল্যাম্পপোস্টে হাত দিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, মৃত ১৩ বছরের কিশোর

নয়া জামানা ,মালদহ ঃ রতুয়া-১ নম্বর ব্লকের কারবোনা কাঞ্চননগর এলাকায় এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১৩ বছরের এক কিশোরের। মৃতের নাম আশরাফুল হক, সে স্থানীয় ভাদো বটতলা আদর্শ হাই মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পাশাপাশি ক্ষোভে ফুঁসছেন পরিবারের সদস্যরা ও গ্রামবাসীরা।পরিবার সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে অন্যান্য দিনের মতোই বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির পাশেই খেলছিল আশরাফুল। খেলার ফাঁকে অসাবধানতাবশত একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে হাত দিতেই হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। ঘটনাটি চোখে পড়তেই ছুটে আসেন স্থানীয়রা। বাঁশের সাহায্যে দ্রুত তাকে বিদ্যুতের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে উদ্ধার করা হয়।তৎক্ষণাৎ তাকে রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খবরে ভেঙে পড়ে পরিবার। একমাত্র সন্তানের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

নেশা মুক্তি কেন্দ্রে আবাসিকের রহস্য মৃত্যু ! গা ঢাকা দিল সংস্থার কর্মীরা

দুলাল সিংহ, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ক্লাবের অনুষ্ঠান ভবন ভাড়া নিয়ে রমরমিয়ে চলছিল নেশামুক্তি কেন্দ্র, যুবকের মৃত্যু হতেই উধাও নেশামুক্তি কেন্দ্রের সাইনবোর্ড, বেপাত্তা সংস্থার লোকজন! ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল বালুরঘাটে, নেশামুক্তি কেন্দ্রের বৈধতা নিয়ে উঠল প্রশ্ন।এই ঘটনা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের ২১নং ওয়ার্ডের প্রাচ্যভারতী এলাকার। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে প্রায় মাসখানেক পূর্বে বালুরঘাটের প্রাচ্যভারতী এলাকায় বালুরঘাট স্পোর্টিং ক্লাবের অনুষ্ঠান ভবন মোটা টাকায় ভাড়া নিয়ে নেশা মুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র চালানো শুরু করে রিয়েলাইস ফাউন্ডেশন নামক একটি সংস্থা। জানা গেছে ঐ নেশামুক্তি কেন্দ্রে একাধিক আবাসিক ছিলেন। আবাসিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার বাসিন্দা ইসরাফুল হক(২৬)। শুক্রবার ঐ নেশামুক্তি কেন্দ্রের আবাসিক ইসরাফুল হক-এর মৃত্যু হলে উৎতপ্ত হয়ে উঠে এলাকা। নেশামুক্তি কেন্দ্রের অন্যান্য আবাসিকরা ঐ নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভাঙচুর চালিয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে বের হয়ে রাস্তায় দৌড়াতে শুরু করলে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ঐ আবাসিকদের অভিযোগ নেশামুক্তি কেন্দ্রের স্টাফরা মারধোর করে। অপরদিকে ইসরাফুল হক-এর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকেরা বালুরঘাটে আসার আগেই বেপাত্তা হয়ে যায় ঐ নেশামুক্তি কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ। মৃত যুবক ইসরাফুল হক-এর দাদা আব্দুর রাজ্জাক-এর অভিযোগ শুক্রবার সকালে তাকে ঐ নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে ফোন করে বলা হয় ইসরাফুল হক অসুস্থ, পরবর্তী সময়ে ফের তাকে বলা হয় ইসরাফুলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ইসরাফুল-এর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আব্দুর রাজ্জাক-এর দাবী তার ভাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। তিনি জানান তার ভাই-এর মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তিনি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী তুলেছেন। মৃত যুবক ইসরাফুল হক-এর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শনিবার নিয়ে যাওয়া হয় বালুরঘাট পুলিশ মর্গে। উল্টো দিকে ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা নেশামুক্তি কেন্দ্রের লোকেরা। স্বাভাবিকভাবেই এহেন ঘটনা সামনে আসতেই ঐ নেশামুক্তি কেন্দ্রের বৈধতা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বালুরঘাট স্পোর্টিং ক্লাব-এর এক সদস্য জানান মাসিক ২৫ হাজার টাকা ভাড়া চুক্তিতে ক্লাবের অনুষ্ঠানটি ভবনটি ঐ সংস্থাকে ভাড়ায় দেওয়া হয়েছিল। তিনি জানান ক্লাবের কাছ থেকে অনুষ্ঠান ভবনটি ভাড়া নিয়ে বিগত ১ মাস ধরে ঐ নেশামুক্তি কেন্দ্রটি চলছিল। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে নেশা মুক্তি কেন্দ্র পরিচালানার জন্য ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিসমেন্ট রেজিস্ট্রেশন, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি এবং রুগীদের মানসিক কাউন্সিলিংয়ের জন্য মেন্টাল হেলথকেয়ার এক্ট ২০১৭ অনুযায়ী স্টেট মেন্টাল হেলথ অথোরিটি রেজিস্ট্রেশন সহ একাধিক লাইসেন্স ও অনুমতি প্রয়োজন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা সুদীপ দাস জানিয়েছেন তাদের কাছে কোন নেশামুক্তি কেন্দ্র আজ অবধি লাইসেন্স নেয়নি। ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তবে কি এতদিন বালুরঘাটে অবৈধভাবে রমরমিয়ে চলছিল এই নেশামুক্তি কেন্দ্র। ঘটনার তদন্তের দাবী তুলতে শুরু করেছেন বালুরঘাটের বাসিন্দারা। নেশা মুক্তি কেন্দ্রের আবাসিক যুবকের মৃত্যু প্রসঙ্গে বালুরঘাট শহরের ২১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা বালুরঘাট পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মুনমুন কর বলেন ঘটনাটি দুখজনক।

মাতৃমা বিভাগে নিরাপত্তা রক্ষীদের উপর হামলা, মালদা মেডিকেলে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে নিরাপত্তা রক্ষীদের ওপরে হামলার অভিযোগের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, শুক্রবার সন্ধ্যায় ভুয়ো টিকিট দেখিয়ে ওয়ার্ডে ঢোকার চেষ্টা করেন চার মহিলা।

তাঁদের বাধা দিতেই নিরাপত্তারক্ষীদের মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় চার নিরাপত্তারক্ষী গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বর্তমানে মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত মহিলারা মালদার ইংরেজবাজারের বাসিন্দা।এ দিন গেট পাস দেখিয়ে তিন মহিলা ভিতরে ঢোকেন। এর পরে আর একজন মহিলা ভিতরে ঢুকতে গেলে সন্দেহ হয় নিরাপত্তারক্ষীদের। মহিলার হাতে থাকা টিকিট দেখতে চান এক নিরাপত্তারক্ষী।

এর পরেই তাঁর উপরে চড়াও হন ওই মহিলা।খবর পেয়ে ছুটে আসেন বাকি নিরাপত্তারক্ষীরা। তাঁদেরও মাটিতে ফেলে বেধরক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় সঙ্গীতা মণ্ডল নামে নিরাপত্তারক্ষী গুরুতর জখম হয়েছেন।নিরাপত্তারক্ষীদের অভিযোগ, ঘটনার সময়ে হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু, পুলিশ কর্মীরা সময় মতো আসেননি।ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি তুলেছেন কর্মীরা।

হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে এমন ঘটনায় রোগী ও পরিজনদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বর্তমানে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পেট্রোল পাম্পে নতুন নির্দেশিকা ঃ আড়াইশোর বেশি তেল নয় , হয়রানির শিকার সাধারণ মানুষ

রবিন মুরমু, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ আড়াইশো টাকার বেশি পেট্রোল দেওয়া হচ্ছে না কিছু কিছু পাম্প গুলিতে। এমনটাই অভিযোগ মোটরবাইক আরোহী থেকে শুরু করে যান চলাচলকারী নাগরিকদের। ভোটের নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর প্রতিবার ডিজেল-পেট্রোল থেকে শুরু করে অন্যান্য সামগ্রীর উপর স্বাভাবিকভাবেই দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফল ঘোষণার পর ডিজেল এবং পেট্রোলের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কার কিছু খবর নেট দুনিয়ায় এবং সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যদিও ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আপাতত পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বেড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিছু অসাধু ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পেট্রোল এবং ডিজেল তেলের দাম বাড়ানোর জন্য কোন নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি বলে জনগণের উদ্দেশ্যে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু, কিছু অসাধু পাম্পের মালিক লাভের আশার আশঙ্কা করেই ইচ্ছাকৃতভাবে মোটর বাইক আরোহী থেকে শুরু করে যন্ত্র চালিত যানবাহন গুলিতে ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াইশো টাকার বেশি ডিজেল এবং পেট্রোল কোনভাবেই দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ মোটরবাইক আরোহীদের। এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মোটরবাইক আরোহী মিলন মোহন্ত, কৌশিক দাস, খগেন বর্মনরা বলেন যে ত্রিমোহিনী-পতিরাম রুটের ডাবরা এলাকায় অবস্থিত একটি তেলের পাম্পে আমরা তেল গাড়িতে ভরাতে গেলে আড়াইশো টাকার বেশি গাড়িতে তেল দেওয়া হচ্ছে না। তারা বলেন, যেখান থেকে তেল সাপ্লাই হয় সেখানে তেলের ট্যাংকার লোডিং হচ্ছে না বলে পাম্পের কর্মচারীরা এমনটাই জানিয়ে দিচ্ছেন সকল মোটরবাইক আরোহী থেকে শুরু করে যন্ত্র চালিত ব্যক্তিদের। তাদের সাফ কথা তেলের পর্যাপ্ত পরিমাণে সাপ্লাই নেই। তাই আড়াইশো টাকার বেশি কাউকে তেল দেওয়া হচ্ছে না। যদিও এই বিষয়ে পাম্পের কর্মচারীরা বলেন, সরকারিভাবে বা কোনো লিখিত নির্দেশিকা তাঁদের কাছে নেই। কিন্তু তেলের ঘাটতি থাকার কারণে এমন অলিখিত সিদ্ধান্ত তাঁদের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে তারা জানান। পাম্প কর্তৃপক্ষের এমন অলিখিত নির্দেশিকা এবং এমন হঠকারী সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ।

বিশ্বাসের টানে দেবকুন্ডে মানুষের ঢল, ‘বেহুলার পথে’ আজও আশা খোঁজেন ভক্তরা

কুঞ্জ বিহারী শর্মা, নয়া জামানা, মালদা ঃ ভোরের আলো ফুটতেই পুরাতন মালদার দেবকুন্ড চত্বর ভরে উঠতে শুরু করলো মানুষের ভিড়ে। কারও হাতে ফুল, কারও মাথায় পূজার সামগ্রী, সবার চোখে একটাই প্রত্যাশা, গন্ধেশ্বরী মাতার কৃপা।বুদ্ধপূর্ণিমার এই বিশেষ দিনে যেন সময় একটু থমকে দাঁড়ায় দেবকুন্ডে। লোককথায় শোনা সেই বেহুলা-লখিন্দরের গল্প যেন আজও বেঁচে আছে এখানকার প্রতিটি কোণে। কথিত আছে, স্বামীর প্রাণ ফেরাতে বেহুলা এই পথেই পাড়ি দিয়েছিলেন অজানার উদ্দেশে। সেই বিশ্বাস বুকে নিয়েই আজও হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন এই পুণ্যস্থানে।ভক্তদের ভিড় ধীরে ধীরে নেমে যায় বেহুলা নদীর ঘাটে। কেউ নিঃশব্দে প্রার্থনা করছেন, কেউ পরিবারের মঙ্গল কামনায় পুণ্যস্নান সারছেন। এরপরই মন্দিরে গিয়ে গন্ধেশ্বরী মাতার আরাধনা। ধূপের গন্ধ, ঘণ্টাধ্বনি আর মন্ত্রোচ্চারণে এক অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয়।এদিকে নারায়ণপুরের বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় বসেছিল মেলা। ছোট ছোট দোকান, খেলনা,

মিষ্টির গন্ধ আর মানুষের কোলাহলে জমে ওঠে উৎসবের আবহ। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ জওয়ানরাও সমান তৎপর,ভক্তদের সুবিধা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাদের নজরদারিও ছিল চোখে পড়ার মতো।তবে সবচেয়ে নজর কেড়েছে নবদম্পতিদের উপস্থিতি। নতুন জীবনের শুরুতেই তারা এসেছিলেন আশীর্বাদ নিতে। কেউ ব্যান্ডবাজনা নিয়ে, কেউ পরিবারের সঙ্গে,পুণ্যস্নান শেষে বিয়ের ফুল, মালা, টোপর জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। বিশ্বাস, এই আচার পালন করলে দাম্পত্য জীবন সুখে-শান্তিতে ভরে ওঠে।এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় আরও বাড়ে। কেউ মানত পূরণ করতে, কেউ নতুন করে আশা নিয়ে;সবাই যেন এক অদৃশ্য টানে বারবার ফিরে আসেন দেবকুন্ডে।এইভাবেই লোকবিশ্বাস, ইতিহাস আর আবেগ মিলে প্রতি বছর বুদ্ধপূর্ণিমায় নতুন করে প্রাণ ফিরে পায় দেবকুন্ড,যেখানে বেহুলার গল্প শুধু কাহিনী নয়, আজও মানুষের বিশ্বাসের এক জীবন্ত অংশ।

ফলাফলের আগে তৃণমূলের ভার্চুয়াল বৈঠক, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কর্মী-নেতৃত্ব

নয়া জামানা, মালদহ ঃ ভোট গণনার প্রাক্কালে সংগঠনকে আরও সুসংহত ও প্রস্তুত করতে ভার্চুয়াল বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জী এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কাউন্টিং এজেন্টদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উঠে আসে সতর্কতা, কৌশল ও সংগঠনের ঐক্যের বার্তা।গণনার দিন যাতে কোনও বিভ্রান্তি বা অনিয়ম না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষ দিকনির্দেশ

দেন নেতৃত্ব।প্রতিটি এজেন্টকে সজাগ থাকার পাশাপাশি আইনি ও প্রশাসনিক নিয়ম মেনে কাজ করার উপর জোর দেওয়া হয়।একইসঙ্গে দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই সভা।বৈঠকের পর রাজ্যজুড়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বিদায়ী প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, আমরা প্রস্তুত, আমরা আত্মবিশ্বাসী। বাংলা আবার নিজের পথেই এগোবে। তাঁর দাবি, বিপুল ভোটে জয়ী হবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। জেলা ভিত্তিক গণনা কেন্দ্রগুলিতেও বিশেষ দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। মালদহ পলিটেকনিক কলেজে দায়িত্বে রয়েছেন দোলা সেন এবং মালদহ কলেজে দায়িত্ব সামলাবেন সাংসদ নাদিমুল হক। সব মিলিয়ে, গণনা দিনের আগে সংগঠনকে আরও মজবুত করতেই এই উদ্যোগ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-05-2026 03:25 Page 6

জমি বিবাদে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন , অভিযুক্ত পলাতক

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ লালগোলা থানার আইড়মারি গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাপাড়া গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে এক চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ দুই ভাইয়ের মধ্যে বচসা থেকে এই রক্তক্ষয়ী ঘটনার সূত্রপাত হয়। অভিযোগ, ফুরজামান শেখ নামে এক ব্যক্তি তার ভাই আমিন শেখের উপর ধারালো হাসুয়া দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারেন। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয়দের সহায়তায় আমিন শেখকে দ্রুত কানাপুকুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ চলছিল। সেই বিবাদের জেরেই শুক্রবার সকালে কথা কাটাকাটি শুরু হয় এবং তা দ্রুতই হাতাহাতিতে গড়ায়। এরপরই অভিযুক্ত ফুরজামান শেখ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারাত্মক আক্রমণ চালান বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, তাকে ধরতে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে লালগোলা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও গ্রামে আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত আমিন শেখের পিতা আব্দুস সালাম।

পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রতিবেশীরা এই ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল এবং এর পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

আক্রান্ত কর্মী দেখতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে সিপিএম প্রার্থী

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রানিনগরে আক্রান্ত দলীয় কর্মীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন সিপিএম প্রার্থী জামাল হোসেন। তাঁকে লক্ষ্য করে ওঠে ‘গো-ব্যাক’ স্লোগান। শুক্রবার সকালে ইসলামপুর থানার লোচনপুর পঞ্চায়েতের নওদাপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সিপিএম সূত্রে দাবি, তাঁদের কর্মী রুহুল আমীন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নওদাপাড়ার একটি চায়ের দোকানে বসে থাকাকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁকে হেনস্থা করে এবং হুমকি দেয়।

অভিযোগ, ওই বুথে সিপিএম প্রার্থী বেশি ভোট পেতে পারেন, সেই আশঙ্কা থেকেই ভয় দেখানো হয়। রুহুল আমীন ওই বুথে সিপিএমের এজেন্ট ছিলেন বলেও জানা গেছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার সকালে এলাকায় যান সিপিএম প্রার্থী জামাল হোসেন। তিনি একটি চায়ের দোকানে বসে আক্রান্ত কর্মী ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেই সময় তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কিছু ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। কেন তিনি এলাকায় এসেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁকে লক্ষ্য করে ‘গো-ব্যাক’ স্লোগান দেওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আশঙ্কায় সেখান থেকে সরে যান তিনি। পরবর্তীতে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন সিপিএম প্রার্থী। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। রানিনগরের তৃণমূল প্রার্থী আবদুল সৌমিক হোসেন জানান, আগের দিনের ঘটনা ছিল স্থানীয়দের মধ্যে সামান্য তর্কাতর্কি, যা দ্রুত মিটে যায়। তাঁর অভিযোগ, সিপিএম প্রার্থী অযথা এলাকায় গিয়ে উত্তেজনা বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। পরিস্থিতি শান্ত রাখতে পুলিশকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ভোট-পরবর্তী অশান্তি এড়াতে সকল পক্ষকেই সংযত থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

ফল প্রকাশের আগেই তৃণমূলের ‘শুদ্ধিকরণ’! বহিষ্কৃত পঞ্চায়েত সদস্যা ও তাঁর স্বামী

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ বিধানসভা নির্বাচন শেষ হতেই কড়া পদক্ষেপ তৃণমূল কংগ্রেসের। দলীয় নির্দেশ অমান্য করে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের সেখালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা নাসরিন খাতুন এবং তাঁর স্বামী আনারুল হককে বহিষ্কার করল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস।

এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।ক্ষ্মবিধানসভা নির্বাচন শেষ হতেই ঘর গোছাতে কড়া হচ্ছে ঘাসফুল শিবির। দলে থেকে দলেরই ক্ষতি করার অভিযোগ। অবশেষে সেই অভিযোগে বড় পদক্ষেপ নিল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। সেখালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যা নাসরিন খাতুন এবং তাঁর স্বামী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা আনারুল হককে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো।অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, নাসরিন খাতুন ও আনারুল হক দলের মধ্যে থেকেও দলের নির্দেশ অমান্য করে আসছিলেন। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন তারা দলের প্রার্থীর হয়ে কাজ না করে তলে তলে অন্য শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখ ছিলেন এবং দলের একতা নষ্ট করার চেষ্টা করছিলেন।অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্ষ্মদলে থেকে দলের পিঠে ছুরি মারা সহ্য করা হবে না। দলের শৃঙ্খলা কমিটির পক্ষ থেকে সতর্ক করা হলেও তাদের আচরণে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তাই দলের অঞ্চল নেতৃত্বের নির্দেশে তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হলো।বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর আগেই এই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মহলে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সেখালিপুরে এই সিদ্ধান্তের ফলে স্থানীয় সমীকরণে কোনো বদল আসে কি না, সেটাই এখন দেখার। তবে নেতৃত্বের আশা, এই ‘শুদ্ধিকরণের’ ফলে আগামী দিনে দলের ভিত আরও মজবুত হবে।

জগদ্বন্ধু ধামে জন্মোৎসব, মহাধর্ম সম্মেলনে ভক্তসমাগমের জনস্রোত

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শহর মুর্শিদাবাদ-এ শুরু হওয়া প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ১৫৬তম বর্ষ জন্মোৎসব ঘিরে ডাহাপাড়ার উল্লাপাড়া জগদ্বন্ধু ধামে এখন উপচে পড়া ভিড়। সীতা নবমী তিথিতে সূচনা হওয়া এই সাতদিনের মহাধর্ম সম্মেলন বর্তমানে চতুর্থ দিনে পৌঁছেছে। দিন যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে ভক্তদের সমাগম, আর উৎসব প্রাঙ্গণ পরিণত হয়েছে এক বিশাল আধ্যাত্মিক মিলনমেলায়। দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত এই ধামে এসে দিনরাত অবস্থান করছেন। কেউ পরিবার-পরিজন নিয়ে, কেউ বা একাই;সবার উদ্দেশ্য এক, প্রভুর দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ। আয়োজকদের তরফে বিনামূল্যে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা থাকায় অনেক ভক্তই পুরো উৎসবকাল জুড়ে এখানেই থেকে যাচ্ছেন। প্রতিদিন দুই থেকে তিনবেলা মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হচ্ছে, যা গ্রহণ করতে ভক্তদের দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে। তবুও কোথাও ক্লান্তি নেই;বরং প্রসাদ গ্রহণের পর ভক্তদের মুখে ফুটে উঠছে তৃপ্তি ও

ভক্তির আবেশ। এই মহোৎসব কেবল ধর্মীয় আচারে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক বৃহত্তর সামাজিক সংযোগের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। সমাজের নানা স্তরের মানুষ এখানে এসে একসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। মহানাম সংকীর্তনের প্রতিটি সুর, প্রতিটি তাল যেন ভক্তদের আরও গভীরভাবে ডুবিয়ে দিচ্ছে আধ্যাত্মিকতায়। প্রার্থনা, ভজন ও কীর্তনের মধ্য দিয়ে উৎসব প্রাঙ্গণে তৈরি হয়েছে এক অনন্য শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ। ভক্তদের যাতায়াতের সুবিধার্থে রেল কর্তৃপক্ষও বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। ভারতীয় রেল-এর হাওড়া-আজিমগঞ্জ শাখার অধিকাংশ লোকাল ট্রেন এখন ডাহাপাড়া ধাম স্টেশনে অতিরিক্তভাবে থামছে। ফলে দূরদূরান্ত থেকে আগত ভক্তদের যাতায়াত অনেকটাই সহজ হয়েছে। সব মিলিয়ে, মুর্শিদাবাদের এই ধর্মীয় উৎসব আবারও প্রমাণ করল;ভক্তি, বিশ্বাস ও মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণেই গড়ে ওঠে এক অনন্য আধ্যাত্মিক আবহ, যা সীমানা ছাড়িয়ে ছুঁয়ে যায় সকলের মন।

নিকাশি সংকট ঃ ড্রেন ঢেকে অবৈধ নির্মাণে বাড়ছে জল জমার দুর্ভোগ

রাজু শেখ,নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর পৌরসভার অন্তর্গত একাধিক ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরেই জল নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল চিত্র সামনে আসছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা, বাড়িঘর ও দোকানপাটে জল ঢুকে পড়ছে, ফলে নিত্যদিন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই সমস্যার জন্য একতরফাভাবে পৌরসভাকে দায়ী করা হলেও বাস্তবে এর পেছনে জনসাধারণের একাংশের ভূমিকা বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।শহরের বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে, রাস্তার ধারে যাঁরা বাড়ি বা দোকান নির্মাণ করেছেন, তাঁদের অনেকেই ড্রেনের উপর স্থায়ীভাবে স্ল্যাব বা কাঠামো বসিয়ে দিয়েছেন। ফলে ড্রেনগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে না। ময়লা-আবর্জনা

জমে ড্রেন কার্যত অচল হয়ে পড়ছে। এর ফলেই অল্প বৃষ্টিতেই জল উপচে রাস্তায় উঠে আসছে এবং আশপাশের বাড়িঘরে ঢুকে পড়ছে। পৌরসভার কর্মীরা ড্রেন পরিষ্কারের চেষ্টা করলেও অনেক ক্ষেত্রে এই ঢেকে দেওয়া অংশগুলির কারণে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, জল নিকাশির স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখতে হলে ড্রেন খোলা রাখা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে জঙ্গিপুর পৌরসভার উচিত দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ড্রেনের উপর অবৈধ নির্মাণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে এবং যেসব জায়গায় ইতিমধ্যে এমন কাঠামো তৈরি হয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে এবং নিজেদের স্বার্থে এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।যদি প্রশাসন ও জনসাধারণ যৌথভাবে উদ্যোগী হয়, তবেই এই দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। সঠিক পরিকল্পনা ও কঠোর নজরদারির মাধ্যমে জল নিকাশি ব্যবস্থা স্বাভাবিক হলে, ভবিষ্যতে ভারী বৃষ্টিতেও শহরে জল জমার সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে।

জলের সংকটে ধর্নার হুঁশিয়ারি অধীর চৌধুরীর

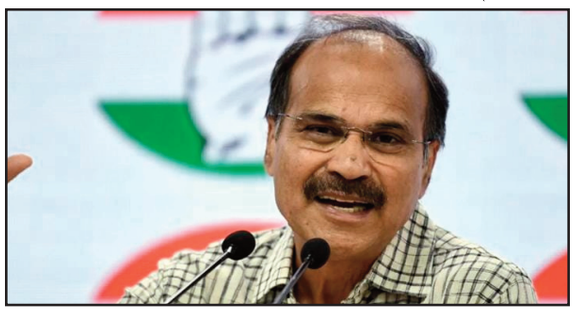

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ইভিএম কারচুপির অভিযোগে যখন রাজ্য রাজনীতি উত্তাল, ঠিক সেই সময়ই বহরমপুরে পানীয় জলের সংকটকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী ধোপঘাটি এলাকায় একটি টিউবওয়েল তুলে নেওয়ার অভিযোগ তুলে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে ধর্নায় বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। শুক্রবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে অধীর চৌধুরী জানান, বহুদিন ধরে এলাকার বাসিন্দাদের একমাত্র ভরসা ছিল ওই টিউবওয়েলটি। হঠাৎ করে ভোট শেষ হতেই সেটি তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁর দাবি, এর ফলে প্রায় ৬০-৭০টি পরিবার তীব্র গরমে পানীয় জলের অভাবে ভুগছেন। তিনি বলেন, তএটি অত্যন্ত অমানবিক। দ্রুত টিউবওয়েলটি পুনরায় বসাতে হবে, না হলে শনিবার থেকে পুরসভার সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্নায় বসব।দ অন্যদিকে, বহরমপুর পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, টিউবওয়েলটি কে বা কারা সরিয়েছে তা তাদের জানা নেই। পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে দাবি করা হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে কয়েকটি নতুন ট্যাপকল বসানো হলেও সেখানকার জল পানের উপযোগী নয়। ফলে দীর্ঘদিন ধরে একটি টিউবওয়েলের উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা ফরিদা বিবি বলেন, তপাঁচদিন আগে হঠাৎ করেই টিউবওয়েলটি তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন পানীয় জলের জন্য চরম সমস্যায় পড়েছি।দ অভিযোগের পাল্টা জবাবে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব বিষয়টিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছে। যুব তৃণমূল নেতা পাপাই ঘোষ বলেন, তনির্বাচনে হার নিশ্চিত বুঝেই অধীর চৌধুরী অযথা ইস্যু তৈরি করছেন। ফল প্রকাশের পর তিনি আর বহরমপুরে থাকবেন না।দ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠেছে, তবে পানীয় জলের সংকটে ভোগা সাধারণ মানুষের সমস্যা এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

কিশোর শিল্পী অংশুর আঁকায় মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী, বাড়িতে পৌঁছাল চিঠি

রাজু শেখ,নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মহাবিরতলা এলাকার এক সাধারণ পরিবারের ছেলের অসাধারণ প্রতিভা পৌঁছে গেল দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই নিজের আঁকার জোরে নজর কেড়েছে অংশু হালদার। ১১ই এপ্রিল জঙ্গিপুরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় একটি বিশেষ ছবি নিয়ে হাজির হয়েছিল অংশু। সেই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছিল;প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা তাঁকে আশীর্বাদ করছেন, এমন এক আবেগঘন মুহূর্ত। সভামঞ্চের ভিড়ের মধ্যেই সেই ছবি প্রধানমন্ত্রীর চোখে পড়ে। জানা যায়, তিনি নিজেই নিরাপত্তারক্ষীদের নির্দেশ দেন ছবিটি সংগ্রহ করার জন্য। এরপরই চমক;কয়েকদিনের মধ্যেই অংশুর বাড়িতে পৌঁছে যায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি চিঠি। এই ঘটনায় খুশিতে আত্মহারা অংশু ও তার পরিবার। অংশুর বাবা তিলক হালদার পেশায় রাজমিস্ত্রি। খেটে খাওয়া এই পরিবারের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে ছোট্ট শিল্পীর স্বপ্ন। ছোট

থেকেই আঁকার প্রতি প্রবল ঝোঁক অংশুর। সে জানায়, তআমার প্রথম শিক্ষক আমার বাবা-মা। বড় হয়ে বেনারসের আর্ট কলেজে ভর্তি হতে চাই।দ তবে ছেলের স্বপ্ন নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন বাবা। আর্থিক সঙ্কটের কারণে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার খরচ কীভাবে সামলাবেন, সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে উঠছে তাদের সামনে। জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র অংশু পড়াশোনাতেও সমান মেধাবী। ছোট্ট থেকে দিদা সপ্তমী সূত্রধরের কাছে মানুষ অংশু! পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পরীক্ষায় প্রায়শই প্রথম স্থান দখল করে সে। ইতিমধ্যেই বাড়িতে জমেছে একাধিক পুরস্কার ও সার্টিফিকেট। একদিকে দারিদ্র্য, অন্যদিকে অদম্য ইচ্ছাশক্তি;এই দুইয়ের লড়াইয়ে অংশু হালদার আজ হয়ে উঠছে এক অনুপ্রেরণার নাম। স্বয়ং তার বাবা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন বেনারসের আর্ট কলেজে যেন তোর ছেলেকে সুযোগ করে দেওয়া হয়! এখন দেখার, তার এই স্বপ্নপূরণের পথে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতা আসে কিনা।

মদ্যপ ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ! বাবার প্রহারে মৃত্যু ছেলের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মদ্যপ অবস্থায় অশান্তির জেরে ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠেছে বাবার বিরুদ্ধে।ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানার হেরামপুর পঞ্চায়েতের রায়পুর গ্রামে।শুক্রবার রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম শাহজামাল মোল্লা ওরফে বাপন (২৮)। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। নেশার কারণে বাড়িতে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকত। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে ওঠে যে তাঁর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যেতে বাধ্য হন। তবুও অভ্যাস বদলায়নি শাহজামালের। নিয়মিত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে ঝামেলা করতেন তিনি, এমনটাই জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা। শুক্রবার রাতেও মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে অশান্তি শুরু করেন শাহজামাল। অভিযোগ, তিনি বাড়ির বিদ্যুতের সংযোগ ছিঁড়ে দেন এবং ভাঙচুর চালান, ফলে গোটা বাড়ি অন্ধকারে ডুবে যায়। এই পরিস্থিতিতে তাঁর বাবা হাইফত মোল্লা স্ত্রীকে ছেলেকে শান্ত করতে বলেন। কিন্তু তাতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, শাহজামাল একটি লোহার রড নিয়ে বাবার দিকে তেড়ে যান। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। এই সময় আত্মরক্ষার তাগিদে ছেলের হাত থেকে রড কেড়ে নিয়ে মাথায় আঘাত করেন বাবা। গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন শাহজামাল। প্রতিবেশীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ জানান, প্রাথমিকভাবে বাবা-ছেলের বচসা থেকেই এই মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক। তাঁকে ধরতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

মিলন সারোয়ার,নয়া জামানা , লালগোলা ঃ শনিবার সকালে লালগোলা থানার পুরোনো ছাগলহাট সংলগ্ন একটি আমবাগান থেকে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম সুদীপা হালদার (২৫)। তাঁর বাড়ি লালগোলা থানার বাহাদুরপুর এলাকায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য লালবাগ মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। লালগোলা থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় পাঁচ বছর আগে বাহাদুরপুরের বাসিন্দা সুদীপার সঙ্গে একই গ্রামের শুভঙ্কর হালদারের বিয়ে হয়। অভিযোগ, শুভঙ্কর নিয়মিত কাজ করতেন না এবং গত কয়েক বছর ধরে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েন। এ নিয়ে দম্পতির মধ্যে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকত। শনিবার সকালেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা হয় বলে জানা গিয়েছে। প্রায় দুই ঘণ্টা পর বাড়ি থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে পুরোনো ছাগলহাট সংলগ্ন আমবাগানে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে কৃষ্ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ত্রিকোণ প্রেমে খুন ! যুবতীর গলাকাটা দেহ উদ্ধার

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ত্রিকোণ সম্পর্কের জেরে খুনের আশঙ্কা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বহরমপুরে। শনিবার সকালে বহরমপুর থানার হাতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জীবননগর গ্রামে গলাকাটা অবস্থায় এক যুবতীর দেহ উদ্ধার হয়।

মৃতার নাম জাসমিনা বিবি (৩৭)। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। খুনের নেপথ্যে স্বামী না অন্য কেউ; তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে জীবননগরের বাসিন্দা তাসিরুল শেখের সঙ্গে জাসমিনার বিয়ে হয়।

তাঁদের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। তবে গত কয়েক বছর ধরে পাশের গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে জাসমিনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে অভিযোগ।

এই বিষয়টি ঘিরে দাম্পত্য জীবনে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকত বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার রাতে পরিবারের সকলেই একসঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমোতে যান।

শনিবার সকালে জাসমিনার ছেলে তাঁকে ডাকতে গিয়ে ঘরের ভিতরেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। তাঁর গলা কাটা ছিল বলে জানা গিয়েছে। মায়ের ওই অবস্থায় দেহ দেখে চিৎকার শুরু করে সে। শব্দ পেয়ে পরিবারের অন্য সদস্য ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় বহরমপুর থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় ঘরে স্বামী তাসিরুল উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর অবস্থান নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

মৃতার আত্মীয় শাহিন শেখ জানিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি চলছিল এবং অন্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার জেরেই এই খুন হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁদের সন্দেহ। যদিও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি। পুরো ঘটনাটি ঘিরে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। খুনের সঠিক কারণ ও অভিযুক্তকে চিহ্নিত করতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-05-2026 03:25 Page 7

মাছ ব্যবসায়ী খুনে গ্রেপ্তার ৬, আদালতে প্রেরণ

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের নলহাটি থানার গোপগ্রামের মাঠ থেকে উদ্ধার হওয়া মাছ ব্যবসায়ী মুকুল শেখের খুনের ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার ধৃতদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিন সকালে গোপগ্রামের মাঠ থেকে পাখা গ্রামের বাসিন্দা মুকুল শেখের রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পরই মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে নলহাটি থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে আসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সেই সূত্র ধরেই শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম রিয়াজুল মমিন, নুরআলম শেখ, রকি শেখ, মতিউল শেখ ও রহিম শেখ এদের বাড়ি মারগ্রাম থানার বাগানপাড়া এলাকায়।

এছাড়াও আতাউল শেখ নামে আরও এক অভিযুক্তকে পাখা গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পূর্ব শত্রুতার জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে। মারগ্রাম ও রামপুরহাট থানার পুলিশের সহযোগিতায় নলহাটি থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন জানানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দিঘির জলে ভেসে উঠল নিখোঁজ শিশুর দেহ , শোকস্তব্ধ নতুনগ্রাম

রুম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ দিঘির জলে ভেসে উঠল নিখোঁজ পাঁচ বছরের এক শিশুর দেহ। শুক্রবার দুপুর থেকে নিখোঁজ থাকার পর শনিবার সকালে তার দেহ উদ্ধার হওয়ায় বীরভূমের নানুরের নতুনগ্রাম এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।মৃত শিশুর নাম ইসলাম মিঞা (৫)। তার বাড়ি শান্তিনিকেতন থানার মোলডাঙা এলাকায়। তবে সম্প্রতি বাবা-মায়ের সঙ্গে সে মামার বাড়ি নতুনগ্রামে বেড়াতে এসেছিল।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে বাড়ির কাছের একটি দিঘিতে স্নান করতে যায় ইসলাম। তারপর থেকেই তার

আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শিশুটির মামা কলিমুদ্দিন খান জানান, দুপুরের পর থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘক্ষণ দিঘিতে তল্লাশি চালালেও কোনও সন্ধান মেলেনি। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।খবর পেয়ে সন্ধ্যায় বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কিন্তু অন্ধকার নেমে আসায় সেদিন আর তল্লাশি অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি।শনিবার সকালে দিঘির এক কোণে শিশুটির দেহ ভেসে ওঠে। স্থানীয়দের নজরে আসতেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পরে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, জলে তলিয়েই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে।

বুদ্ধ পূর্ণিমায় বীরনগরে ভক্তদের ঢল ঃ ৫০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী উলাই চণ্ডী পূজায় জাগ্রত মায়ের থানে মানত !

অঞ্জন শুকুল , নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদিয়ার বীরনগর (উলা)-তে ৫০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন উলাই চণ্ডী মাতা। বুদ্ধ পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে ভক্তদের ঢল নামে এখানে। হাজার হাজার মানুষ এই ঐতিহ্যবাহী পুজো ও মেলায় অংশ নিতে হাজির হন।লোককথা অনুযায়ী, বাণিজ্য যাত্রায় শ্রীমন্ত সদাগর ভাগীরথী নদীপথে সিংহল যাওয়ার সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ে উলায় আশ্রয় নেন এবং বিপদমুক্তির জন্য উলাই চণ্ডী মাতার পুজো করেন। সেই থেকেই এই পুজোর সূচনা বলে জনশ্রুতি।

ইতিহাসবিদদের মতে, উলাই চণ্ডী পুজো বৌদ্ধতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। একসময় এই পুজো মূলত হাড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে সব সম্প্রদায়ের মানুষ মানত ও পুজোতে অংশ নিতে শুরু করেন।জনশ্রুতি রয়েছে, একসময় ওলাওঠা (কলেরা) রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই দেবীর আরাধনা করা হতো। উলাই চণ্ডী দেবীর কোনও প্রচলিত মূর্তি নেই বটবৃক্ষের নীচে থাকা একটি মসৃণ কালো পাথরখণ্ডই দেবী হিসেবে পুজিত।মনস্কামনা পূরণের আশায় বটগাছে মাটির ঢিল বাঁধার প্রাচীন রীতিও আজও পালিত হয়।পুজোকে কেন্দ্র করে বসা মেলায় বছরের প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী কেনাবেচা হয় এবং ব্যবসায়ীদের মুখেও হাসি ফোটে।স্থানীয়দের বিশ্বাস, বুদ্ধ পূর্ণিমার আগের দিন এক পশলা বৃষ্টি হয়;মা উলাই চণ্ডী নিজেই যেন তাঁর বেদী ধুয়ে দেন। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও ইতিহাসের মিলনেই আজও বীরনগরের উলাই চণ্ডী পুজো এক অনন্য সাংস্কৃতিক উৎসব।

ভারী গাড়ির দাপটে ফের বিপদে শান্তিনিকেতনের আশ্রম এলাকা, সংস্কারের পরও ভাঙছে রাস্তা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ শান্তিনিকেতনের আশ্রম এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ফের বাড়ছে ভারী গাড়ির আনাগোনা। বালি, ইট ও সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক, লরি ও ট্রাক্টরের দাপটে প্রতিদিনই সমস্যায় পড়ছেন পথচারী, পড়ুয়া ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ছোট-বড় দুর্ঘটনার ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ। অথচ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসন বা বিশ্বভারতীর তেমন উদ্যোগ চোখে পড়ছে না বলে দাবি স্থানীয়দের। ফলে আশ্রম এলাকার নিরাপত্তা ও ঐতিহ্য রক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে এই রাস্তাটি রাজ্য সরকার বিশ্বভারতীর হাতে তুলে দেয়। তবে স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২০ সালে জেলা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা গৃহের সামনে থেকে কালিসায়ের পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা ফের বিশ্বভারতীর কাছ থেকে নিয়ে নেন।

বর্তমানে রাস্তাটি রাজ্য সরকারের পূর্ত দফতরের অধীনে রয়েছে। পরে বিশ্বভারতীর তরফে রাস্তা ফেরত চেয়ে রাজ্যকে চিঠি দেওয়া হলেও সেই বিষয়ে আর অগ্রগতি হয়নি। শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য ক্ষেত্রের মূল প্রবেশপথের এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় একসময় বেহাল হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় পাথর উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়। কয়েক মাস আগে পূর্ত দফতর

নতুন করে রাস্তাটি সংস্কার করে। কিন্তু সংস্কারের পরও আশ্রম এলাকার ভিতরে থাকা এই রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণে তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ। বর্তমানে শুধুমাত্র শনি ও রবিবার স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন শান্তিনিকেতন পোস্ট অফিস মোড় থেকে সঙ্গীত ভবন পর্যন্ত সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত গার্ডরেল বসিয়ে আংশিক যান নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে তেমন কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ভারী গাড়ি ঢুকে পড়ছে আশ্রম এলাকায়। শিক্ষাভবন মোড় থেকে কালিসায়েরের রাস্তা ধরে প্রতিনিয়ত ইট, বালি ও সিমেন্ট বোঝাই লরি ও ট্রাক চলাচল করছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, ভারী গাড়ি চলাচলের ফলে নতুন করে তৈরি হওয়া রাস্তাটিও ইতিমধ্যে কয়েক জায়গায় ভাঙতে শুরু করেছে। পাশাপাশি পথচারী, পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। কখনও এই রাস্তাতেই বিশ্বভারতীর ছাত্র ছাত্রীরা দুর্ঘটনার শিকার হন। আবার বৃষ্টি হলেই জল জমা গর্তে পড়ে মালবোঝাই গাড়ি ফেঁসে যায়, ফলে কিছু সময় যানজট তৈরি হয়। প্রবীণ আশ্রমিক তথা শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার বলেন, ভারী গাড়ি চলার ফলেই নতুন রাস্তা ভাঙতে শুরু করেছে। এই রাস্তার উপর একাধিক ভবন রয়েছে এবং বহু পড়ুয়া এই পথেই যাতায়াত করে। তাই অবিলম্বে ভারী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। এনিয়ে বোলপুর মহকুমা পূর্ত দফতরের (কনস্ট্রাকশন) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত মণ্ডল বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। অন্যদিকে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, ওই রাস্তাটি রাজ্য সরকারের অধীনে রয়েছে। আমাদের কিছু করার নেই।

ব্যস্ত মোড়ে অগ্নিকাণ্ড, রহস্যে মোড়া আগুনের উৎস নিয়ে ধোঁয়াশা

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের জেলা সদর সিউড়ির অন্যতম ব্যস্ততম এলাকা এসপি মোড়ে শনিবার ভরা দুপুরে আচমকা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মোটরবাইকে হঠাৎই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পথচারী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।ঘটনাটি ঘটে এমন এক সময়ে, যখন এলাকায় মানুষের ভিড় ছিল যথেষ্ট। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় হুড়োহুড়ি। সাধারণ মানুষ নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে এলাকায় সাময়িক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত দমকল বিভাগে খবর দিলে, অল্প সময়ের মধ্যেই একটি দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। দমকল কর্মীরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। তবে আগুনের তীব্রতায়

মোটরবাইকটি প্রায় সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।ঘটনার পর থেকেই আগুন লাগার প্রকৃত কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। চলন্ত অবস্থায় নয়, বরং সম্পূর্ণ স্থির অবস্থায় থাকা একটি বাইকে কীভাবে এমন ভয়াবহ আগুন লাগল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রাথমিকভাবে যান্ত্রিক ত্রুটি বা শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, তবে সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।ভরা দুপুরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই আকস্মিক ঘটনায় দীর্ঘক্ষণ আতঙ্কের রেশ ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসন ও দমকল বিভাগ আগুন লাগার উৎস খতিয়ে দেখছে বলে জানা গিয়েছে।

আজও সজীব হাঁসুলী বাঁকের উপকথা !

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ তারাশঙ্করের হাঁসুলী বাঁক পর্যটনের নতুন দিগন্ত। বীরভূমের রাঙামাটির পথ যেন এখনো গল্প বলে। ফুটে ওঠে হাঁসুলী বাঁকের গঞ্জ, সাঁওতাল পল্লীর গ্রাম জীবন আর মাটির বুক ফুঁড়ে ওঠা লোকসংস্কৃতির অমোঘ টান। লাভপুরে পা রাখলেই মনে হয় উপন্যাস আর বাস্তব যেন পরস্পর হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। লাল মাটির ধুলো উড়ে ধীরে ধীরে খুলে দেয় এই জনপদের প্রকৃতি, মানুষ আর স্মৃতির সংমিশ্রণ। গ্রামে ভোরবেলা, কুয়াশার ভাঁজ খুলতেই ধান ক্ষেতের গন্ধে ভেসে আসে এক নিবিড় টান। দূরে রাখালিয়ার বাঁশি আর খেজুর পাতার খসখস শব্দ- সবমিলিয়ে সে তারাশঙ্করের বর্ণনার মতোই সজীব মাটির ঘ্রাণে ভরা এক লোকজ জীবন। লাভপুরের সৌন্দর্য অতি সরল, কিন্তু তীব্র - যেন হাঁসুলী বাঁকের চরিত্রদের মতোই নারীর টানে বেঁধে ফেলে দর্শনার্থীকে। এই জনপদের মানুষের আন্তরিক স্বভাব, মাটির ঘরে রান্না হওয়া খাবারের সহজ স্বাদ আর বিকেলের আড্ডা নির্লিপ্ত মায়া যেন তারাশঙ্করের গল্প জগতেরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। কখনো পথে দেখা মেলে বাউল গানের টানে অবাক বিস্মিত এক দুপুর। লাভপুরের ফুল্লরা মহা মন্দিরও যেন একই সঙ্গে অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধন করে। প্রাচীন বিশ্বাস, লোকাচার আর মাটির মানুষের আস্থা মিলেমিশে গড়ে তোলে অনির্বচনীয় পরিবেশ। উৎসবের দিনে এখানে ঢাক বাজে, সাঁওতাল নাচে মুখরিত হয় চারিদিক। মনে হয় যেন তারাশঙ্কর সৃষ্ট চরিত্ররা আবার নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। প্রকৃতি মানুষের জীবনযাপন আর লোক সংস্কৃতির শক্ত বন্ধনে তৈরি এই রাঙামাটির লাভপুরে একদিন কাটলেই বোঝা যায় এ শুধু ভ্রমণ স্থল নয়, এটি বাঙালির মাটির গল্প, মানুষের গানে বাঁধা স্মৃতি আর তারাশঙ্করের সাহিত্য ভূমির বাস্তব প্রতিধ্বনি।

রাতে পোহালেই ফলাফল ! কারো কাটছে নিশ্চিন্তে দিন, কেউ ব্যস্ত হিসাব মেলাতে

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ভোট যুদ্ধ শেষে বৃহস্পতিবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নদীয়া জেলার বিভিন্ন বিধানসভার প্রার্থীরা। তবে বিশ্রামের আবহ থাকলেও রাজনৈতিক ব্যস্ততা ছিল তাঁদের মধ্যে। কেউ বুথভিত্তিক ভোটের অঙ্ক কষছেন, কেউ স্ক্রুটিনিতে অংশ নিয়েছেন, আবার কেউ দলীয় কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনি কার্যালয়ে কাটিয়েছেন। পাশাপাশি, গণনাকেন্দ্রের কাউন্টিং এজেন্ট ঠিক করা, তাঁদেজর মনোবল বাড়ানো নিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ত ছিলেন প্রার্থীরা।

পলাশীপাড়া কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রুকবানুর রহমান এদিন কলকাতায় যান বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির শেষ বৈঠকে অংশ নিতে। কলকাতায় থাকলেও এলাকায় ভোট পরিস্থিতির উপর নজর ছিল তাঁর। তিনি বলেন, গত দেড় মাস ধরে নির্বাচনের জন্য একটানা ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগই পাইনি।অন্যদিকে কালীগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদের দিন কেটেছে বুথভিত্তিক ভোটের হিসেব কষে। বুথ এজেন্টদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফর্ম সংগ্রহ করে ভোটের পর্যালোচনা শুরু করেন তিনি। বুথভিত্তিক রিপোর্ট হাতে পেয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী তিনি। আলিফা বলেন, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন।

বুথ ধরে হিসেব-নিকেষ চলছে। খুব ভালো ফল হবে বলেই আমরা আশাবাদী। কিন্তু, এইসবের মধ্যেও মন ভালো নেই কালীগঞ্জের সিপিএম প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনের। টানা পরিশ্রমের পর তিনি এদিন পাড়ার লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন, ভোট নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মুখে বারবার উঠে আসছিল মেয়ে তমান্নার কথাই।চাপড়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী জেবের শেখ অবশ্য দিনভর নিজের নির্বাচনী কার্যালয়েই ছিলেন।

সেখানে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা ও ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন। বিজেপি শিবিরেও ভোটের ফলাফল ঘিরে জোর প্রস্তুতি চলেছে। রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পার্থসারথী ঘোষ বলেন, রিলাক্স মুডেই ছিলাম। দলীয় কর্মীরা এসেছিলেন। তাদের কাছ থেকেই ভোটের পরিস্থিতির খবর নিয়েছি।অবশ্য কৃষ্ণনগর দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সাধন ঘোষ অবশ্য ভোটের পরেও স্ট্রংরুমের উপর কড়া নজর রেখেছেন।

জম্মু-কাশ্মীরে বীরভূমের অগ্নিবীর জওয়ানের রহস্য মৃত্যু ! শোকস্তব্ধ গ্রাম

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ জম্মু-কাশ্মীরে কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ হারালেন বীরভূম জেলার এক তরুণ অগ্নিবীর কর্মী। মৃতের নাম অনুপম মণ্ডল (২৪)। তাঁর বাড়ি বীরভূমের মল্লারপুর থানার অন্তর্গত সৌজ গ্রামে। এই আকস্মিক ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত প্রায় আটটা নাগাদ মায়ের সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা বলেন অনুপম। সেই সময় তিনি স্বাভাবিকভাবেই কথা বলেন এবং পরিবারের সকলের খোঁজখবর নেন। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে অনুপমের বাড়ির নম্বরে ফোন করা হয়। যদিও সেই সময় ঘুমিয়ে পড়ায় ফোনটি ধরতে পারেননি তাঁর মা মল্লিকা

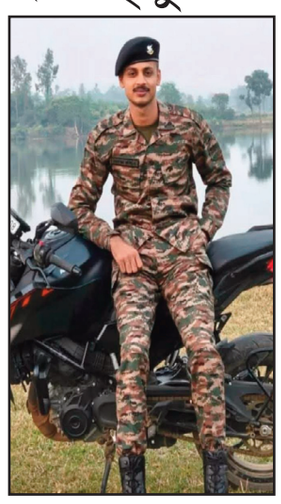

মণ্ডল। শুক্রবার সকালে ফের সেনাবাহিনীর তরফ থেকে যোগাযোগ করা হলে পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়, গুলিবিদ্ধ হয়েছেন অনুপম মণ্ডল এবং তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তবে ঠিক কী পরিস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটেছে বা কী কারণে গুলি লেগেছে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। এই মর্মান্তিক খবর পৌঁছতেই ভেঙে পড়েন অনুপমের বাবা রামপ্রসাদ মণ্ডল, মা মল্লিকা মণ্ডল এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা গ্রামজুড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত। এলাকায় নেমে এসেছে স্তব্ধতা। উল্লেখ্য, অগ্নিবীর হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন অনুপম। অল্প বয়সেই দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে শুধু পরিবার নয়, সমগ্র এলাকা এক সাহসী সন্তানের হারানোর বেদনায় কাতর।

২৫০ বছরের ইতিহাসের সাক্ষী রায়পুর রাজবাড়ি

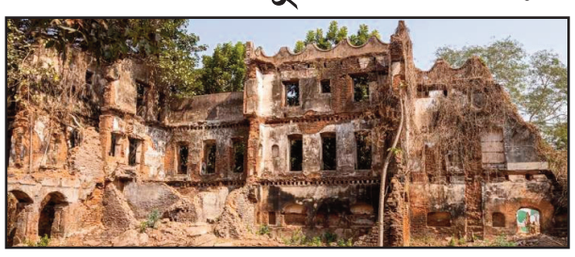

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ দীঘা, পুরী বা মন্দারমণির ভিড় এড়িয়ে যদি একটু নির্জনতায় হারিয়ে যেতে চান, তবে ঘুরে আসুন বীরভূমের বোলপুরের কাছেই অবস্থিত রায়পুর রাজবাড়ি থেকে।শান্তিনিকেতন থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে এই রাজবাড়ি একসময় ছিল শিল্প, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সাক্ষী। প্রায় ২৫০ বছরের পুরনো এই রাজবাড়ির পত্তন করেন লালচাঁদ সিংহ। ১৭৪০ সালে চন্দ্রকোনা থেকে পরিবার ও প্রায় এক হাজার তাঁতিকে নিয়ে তিনি বোলপুরে বসতি গড়েন। তাঁর ছেলে শ্যামকিশোর সিংহ ১৭৮০ সালে রাজবাড়ি নির্মাণ শুরু করেন। আশপাশে ছিল প্রায় ৬০-৭০ বিঘা জমি ও ছয়-সাতটি পুকুর, যার কয়েকটির অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। এই রাজবাড়ির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্রাবস্থার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য সবুজকলি সেন তাঁর গবেষণায় জানিয়েছেন, এক সময় বাড়ির একটি ঘরে দেবেন্দ্রনাথের স্বাক্ষর ও লেখা দেখা যেত। এখন অবশ্য সে ঘর প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই বাড়ি একাধিক চলচ্চিত্রের শুটিং লোকেশন হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৮৪ সালে মৃণাল সেন এখানে তাঁর বিখ্যাত ছবি খণ্ডহর এর শুটিং করেন, যেখানে অভিনয় করেছিলেন নাসিরুদ্দিন শাহ ও শাবানা আজমি। আজ যদিও রাজবাড়িটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত, তবে তার প্রতিটি ইট যেন বলে যায় এক অতীত ঐতিহ্যের কথা। বোলপুর স্টেশন থেকে টোটো নিয়েই পৌঁছে যেতে পারেন ইতিহাসের এই নিঃশব্দ সাক্ষীতে।

হরিণঘাটায় যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদিয়ার হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত ফতেপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসবোনা এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। ২৪ বছর বয়সি ওই যুবকের নাম সুকান্ত দাস।

সুকান্ত এলাকায় শান্ত ও ভদ্র ছেলে হিসেবেই পরিচিত ছিল। শনিবার সকালে তাঁকে নিজের ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সুকান্ত আত্মহত্যা করেছেন।যদিও এর পিছনে অন্য কোনও বিষয় রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুকান্ত রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। শুক্রবার রাতে পরিবারের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া-দাওয়া করে নিজের ঘরে চলে যায় সে। শনিবার সকালে সুকান্তর মা সোমা দাস ছেলেকে ডাকতে গিয়ে কোনও সাড়া পাননি। এরপর জানলা দিয়ে সোমা দেখতে পান, ছেলে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে। মায়ের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন।

দৈনিক নয়া জামানা
পত্রিকা নিয়মিত
পড়ুন ও পড়ান

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-05-2026 03:25 Page 8

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে স্ট্রংরুম পরিদর্শনে ডিএম ও সিপি , কড়া নিরাপত্তায় ৬ বিধানসভার গণনা প্রস্তুতি

সীতারাম মুখার্জী,নয়া জামানা, আসানসোল ঃ এবার আসানসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ, কুলটি, রানিগঞ্জ, জামুরিয়া এবং বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্রগুলির জন্য আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে স্ট্রং রুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আগামী সোমবার ৪ এপ্রিল এখানেই এই ছয়টি বিধানসভার ইভিএমের ভোট গণনা করা হবে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক বা ডিএম এস পোন্নাবলম এবং আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার ডঃ প্রণব কুমার সিং সেই স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএমগুলি ঠিক ভাবে রাখা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখ তে আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিদর্শন করেন। তারা অন্য পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেন ও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো কাজ হচ্ছে কি না, তা পর্যালোচনা করেন।পরে ডিএম ও সিপি বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো স্ট্রংরুমে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা

করা হয়েছে। নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে রাজ্য পুলিশ আছে। সিসি ক্যামেরার নজরদারিও রয়েছে। বিদ্যুতের সমস্যা হওয়ায় ২৪ ঘন্টা সিসি ক্যামেরা চালু রাখতে ইনভার্টার লাগানো হয়েছে। রবিবারের মধ্যে সব প্রস্তুতি শেষ করে ফেলা হবে। ডিএম আরো বলেন, নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র ছাড়া গণনা কেন্দ্রে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। গণনা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনকিছু করা ও জমায়েত করা যাবেনা। ১০০ মিটারে ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। সর্বদলীয় বৈঠকে গণনা সংক্রান্ত সবকিছু সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে এদিন আসানসোল উত্তর ব্লক ১-এর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গুরদাস ওরফে রকেট চট্টোপাধ্যায় এদিন স্ট্রংরুমে ছিলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, স্ট্রংরুমের নিরাপত্তার জন্য এখন পর্যন্ত যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সন্তোষজনক। তবে দলের তরফে কড়া নজর রাখা হয়েছে। কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদ জানাবে। দুদিন আগে ডিএমের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই বৈঠকে ডিএম আশ্বাস দেন যে আসানসোলে কোনো অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। তিনি স্ট্রং রুমের চারপাশের সিসিটিভি ব্যবস্থা নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, পশ্চিম বর্ধমান জেলার বাকি তিন বিধায়সভা পান্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর পূর্ব ও দুর্গাপুর পশ্চিমের স্ট্রংরুম করা হয়েছে দুর্গাপুরের গভর্নমেন্ট বা সরকারি কলেজে। সেখানেই এই তিন বিধানসভার গণনা হবে। আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মতো দুর্গাপুরের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি বোরো ধানে, মাথায় হাত চাষিদের

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ভোট পরবর্তী সময়ে একটানা দু তিন দিনের বৃষ্টিতে পূর্ব বর্ধমান জেলায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল বোরো ধানের। রাজ্যের শস্যগোলা হিসাবে পরিচিত এই জেলায় এবারও বোরো ধান চাষের এলাকা অনেকটাই বেড়েছিল। কিন্তু ধান কেটে ঘরে তোলার আগেই ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষতি ডেকে এনেছে বলে চাষিদের দাবি। জেলার বেশিরভাগ এলাকায় বোরো ধানের জমিতে জল জমে গিয়েছে। ফলে ধান কাটার কাজ করা যাবে না। একই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়াতে জমিতে গাছ নুইয়ে পড়ায় সেই ধানের পুরোটাই নষ্ট হবে বলে চাষিরা জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদর লাগোয়া গ্রাম গুলোতে ধান কাটার কাজ শুরু হওয়ায় সেখানে জমিতে ধান থেকে যাওয়ার ফলে আরও এক ক্ষতির মুখে চাষিরা। বুধবার বিকেল থেকে পূর্ব বর্ধমানের বেশিরভাগ অঞ্চলে শুরু হয়েছিল কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টি। তারপর বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারেও বেশ কিছু এলাকায় বৃষ্টি হয়। আর এই ভারি বৃষ্টিপাত জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা ডেকে এনেছে। ধান তোলার মুখে এমন বিপর্যয়ে চাষিদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। দক্ষিণ দামোদর লাগোয়া রায়না, খন্ডঘোষ, জামালপুর সহ কালনা, কাটোয়া, ভাতার , আউশগ্রাম ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

একই চিত্র চোখে পড়েছে জেলার অনান্য এলাকাতেও। দক্ষিণ দামোদর এলাকারই বাদুলিয়ার বাসিন্দা তথা জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম জানান, যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে তাতে কার্যত চাষিদের অনেকটাই ক্ষতি। এক কথায় বলা যায় পাকা ধানে মই। বিশেষ করে তোলার সময় মাঠের পড়ে থাকা কাটা ধান জলে ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা দেখা দিয়েছে। সেই ধান পুরোপুরি ঘরে তোলার ক্ষেত্রে চরম সমস্যা দেখা দেবে। তিনি জানান, বেশিরভাগ জমিতে মেশিনের মাধ্যমে ধান কাটার কাজ চলছে। ফলে ধান জমিতে পড়ে থাকায় জল কাদায় অনেকটাই নষ্ট হয়েছে। ফলে চাষিরা লোকসানের মুখে পড়তে পারে বলে তার আশংকা। যদিও এই মরশুমে দক্ষিণ দামোদর লাগোয়া গ্রাম গুলোতে গোবিন্দভোগ ধানে চাষ বড়ো একটা হয়না। সবই হয় মিনিকেট। তাঁর নিজের জমিতেও ধান কাটার কাজ চলাকালে ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে জেলার অনান্য এলাকার পাশাপাশি ভাতাড় ব্লকের বেশিরভাগ গ্রামে চাষিদের ক্ষতি ডেকে এনেছে বেশি।ঘোলদা গ্রামের মাঠে গিয়ে দেখা যায়, পাকা ধান প্রায় মাটির সঙ্গে লেগে পড়ে আছে। তিন মাসের কঠোর পরিশ্রমে ফলানো ফসল এখন কার্যত নষ্ট হওয়ার মুখে । ওই গ্রাম ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় জমিতে জল জমে থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। কৃষকদের কথায়, তথান একেবারে শুয়ে পড়েছে, এখন অন্তত ১০-১২ দিন জমিতে নেমে ধান কাটা সম্ভব নয়।দ ফলে একদিকে যেমন ধান কাটতে দেরি হবে, অন্যদিকে খরচও বাড়বে। নুয়ে পড়া ধান কাটতে অতিরিক্ত শ্রমিক লাগবে, যা চাষিদের জন্য নতুন করে খরচ খ রচার চাপ বাড়াবে। তার উপর, ভেজা ও ক্ষতিগ্রস্ত ধানের বাজারদরও কম পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মাঠে জমে থাকা জলের কারণে পাকা ধানের উপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে, যা ধানের গুণগত মান নষ্ট করতে পারে। ইতিমধ্যেই কিছু এলাকায় ধান কাটা শুরু হলেও এই দুর্যোগে সেই কাজ থমকে গেছে।

ভোট মিটতেই মেমারি স্টেশনে উচ্ছেদ নোটিশ, ক্ষোভে ফুঁসছে ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা

আমিনুর রহমান ,নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব মিটতে না মিটতেই হাওড়া- বর্ধমান মেন লাইন শাখার মেমারি রেল স্টেশন চত্বরে রেলের পক্ষ থেকে উচ্ছেদের নোটিশ জারি হল। আর উচ্ছেদ নোটিশ দেওয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনের পক্ষ থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে মাত্র দুই দিনের মধ্যে রেলের জায়গা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হল। এদিকে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বসবাসকারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এই উচ্ছেদ নোটিশকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিনের রুটিরুজির সংস্থান হারানোর আশঙ্কায় তারা এখন দিশেহারা। উল্লেখ্য, মেমারি রেল স্টেশন চত্বরে উচ্ছেদের ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও কয়েকবার একইভাবে নোটিশ জারি করা হয়েছিল। প্রতিবারই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ডেপুটেশন অথবা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে উচ্ছেদ অভিযান সাময়িকভাবে থমকে যায়। বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগেও একবার উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হলেও পরবর্তীতে প্রশাসনিক নির্দেশে তা স্থগিত করা হয়। তবে এবার ভোটগ্রহণ পর্ব মেটার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই রেলের পক্ষ থেকে এই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মেমারি স্টেশন এলাকায় উপস্থিত হন মেমারি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রাসবিহারী হালদার। তিনি সেখানে রেলের জমিতে থাকা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন এবং তাঁদের আশ্বস্ত করেন। রাসবিহারী হালদার জানান, বিপদের সময় তিনি আইনগতভাবে তাদের পাশে থাকবেন। এরপর তিনি সরাসরি মেমারি স্টেশন মাস্টার পিনাকী শঙ্কর করের সাথে দেখা করে উচ্ছেদ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং ব্যবসায়ীদের উদ্বেগের কথা বিস্তারিতভাবে জানান। অন্যদিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাসবিহারী হালদার রেল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন, তমেমারিবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি একটি রেল ওভারব্রিজ। রেল কর্তৃপক্ষ সেদিকে নজর না দিয়ে উল্টে যারা ৪০-৫০ বছর ধরে এখ ানে ব্যবসা করছেন, তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের নোটিশ দিচ্ছে।দ তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন , নির্বাচনের ঠিক পরেই এই ধরণের তৎপরতা প্রমাণ করে যে এটি একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক চক্রান্ত। এই ঘটনায় তিনি সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপিকে ‘অভিযুক্ত’ করেছেন। বর্তমানে মেমারি স্টেশনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একদিকে রেলওয়ের আইনি বাধ্যবাধকতা, অন্যদিকে কয়েক দশকের বসতি রক্ষার লড়াই এখন মেমারির রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই উচ্ছেদ ইস্যু মেমারিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে দেওয়া হল। রেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছে যে, সরকারি জমিতে বেআইনি দখলদারি সরাতেই এই সাধারণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি সম্পূর্ণ আইনত।

গণনা ঘিরে কড়া নিরাপত্তা, স্ট্রং রুমে রাতভর নজরদারিতে তৃণমূল প্রার্থী

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ আগামী ৪ মে ভোটের গননা। আর সেজন্য গণনা কেন্দ্রে সব ধরনের প্রস্তুতি তুঙ্গে। কিন্তু চার গণণা কেন্দ্র নিয়ে রাজনৈতিক দলের কঠোর নজরদারি শুরু হয়েছে। বিশেষ করে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কর্মী সমর্থকরা এককাট্টা ভাবে স্ট্রং রুমের নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। তিনি জানান, জেলার সব কটি গণণা কেন্দ্রে নিরাপত্তা নিয়ে কোনো ত্রুটি রাখা হয়নি। প্রতি গণণা কেন্দ্রে তিনটি নিরাপত্তা বলয় থাকবে। এবার পূর্ব বর্ধমানের ১৬ টি আসনের জন্য জেলায় চারটি গণণা কেন্দ্র থেকে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। এই চার কেন্দ্রের মধ্যে শহর বর্ধমানে থাকবে দুটি কেন্দ্র। একটি হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউআইটি বিল্ডিং এবং অন্যটি এমবিসি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এছাড়াও কালনা এবং কাটোয়াতে আরও দুটি গণণা কেন্দ্র খোলা হবে। বর্ধমানের গোলাপবাগে ইউআইটি বিল্ডিং - এ ভোট গননা হবে বর্ধমান উত্তর ও দক্ষিণ, গলসি, আউশগ্রাম, ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রের। এমবিসি কলেজে হবে জামালপুর, মেমারী, খন্ডঘোষ ও রায়না কেন্দ্রের গণণা। কালনা কলেজে হবে পূর্বস্থলী উত্তর ও দক্ষিণ, কালনা এবং মন্তেশ্বরের গণণা। কাটোয়া কলেজে হবে মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম এবং কাটোয়া বিধানসভার গণণা। ইতিমধ্যে গণণা কেন্দ্রে বাড়তি নিরাপত্তা নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে আরও কঠোর ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে। জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল জানান, কেন্দ্র গুলোতে ঢোকার ক্ষেত্রে তিনটি নিরাপত্তা বলয় পার করতে হবে সকলকে। প্রথম দফায় রাখা হবে সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে থাকবে রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা।

জেলাশাসক জানিয়েছেন ভোট গ্রহনের পর স্ট্রং রুম পর্যন্ত ভিভিপ্যাট এবং ইভিএম আনার সময় সব কটি রাজনৈতিক দলেরই প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন। তবে জেলাশাসকের আশ্বাস স্বত্বেও রাজনৈতিক দলের নেতারা স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরব হয়েছেন। একাধিক নেতা প্রার্থীরা এ নিয়ে প্রশাসনের কাছে বার বার তাদের আশংকার কথা জানিয়েছেন। এরই মধ্যে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দলীয় নির্বাচনী এজেন্টদের বেশ কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই নির্দেশ অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস ২৪ ঘন্টা একটানা নজরদারিতে কোন খামতি রাখবে না। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দেন, স্ট্রং রুমের বাইরে কড়া নজরদারি রাখা শুরু হয়েছে। পাহারায় রয়েছেন দলের প্রতিনিধিরা। এমনকি পাহারায় থাকা অবস্থায় কারও কোন অসুবিধা হলে তার পরিবর্তে অন্য জন্য দায়িত্বে থাকবেন। এরই মধ্যে নিরপত্তা নিশ্চিত করতে শুক্রবার সারা রাত জেগে স্ট্রং রুমের সামনে বসে রইলেন প্রবীন তৃণমূল প্রার্থী স্বপন দেবনাথ। বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ পূর্বস্থলী দক্ষিণের প্রার্থী। শুক্রবার সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা সবশেষে তিনি রাতে গিয়ে স্ট্রং রুমের সামনে পাহারায় বসেন। গণণা কেন্দ্র হয়েছে কালনা কলেজে। তিনি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে শনি ও রবিবার তিনি একইভাবে গণণা কেন্দ্রে গিয়ে পাহারায় থাকবেন। যদিও তাঁর আক্ষেপ স্ট্রং রুম পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয়নি। দুর থেকে দেখ তে দেওয়া হয়। অন্যদিকে বিজেপি দলের এক সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক সুমনা ঘোষ বলেন, দলের সমস্ত কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে স্ট্রং রুমের বাইরে কড়া নজরদারি রাখা যায়। পাহারায় যাতে কোন গাফিলতি না হয় তার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে স্ট্রং রুমের ব্যবস্থা নিয়ে এবার শুরু থেকেই অভিযোগ ছিল সব দলের। বিশেষ করে সিসিটিভি ক্যামেরা নিয়ে অভিযোগ সবচেয়ে বেশি। তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্বস্থলী দক্ষিণের নির্বাচনী এজেন্ট দিলীপ মল্লিকের অভিযোগ ছিল স্ট্রং রুমের সিসিটিভি ক্যামেরা ঠিকমতো কাজ করেনি। একই দাবি করেছেন বিজেপি দলের বর্ধমান উত্তর কেন্দ্রের প্রার্থী সঞ্জয় দাস। তারা দুজনেই জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। পর জেলাশাসক স্বীকার করেন, মিনিট দুয়েকের জন্য স্ট্রং রুমের সামনের সিসিটিভি ঠিকঠাক কাজ করেনি। প্রশাসনের নজরে আসার পর সব কিছু ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।

দামোদরে তলিয়ে মৃত্যু যুবকের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ দামোদর নদে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানা এলাকার পাল্লা ঘাট এলাকায়। জলে ডুবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া যুবকের খোঁজ মেলেনি শনিবার দুপুর পর্যন্ত। মৃত যুবকের নাম রাহুল হালদার (২২)।তার বাড়ি মেমারি থানা এলাকার জোড়াসাঁকো গ্রামে। পেশায় টোটো চালক ছিলো সে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর নাগাদ পাঁচজন মিলে পাল্লা এলাকায় দামোদর নদের পাড়ে সময় কাটাতে যায়। তার মধ্যে রাহুল হালদার দামোদরে নেমে একাই স্নান করছিলেন। একটি নৌকা থেকে বার জলে ঝাঁপ দিয়ে স্নান করার সময় হঠাৎ তলিয়ে যায়। তার সঙ্গে থাকা চার যুবক তড়িঘড়ি অন্য লোকজনদের ডেকে এনে ঘটনার কথা বলেন। খবর দেওয়া হয় মেমারি থানায়। পুলিশ এবং স্থানীয় লোকজন নদীতে নেমে এবং নৌকায় চেপে জলে খোঁজ চালায়। কিন্তু যুবকের খোঁজ পাওয়া যায় নি। সন্ধ্যা নেমে আসায় আলো জ্বেলেও খোঁজাখুঁজি করা হয়। হদিশ না মেলায় গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বাবা বুড়োরাজের পুজো মন্তেশ্বরে

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর ব্লকের পিপলন অঞ্চলের ইচু ভাগরা গ্রামে ধুমধাম সহকারে অনুষ্ঠিত হল বহু প্রাচীন বাবা বুড়োরাজের পুজো। বছরে বিশেষভাবে বাবা বুড়োরাজের পুজো দুবার অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা গিয়েছে।

প্রথমবার বুদ্ধ পূর্ণিমা ও দ্বিতীয়বার বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষভাবে পূজিত হলেন বাবা বুড়োরাজ। এবারের পুজো উপলক্ষে ভক্তরা মনোবাসনা পূরণের আশায় বহু দূর দুরান্ত থেকে এসে বাবার কাছে পুজো দেন। বাবা বুড়োরাজ কে ঘিরে মন্তেশ্বর ব্লকে সম্প্রীতি বার্তা বহন করে চলেছেন। এই পুজোয় বেশ কয়েকটি গ্রামের লোকজন মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই পুজোকে ঘিরে বেশ কয়েকদিন যাবত পুজো প্রাঙ্গনের পাশের ময়দানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আজকের দিনে বিশেষ পুজো , অষ্টপ্রনাম ,ধুনো পোড়ানো সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নিয়ম নীতি মেনে বাবা বুড়োরাজের পুজো অনুষ্ঠিত হল। এবার এই পুজোকে ঘিরে প্রায় ২৫০ জন ভক্ত সন্ন্যাসী হয়েছেন বলে জানালেন পুরোহিত মানব ঘোষাল।

দুর্ঘটনার কবলে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাস,আহত খালাসী-সহ একাধিক

রাকেশ লাহা,নয়া জামানা ,রানিগঞ্জ ঃ চালক নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ায় রানীগঞ্জে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পরিযায়ী শ্রমিকদের একটি দূরপাল্লার বাস। ঘটনায় আহত হয়েছেন বাসটির খালাসী সহ বেশ কয়েকজন। ঘটনায় বাস চালককে আটক করেছে পুলিশ বলে সূত্র মারফত জানা যায়। জানা যায় আজ থেকে বেশ কিছুদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা থানার অন্তর্গত রামগঙ্গা এলাকার কিছু বাসিন্দা যারা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিনরাজ্যে কর্মরত তারা নিজ এলাকায় এসেছিলেন বিধানসভা ভোটে অংশগ্রহণ করতে।ভোট শেষে শনিবার তারা রামগঙ্গা থেকে একটি বাসে করে তাদের কর্মস্থল হরিয়ানার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন, যাওয়ার পথে পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জের শুভদর্শনী হাসপাতালের কাছে চালকের অসাবধানতায় পরিযায়ী শ্রমিক দের ওই বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এমন ঘটনায় বেশ কয়েকজন বাসযাত্রী এমনকি বাসের খালাসী অল্পবিস্তর চোট পান। ঘটনাপ্রসঙ্গে নরায়ণ পাত্র নামে এক পরিযায়ী শ্রমিক কাতর কণ্ঠে জানান, দেশের বাড়িতে কাজ নেই। কিছু কাজ থাকলেও সেইসব কাজ করে দিন চলেনা, তাই পেটের টানে এ রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে হয়েছে আমাদের। বর্তমানে ভোটের জন্য এসেছিলাম, আমাদের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা থানার অন্তর্গত রামগঙ্গা এলাকায়। ভোট দান করেছি এবার ফেরার পালা, এদিন রামগঙ্গা থেকে আমাদের বাসটি হরিয়ানার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় রানীগঞ্জে পৌঁছাতেই আমাদের বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তিনি জানান, চালক নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়াই এই ঘটনাটি ঘটেছে। তবে বেশ কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হলেও বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। নারায়ন বাবুর কথায় বর্তমানে আমাদের অন্য বাসে করে গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভোট গণনার আগে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উপস্থিতে বিজেপির কর্মশালা

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , আসানসোল ঃ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর ভোট গণনার ঠিক দুদিন আগে শনিবার পুরুলিয়া জোন বা বিভাগের বিজেপি প্রার্থীদের নিয়ে আসানসোলে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আসানসোলের জিটি রোডের উষাগ্রামে একটি বেসরকারি হোটেলে হওয়া এই কর্মশালায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর এবং আসানসোল সাংগঠনিক জেলার বিজেপি প্রার্থী,
ইলেকশন এজেন্ট ও কনভেনাররা অংশ নেন।বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভোট গণনা প্রক্রিয়া, এজেন্টদের ভূমিকা এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশ করা হয়।কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসল এবং ভূপেন্দ্র যাদব। এছাড়াও ছিলেন দলের সাংসদ ও রাজ্য স্তরের নেতারা।জানা গেছে, মোট ২৮ জন বিজেপি প্রার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। ভোট গণনার আগে বিজেপির এই কর্মশালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।এই প্রসঙ্গে আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, গণনা পর্ব ভালোভাবে করতে দলের তরফে এদিন বিজেপির পুরুলিয়া বিভাগের চার জেলা নিয়ে এই কর্মশালা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া খুব ভালো ভাবে পার করেছে নির্বাচন কমিশন। আশা করি সেই ধারা গণনা পর্বেও নির্বাচন কমিশন ধরে রাখবে।
ভবানিপুর বিধানসভার গণনা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাওয়া ও বসে থাকা নিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, এটা দেখার কথা জ্ঞানেশ কুমার ও মনোজ আগরওয়ালের। বিজেপির এটা দেখার কথা নয়।

নিখোঁজ ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার জেমুয়া এলাকায় নিখোঁজ এক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে শুক্রবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । মৃত ছাত্রের নাম শেখ রশিদুল (১৭)। এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ এলাকার একটি চাষের জমির পাশের মাচা থেকে গলায় দড়ি দেওয়া ঝুলন্ত অবস্থায় তার দেহ উদ্ধার হয়।পরিবারের দাবি, রশিদুল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বাথরুমে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়েছিল। তারপর থেকেই তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শুক্রবার সকালে স্থানীয়দের কাছ থেকে তার খবর পায় পরিবারের সদস্যরা ।তারা ঘটনাস্থলে দেখেন,

গলায় ফাঁসের দড়ি টিনের চালায় বাঁধা থাকলেও পা মাটিতে ঠেকেছিল। এই কারণে পরিবারের মধ্যে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। পরিবারের অভিযোগ, এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু একটা ঘটনা। তাই গোটা ঘটনার সঠিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।মৃতের দাদা শেখ রিয়াজুল বলেন, বুধবার পানাগড়ের দিকে একটি মেয়ের সঙ্গে যাওয়ার সময় পুলিশ রশিদুলকে আটক করেছিলো। পরে তাকে ছেড়ে দেয়। সেদিন রাতে সে এক বন্ধুর বাড়িতে ছিল। এরপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। খবর পেয়ে নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে প্রথমে দুর্গাপুর মহকুমা পাঠায়। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।পুলিশ জানিয়েছে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। পরিবারের তরফে কোন লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে তার ভিত্তিতে তদন্ত করা হবে বলে পুলিশ জানায়।

ঢাকের তালে মানবাজারে গন্ধেশ্বরী পুজো, শোভাযাত্রায় ভক্তদের ঢল

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার মানবাজারে ধুমধাম ও ভক্তিভরে পালিত হলো গন্ধেশ্বরী পূজা। শুক্রবার সকালে স্থানীয় একটি পুকুর থেকে নিয়ম মেনে ঘট তোলা হয়। এরপর সুসজ্জিত শোভাযাত্রার মাধ্যমে সেই ঘট মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকের বাদ্যি, শঙ্খধ্বনি এবং ভক্তদের উচ্ছ্বাসে গোটা মানবাজার শহর উৎসবের রঙে মেতে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রতিবছরের মতো এবারও গন্ধেশ্বরী পূজাকে ঘিরে সকাল থেকেই ভিড় জমে যায়।

নারী, পুরুষ, শিশু থেকে প্রবীণ;সব বয়সের মানুষ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। রঙিন সাজসজ্জা ও ধর্মীয় আবহে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে এলাকা। বাঙালি হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে গন্ধেশ্বরী পূজা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। গন্ধেশ্বরী দেবীকে আদ্যাশক্তি দুর্গারই এক বিশেষ রূপ বলে মানা হয়। দেবীর রূপ অনেকটা জগদ্ধাত্রী দেবীর মতো।

তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, ধনুর্বাণ ও অন্যান্য ঐশ্বরিক চিহ্ন শোভা পায়। গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের কূলদেবী হিসেবে গন্ধেশ্বরী দেবীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এই সম্প্রদায়ের মানুষ মূলত সুগন্ধি দ্রব্য, প্রসাধনী, ধূপ, মশলা ও বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তাই এই বিশেষ দিনে ব্যবসায়ীরা তাঁদের হিসেবের খাতা, দাঁড়িপাল্লা, ওজন মাপার যন্ত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী দেবীর সামনে সাজিয়ে রাখেন। দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে সারা বছরের ব্যবসার উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। মানবাজার গন্ধেশ্বরী পূজা কমিটির উদ্যোক্তারা জানান, শহর এলাকায় একটি মাত্র গন্ধেশ্বরী মন্দির রয়েছে। এই পূজা ও মেলা কমিটির সঙ্গে প্রায় ১৭০টি পরিবার যুক্ত রয়েছে। সকলের সহযোগিতাতেই প্রতিবছর এই উৎসব সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় আচার, ভক্তি এবং সামাজিক মিলনের মধ্য দিয়ে মানবাজারের গন্ধেশ্বরী পূজা এ বছরও মানুষের মনে বিশেষ জায়গা করে নিল।

জঙ্গলমহলে চোলাই মদের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান, নষ্ট ৯০০ লিটার উপকরণ

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ জঙ্গলমহলে চোলাই মদের কারবার রুখতে বড়সড় অভিযান চালাল বরাবাজার সার্কেল আবগারি দপ্তর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার একাধিক এলাকায় একযোগে তল্লাশি চালানো হয়। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ তৈরির উপকরণ উদ্ধার ও নষ্ট করা হয়েছে। আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বান্দোয়ান থানার অষ্ঠাগড়া, ব্রাহ্মনগড়া, সালিডি, পচাপানি, মৃগীচামী এবং কাড়রু এলাকায় অভিযান চালানো হয়। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বেআইনি মদ তৈরির একাধিক আস্তানা চিহ্নিত করা হয়। অভিযানে প্রায় ৯০০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ নষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি ৫৫ লিটার তৈরি চোলাই মদও ধ্বংস করা হয়। এছাড়া মদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত পাঁচটি অ্যালুমিনিয়ামের বড় হাঁড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে আবগারি দপ্তর। অধিকারিকদের দাবি, এই ধরনের

বেআইনি মদের কারবার এলাকায় সামাজিক সমস্যা তৈরি করছে। বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যের ঝুঁকিও বাড়ছে। তাই নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে এমন কারবারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও এই অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই কিছু এলাকায় গোপনে চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রি হচ্ছিল। প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকায় সেই কারবারে ধাক্কা লাগবে বলে আশা করা হচ্ছে। আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান চলবে। জঙ্গলমহল এলাকায় বেআইনি মদ তৈরির কারবার সম্পূর্ণ বন্ধ করাই তাদের লক্ষ্য। শুক্রবারের এই বড়সড় অভিযানের পর এলাকায় চোলাই মদের ব্যবসা অনেকটাই কমবে বলেই মনে করছে প্রশাসন।

কালবৈশাখীর ধাক্কায় ইন্দাসে ডুবল ধানখেত, বিপাকে চাষিরা

রাখি গরাই, নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ কালবৈশাখীর ঝড় ও প্রবল বৃষ্টির জেরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়লেন বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের বিরাশিমূল এলাকার ধানচাষীরা। বুধবার রাতের ঝড়-বৃষ্টির পর একাধিক মাঠে জল জমে যায়। তার ফলে প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমির পাকা ধান জলের তলায় চলে গেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এই সময়ে ধান কাটার মরশুম চলছিল। অনেক কৃষক ইতিমধ্যেই ফসল ঘরে তোলার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কেউ কেউ হারভেস্টার বুকিং করেছিলেন, আবার কেউ শ্রমিক ঠিক করেছিলেন। কিন্তু আচমকা ঝড়-বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা বদলে যায়। জমিতে হাঁটু সমান জল জমে যাওয়ায় ধান কাটতে বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় কৃষকদের বক্তব্য, জলে ডুবে থাকার কারণে ধানের মান দ্রুত খারাপ হয়ে যায়। ধান কালো হয়ে যাওয়া, ভিজে যাওয়া ও পচনের আশঙ্কা বাড়ছে। ফলে বাজারে ধানের ন্যায্য দাম পাওয়া কঠিন হবে। এতে চাষিদের লোকসান আরও বাড়বে। সাঁকরুল এলাকার কৃষক আব্দুল আলিম জানান, ঝড়-বৃষ্টির ফলে তাঁরা বড় ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এখনও পর্যন্ত এক কাটাও ধান বাড়িতে তুলতে পারেননি। এখন অতিরিক্ত টাকা খরচ করে হারভেস্টার মেশিন দিয়ে ধান কাটতে হবে। অন্যদিকে বিরাশিমূল গ্রামের কৃষক দিলীপ নাগ বলেন, জলের নিচে পড়ে থাকায় ধানের গুণমান নষ্ট হবে। অনেক ধান মাঠেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বাজারে কম দামে ধান বিক্রি করতে হলে বড়সড় আর্থিক ক্ষতি হবে। এলাকার কৃষকদের দাবি, প্রশাসন দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করে সরকারি সহায়তা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুক। কালবৈশাখীর এই ধাক্কায় চাষিদের কপালে এখন গভীর চিন্তার ভাঁজ।

ঝড়ের তাণ্ডবে বাড়ির উপর ভেঙে পড়ল ২০০ বছরের বটগাছ, অল্পের জন্য রক্ষা পরিবার

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ প্রবল ঝড়ের দাপটে বাড়ির উপর ভেঙে পড়ল প্রায় দু'শো বছরের পুরনো একটি বিশাল বটগাছ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে পুরুলিয়ার মানবাজার থানার চড়কি গ্রামে। বুধবার বিকেলের দিকে হঠাৎ শুরু হওয়া প্রবল ঝড় ও দমকা হাওয়ার জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। গ্রামবাসীদের দাবি, বহু বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল বটগাছটি আচমকাই হুড়মুড়িয়ে পাশের একটি বাড়ির উপর ভেঙে পড়ে। সেই সময় বাড়ির ভিতরে পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আচমকা বিকট শব্দে সবাই আতঙ্কিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। অল্পের জন্য বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। গাছটি পড়ে যাওয়ার ফলে চড়কি-সামদা রাস্তা সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। রাস্তার দু'পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঘটনার পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

পরিস্থিতির চাপে গ্রামের মানুষ নিজেরাই কুড়াল, করাত ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে গাছ কাটার কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে রাস্তা পরিষ্কারের চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, বাড়ির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিপাকে পড়েছে পরিবারটি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত আর্থিক সহায়তা ও পুনর্গঠনের দাবি জানিয়েছেন।

ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালেও বড়সড় প্রাণহানির ঘটনা না ঘটায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন গ্রামবাসীরা।

রক্ত সংকটে পাশে নবীনাবাগ দিগন্ত ক্লাব, শিবিরে রক্ত দিলেন ৪৭ জন

নয়া জামানা , মেদিনীপুর ঃ গ্রীষ্মকাল এলেই রাজ্যজুড়ে দেখা দেয় রক্তের সংকট। তার উপর নির্বাচনী ব্যস্ততার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে রক্তদান শিবির তুলনামূলক কম হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে মানবিক উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এলো মেদিনীপুর শহরের নবীনাবাগ দিগন্ত ক্লাব। শুক্রবার মেদিনীপুর শহরের অবসর উদ্যানে ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। সেখানে নারী ও পুরুষ মিলিয়ে মোট ৪৭ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত সংগ্রহ করে মেদিনীপুর ব্লাড সেন্টার কর্তৃপক্ষ। শিবিরকে সফল করতে সকাল থেকেই ক্লাব সদস্যরা নানা প্রস্তুতি নেন। রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে ও শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর সৌরভ বসু, সমাজকর্মী অনয় মাইতি, রক্তদান আন্দোলনের কর্মী শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া, ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের নেতৃত্ব অসীম ধর, প্রাক্তন প্রধান

শিক্ষক নারায়ন প্রসাদ চৌধুরী, শিক্ষিকা পাপিয়া চৌধুরী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। ক্লাবের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সমীর বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক কর্ণ দাস ও অজয় দাস, ক্লাব কর্মকর্তা সুরজিৎ চৌধুরী সহ অন্যান্য সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা। শিবির পরিচালনায় বিশেষ সহযোগিতা করেন ব্লাড ডোনার্স ফোরামের কর্মকর্তারা। আয়োজকদের পক্ষে সুরজিৎ চৌধুরী জানান, শিবির সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি সকল রক্তদাতা, অতিথি ও শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় একটি করে চারাগাছ। মানবিকতার এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় প্রশংসার সুর শোনা গিয়েছে।

দুদিন বিদ্যুৎ নেই, মিষ্টি-গোলাপ দিয়ে নন্দনপুরে অভিনব প্রতিবাদ

রাখি গরাই,নয়া জামানা,খাতড়া ঃ টানা দুদিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত থাকায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের জামগাড়ী, বাঁকদহ-সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। অন্ধকারে কাটছে দিন-রাত, ব্যাহত হচ্ছে দৈনন্দিন কাজকর্ম। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে শুক্রবার নন্দনপুর সাব-স্টেশনে বিক্ষোভে সামিল হন গ্রামবাসীরা। তবে প্রতিবাদের ধরন ছিল একেবারেই অভিনব। বিক্ষোভকারীরা কর্মরত বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীদের হাতে তুলে দেন মিষ্টির প্যাকেট ও গোলাপ ফুল। এমন দৃশ্য দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যান।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য, গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় কোনও রকম বিদ্যুৎ খরচই হয়নি। তাই প্রতীকীভাবে অপচয় করানোরদ জন্য বিদ্যুৎ কর্মীদের ধন্যবাদ জানাতেই এই অভিনব কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত দুদিনে বিকেলের দিকে ঝড়-বৃষ্টি হলেও বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। তবুও কেন এত দীর্ঘ সময় পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জল তোলা, মোবাইল চার্জ, পড়াশোনা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং গৃহস্থালির কাজকর্মে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়েছে। বিক্ষোভের খ বর পেয়ে কিছু সময় পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মেজিয়া থানার পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ দফতর, প্রশাসন ও গ্রামবাসীদের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সেখানে দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার আশ্বাস দেওয়া হলে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ তুলে নেন। যদিও এই বিষয়ে বিদ্যুৎ দফতরের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। তবে এলাকাবাসীদের আশা, দ্রুত সমস্যার সমাধান করে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ পরিষেবা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

বাঁকুড়ার স্ট্রং রুমে কড়া নিরাপত্তা, পরিদর্শনে সন্তুষ্ট কমিশনার মনোজ আগরওয়াল

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হতেই এখন সবার নজর স্ট্রং রুমের নিরাপত্তার দিকে। ভোটে ব্যবহৃত ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিন সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না, তা খ তিয়ে দেখতে শুক্রবার বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি চত্বরে স্থিত স্ট্রং রুম পরিদর্শনে এলেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি মনোজ আগরওয়াল। এদিন তিনি স্ট্রং রুমের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন এবং উপস্থিত জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। নিরাপত্তা বলয়, সিলিং ব্যবস্থা, প্রবেশ ও বেরোনোর নিয়ম, নজরদারি ব্যবস্থা সহ একাধিক বিষয় খুঁটিয়ে দেখা হয়। পরিদর্শন শেষে মনোজ আগরওয়াল জানান, বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটির স্ট্রং রুমে ইভিএম সুরক্ষায় কোনও খামতি রাখ া হয়নি।

সমস্ত স্ট্রং রুম যথাযথ নিয়ম মেনে সিল করা রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, এখানে ত্রি-স্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। একেবারে ভিতরের স্তরে মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী (ঙ্খঙ্ঞ্চচ)। তার বাইরে রয়েছে রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা বলয়। পাশাপাশি স্ট্রং রুম চত্বরজুড়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। শুধু বাহিনী নয়, প্রযুক্তির সাহায্যেও কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। স্ট্রং রুমের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ২৪ ঘণ্টা ধরে সেই ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চলছে বলে জানান কমিশনের প্রতিনিধি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে মনোজ আগরওয়াল বলেন, স্ট্রং রুম সম্পূর্ণ নিরাপদ। কোনও রকম ত্রুটি বা গাফিলতির সুযোগ নেই। কমিশনের এই আশ্বাসে স্বস্তি পেয়েছেন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা, পাশাপাশি সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও আস্থা বেড়েছে।

নর্দমার জল রাস্তায়, ক্ষোভে মানবাজারে পথ অবরোধ বাসিন্দাদের

নয়া জামানা, মানবাজার ঃ রাস্তাজুড়ে নর্দমার জল, চারদিকে দুর্গন্ধ আর যাতায়াতে চরম ভোগান্তি। দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মানবাজারের পোদ্দারপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। ড্রেন পরিষ্কারের দাবিতে শনিবার মানবাজার-বরাবাজার রাজ্য সড়কে পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা।

এদিন সকাল থেকে এলাকার বহু মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই ড্রেনের নোংরা জল ও আবর্জনা রাস্তায় উঠে আসে। ফলে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা কঠিন

হয়ে পড়ে। দুর্গন্ধে এলাকার পরিবেশও দূষিত হচ্ছে। পথ অবরোধের জেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজ্য সড়কে যানজট তৈরি হয়। বাস, ছোট গাড়ি, মোটরবাইক সহ বহু যানবাহন আটকে পড়ে। যাত্রীদেরও সমস্যায় পড়তে হয়। খ বর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বহুবার গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানানো হলেও স্থায়ী কোনও সমাধান হয়নি। বর্ষার আগে ড্রেন পরিষ্কার ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির দাবিতে তাঁরা বাধ্য হয়ে আন্দোলনের পথে নেমেছেন। পরবর্তীকালে পুলিশ ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে এসে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। দ্রুত সমস্যার সমাধান ও ড্রেন পরিষ্কারের আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয়রা। এরপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শেখর দত্ত জানান, কয়েকদিন আগেই ওই এলাকার ড্রেন পরিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু অনেক সময় প্লাস্টিক ও আবর্জনা পড়ে ড্রেন আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। খুব শিগগিরই ফের ড্রেন পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হবে।

আইসিএসই-তে মেদিনীপুরের ঋতব্রতের ঝলক, ৯৯.৬%-এ সম্ভাব্য দেশসেরা তালিকায়

ভরত বেরা, নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরের ছাত্র ঋতব্রত দাসের অসাধারণ সাফল্যে গর্বিত গোটা জেলা। কাউন্সিল ফর দ্যা ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশন্স পরিচালিত এবারের আইসিএসই পরীক্ষায় ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪৯৮ পেয়ে ৯৯.৬ শতাংশ নম্বর অর্জন করেছে সে। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ঋতব্রত সম্ভাব্য সর্বভারতীয় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে বলে জানা গিয়েছে। মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর শিশু নিকেতনের এই কৃতী ছাত্রের ফলাফল প্রায় নিখুঁত। অঙ্ক, কম্পিউটার, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস-ভূগোল;এই চারটি বিষয়ে সে পেয়েছে পূর্ণ নম্বর ১০০। ইংরেজিতে তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৮।

এমন দুর্দান্ত ফলাফলে খুশির হাওয়া বইছে পরিবার, স্কুল এবং শহরজুড়ে। ঋতব্রত জানায়, নিয়মিত পড়াশোনা এবং পাঠ্যবই ভালোভাবে বুঝে পড়াই তার সাফল্যের আসল চাবিকাঠি। নির্দিষ্ট সময় বেঁধে না পড়লেও প্রতিদিন গড়ে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পড়াশোনা করেছে সে। শুধু বই মুখস্থ নয়, প্রতিটি বিষয় গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেছে বলেও জানায় এই কৃতী ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি অবসর সময়ে গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে ঋতব্রত। পরিবারের সদস্যরাও সবসময় তাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। তার বাবা চিনাংশুক দাস খয়রুল্লা চক নেতাজি বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক এবং মা অপর্না দাস গৃহবধূ। মেদিনীপুর শহরের স্কুল বাজার এলাকাতেই তাদের বসবাস। ভবিষ্যতে দেশের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আইআইটি বা আইএসআই-তে পড়াশোনা করার ইচ্ছে রয়েছে ঋতব্রতের। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখছে সে। ঋতব্রতের এই সাফল্যে শুভেচ্ছার বন্যা নেমেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহপাঠী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

ট্যাংকারে ধাক্কা মুরগি বোঝাই পিক-আপ, ১০ টাকায় বিক্রি ঘিরে ভোরে হুড়োহুড়ি

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের দ্বারিকাপুর এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাংকারের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে মুরগি বোঝাই একটি পিক-আপ ভ্যান। দুর্ঘটনার পর রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে শতাধিক ব্রয়লার মুরগি, যার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্যরাতে দ্রুত গতিতে আসা পিক-আপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাংকারের পিছনে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পিক-আপে থাকা বহু মুরগির মৃত্যু হয় এবং অনেক মুরগি

রাস্তায় ছিটকে পড়ে। তবে স্বস্তির খ বর, দুর্ঘটনায় চালক ও খালাসি প্রাণে বেঁচে যান। ঘটনার পর ভোর হতেই এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃত ও আহত মুরগি সংগ্রহ করতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ১০ টাকা দরে মুরগি বিক্রি শুরু হয় বলে জানা গিয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্রেতাদের দীর্ঘ লাইন পড়ে যায় এলাকায়। কম দামে মুরগি কিনতে বহু মানুষ ভিড় করেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কর্মীরা এবং ডেবরা থানার পুলিশ। তারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত পিক-আপ ভ্যান সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ শুরু করে। কিছু সময় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এই অদ্ভুত ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় সকাল থেকেই চর্চা শুরু হয়। জাতীয় সড়কের দুর্ঘটনা এবং তারপর ১০ টাকার মুরগি বিক্রি;দুই মিলিয়ে ডেবরায় ব্যাপক কৌতূহল ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

দৈনিক নয়া জামানা পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-05-2026 03:25 Page 10

ফলতার বঙ্গনগরে ফের বিক্ষোভ,

গ্রেপ্তার দাবিতে সকাল থেকেই উত্তেজনা

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ সকাল হতেই আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভার বঙ্গনগর এলাকা। তৃণমূল কংগ্রেসের বঙ্গনগর অঞ্চলের সভাপতি ইসরাফিল চকদারের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ঘটনায় সকাল থেকেই এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গতকাল পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইসরাফিল চকদারকে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। সেই কারণেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা আজ সকাল থেকে আন্দোলনে সামিল হন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ইসরাফিল চকদার এলাকার বহু মানুষকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছেন। অভিযোগ, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, ৪ তারিখের পর ঘরছাড়া করে দেওয়ার মতো ভয় দেখানো হচ্ছে।

এই অভিযোগের জেরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, একাধিকবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি নাকি লাগাতার হুমকি দিয়ে চলেছেন। সেই কারণেই আজকের এই বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জও করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ফলতা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার জেরে বঙ্গনগর এলাকায় এখনও থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

মগরাহাট-ডায়মন্ড হারবারে ১৫ বুথে ফের ভোট, লম্বা

লাইন-বিক্ষোভ-ইভিএম গোলমালের মাঝেও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন

গোপাল শীল ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিম ও ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রে আজ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ১৫টি বুথে পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। সকাল সাতটা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হতেই বিভিন্ন বুথে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। ভোর থেকেই বহু মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার অপেক্ষা করেন। পুনর্নির্বাচন ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ যেমন ছিল, তেমনই ছিল চাপা উত্তেজনাও।

মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৬, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৪২, ২৩০, ২৩১ ও ২৩২ নম্বর বুথে ভোটগ্রহণ হয়। অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের ১১৭, ১৭৯, ১৯৪ ও ২৪৩ নম্বর বুথেও পুনরায় ভোট নেওয়া হয়। প্রতিটি বুথেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কড়া। কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের তৎপরতা নজরে পড়ে। তবে দিনের শুরুতেই একটি বুথে ইভিএম বিকল হয়ে যায়। ফলে প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। এতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটারদের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষ দেখা দেয়। পরে নির্বাচন কর্মীরা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে নতুন মেশিন চালু করলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এদিন একটি বুথে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক মা ও মেয়েকে ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে ঘিরে স্থানীয়ভাবে বিক্ষোভ শুরু হয়।

কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে তাঁদের ভোটদানের ব্যবস্থা করা হয় বলে জানা গিয়েছে। রাজনৈতিক আবহও ছিল সরগরম। মগরাহাটের একটি বুথে বিজেপি প্রার্থী গৌর সুন্দর ঘোষ পৌঁছালে তজয় বাংলাদ স্লোগান শোনা যায়। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়। ভোট প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে অবজারভারদেরও একাধিক বুথে ঘুরে দেখতে দেখা যায়। বিশেষ করে ১৪৩ নম্বর বুথে গিয়ে তারা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন। ভোটারদের অভিজ্ঞতা শোনেন এবং প্রিসাইডিং অফিসারসহ নির্বাচন কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। অনেক জায়গায় অবজারভারদের হেঁটে বুথ পরিদর্শন করতে দেখা যায়। ভোটারদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভও ছিল স্পষ্ট। ২৯ তারিখের ভোটের পর কর্মসূত্রে অনেকে এলাকা ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছিলেন। আবার সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিতে সবজি চাষে বড় ক্ষতি হয়েছে। সেই অবস্থায় ফের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন অনেকে। সব মিলিয়ে কিছু বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভ, ইভিএম বিভ্রাট এবং চাপা উত্তেজনার মধ্যেও প্রশাসনের দাবি, পুনর্নির্বাচন মোটের ওপর শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। এখন সবার নজর গণনার দিনের দিকে।

১২৭ নম্বর বুথে হইচই, তৃণমূল ক্যাম্প

ভাঙচুর অভিযোগে দেউলায় চরম উত্তেজনা

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের দেউলা এলাকার নাজরা মণ্ডলপাড়া ১২৭ নম্বর বুথে ভোটের দিন হঠাৎই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল কংগ্রেসের অস্থায়ী ক্যাম্প অফিসে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। স্থানীয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের দাবি, কোনও রকম উস্কানি বা গোলমাল ছাড়াই আচমকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর কয়েকজন জওয়ান ক্যাম্প অফিসে ঢুকে পড়েন। এরপর চেয়ার, টেবিল-সহ একাধিক সামগ্রী ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার পরই তৃণমূল কর্মীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন তাঁরা। অভিযোগ, ভোটের পরিবেশে ভয় তৈরি করতে এবং ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতেই এই ধরনের পদক্ষেপ করা হয়েছে। বিক্ষোভের জেরে কিছু সময়ের জন্য বুথ সংলগ্ন এলাকায় উত্তেজনা বাড়ে। সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের তরফে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চাপানউতোর। ভোটের দিনে এমন অভিযোগ সামনে আসায় বিষয়টি ঘিরে চর্চা তুঙ্গে। যদিও পরে ভোটগ্রহণ স্বাভাবিকভাবেই চলেছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। দেউলার ১২৭ নম্বর বুথের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে রাজনৈতিক তরজা আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

ঝড়ের বলি দশম শ্রেণির ছাত্রী অঙ্কিতা, সাইকেলে

বাড়ি ফেরার পথে গাছ চাপা পড়ে মৃত্যু

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর। মৃতার নাম অঙ্কিতা কয়াল (১৫)। টিউশন সেরে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে গাছ ভেঙে পড়ে তার মৃত্যু হয়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। জানা গিয়েছে, অঙ্কিতা পারুলিয়া হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী।

বাড়ি জঙ্গলপাড়া এলাকায়। পড়াশোনায় ভালো ও শান্ত স্বভাবের মেয়ে হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিল সে। প্রতিদিনের মতোই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আব্দালপুর গ্রামে টিউশন পড়তে গিয়েছিল অঙ্কিতা। টিউশন শেষে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সাইকেলে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সে। সেই সময় আকাশ মেঘলা ছিল। কিছুক্ষণ পর আচমকাই শুরু হয় ঝোড়ো হাওয়া ও প্রবল বৃষ্টি। আবহাওয়া খারাপ হতে থাকায় তার সঙ্গীরা রাস্তার ধারে নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার তাড়া থাকায় অঙ্কিতা একাই এগিয়ে যায়। কিছুদূর যাওয়ার পরই ঝড়ের দাপটে রাস্তার ধারে থাকা একটি বড় নারকেল গাছ ভেঙে তার উপর পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে সাইকেল-সহ গাছের নীচে চাপা পড়ে যায় সে। স্থানীয় মানুষ দ্রুত ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা অঙ্কিতাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। এলাকায় নেমে আসে শোকের পরিবেশ। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তার ধারে বহু পুরনো ও দুর্বল গাছ বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগে ব্যবস্থা নিলে এমন দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। অঙ্কিতার অকাল মৃত্যুতে স্তব্ধ পরিবার, প্রতিবেশী ও স্কুলের সহপাঠীরা।

ঝড়-বৃষ্টিতে পাকা ধানে ধাক্কা,

মাথায় হাত মিনাখাঁর কৃষকদের

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ টানা দু'দিনের ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ এলাকার কৃষকরা। মাঠে পাকা ধান নষ্ট হওয়ায় চাষিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। অনেকেই জমি লিজ নিয়ে চাষ করেছিলেন, কেউ আবার ধারদেনা করে ধান চাষে টাকা লগ্নি করেছিলেন। ধান বিক্রি করে সেই ঋণ শোধের আশা ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেই আশা এখন অনিশ্চিত। মিনাখাঁর বিভিন্ন গ্রামে দেখা গিয়েছে, কোথাও ধান কেটে মাঠে রাখা ছিল, আবার কোথাও ধান কাটার জন্য একেবারে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় ঝড় ও প্রবল বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে পাকা ধানের। যে ধান কেটে জমিতে রাখা ছিল, তা পুরো ভিজে গিয়েছে। ফলে সেই ধান থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এতে বাজারে ভালো দাম পাওয়া কঠিন হবে বলে মনে করছেন কৃষকরা। অন্যদিকে, যেসব ধান এখনও জমিতে দাঁড়িয়ে ছিল, সেগুলিও ঝড়ের দাপটে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। অনেক জমিতে জল জমে থাকায় ধান জলের তলায় চলে গিয়েছে। কৃষকদের কথায়, এক কথায় বলতে গেলে তপাকা ধানে মইদ। বছরের পরিশ্রম চোখের সামনে নষ্ট হতে দেখে হতাশ তারা। এখন কীভাবে সংসার চলবে, কীভাবে ধার শোধ হবে, তা ভেবে দিশেহারা কৃষক পরিবারগুলি। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দাবি, প্রশাসন দ্রুত মাঠ পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করে উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা দিক। সরকারের সাহায্য ছাড়া এই ক্ষতি সামাল দেওয়া কঠিন বলেই মনে করছেন তাঁরা।

ভোটের গরমে সুন্দরবনে সবুজ লড়াই,

বাঁধ বাঁচাতে মাঠে 'মুক্তি' সংস্থা

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ রাজ্যজুড়ে যখন ভোটের উত্তেজনা চরমে, তখন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় চলছে অন্য এক জরুরি লড়াই। লক্ষ্য ভোট নয়, লক্ষ্য নদী বাঁধ রক্ষা, ভাঙন ঠেকানো এবং গ্রাম বাঁচানো। সেই কাজেই নিরলসভাবে মাঠে নেমেছে 'মুক্তি' সংস্থা। রায়দিঘি বিধানসভার নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শ্রীধরপুর এলাকায় এই উদ্যোগ নতুন করে নজর কাড়ছে। কয়েক বছর আগে সমাজসেবী শংকর হালদারের উদ্যোগে গড়ে ওঠে এই সংস্থা। স্থানীয় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে পরিবেশ রক্ষা ও গ্রাম উন্নয়নের কাজ শুরু করে 'মুক্তি'। অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্থাটি সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে বৃহত্তর পরিসরে নদী বাঁধ রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণে কাজ করছে তারা।

শিক্ষিত হয়েও গ্রাম ছেড়ে বাইরে না গিয়ে নিজের জন্মভূমিতেই থেকে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন শংকর হালদার। তাঁর নেতৃত্বে এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে শুরু হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। নদীর ধার ও বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় লাগানো হচ্ছে ম্যানগ্রোভ গাছ। এই গাছের শিকড় মাটি শক্ত করে ধরে রাখে, ফলে নদীভাঙন কমে এবং বাঁধও মজবুত থাকে। সংস্থার দাবি, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ও নদীর স্রোতের ধাক্কা সামলাতে ম্যানগ্রোভ অত্যন্ত কার্যকর প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ। তাই শুধু গাছ লাগানো নয়, স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতন করতেও নিয়মিত প্রচার চালানো হচ্ছে। মানুষকে বোঝানো হচ্ছে, পরিবেশ রক্ষা মানেই নিজের ঘরবাড়ি ও ভবিষ্যৎ রক্ষা। নির্বাচনী ব্যস্ততার মাঝেও 'মুক্তি' সংস্থার কর্মীরা সুন্দরবনের নানা প্রান্তে সক্রিয়ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের বক্তব্য, রাজনীতি পরে, আগে মানুষ ও প্রকৃতি। বর্ষার আগে বাঁধ শক্ত না করলে আবারও বিপদের মুখে পড়তে পারে বহু গ্রাম। সুন্দরবনে তাই ভোটের আবহের মধ্যেও চলছে সবুজ বাঁচানোর সংগ্রাম।

দুলদুলিতে এজেন্ট বসানো ঘিরে

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, আহত কয়েকজন

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগণা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জের দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৬ নম্বর বুথ এলাকায় ভোটকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। পুটিয়া মঠবাড়ি কাকপাড়া এলাকায় রাতের অন্ধকারে তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, বুথে এজেন্ট বসানোকে কেন্দ্র করেই দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরে সেই বচসা হাতাহাতি ও মারামারির রূপ নেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংঘর্ষে দুই পক্ষ মিলিয়ে অন্তত দুই থেকে তিনজন আহত হন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে স্যান্ডেলবিল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ টহলও বাড়ানো হয়েছে। এ বিষয়ে হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি শহীদুল্লাহ গাজী বলেন, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। কিছু সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। তিনি দাবি করেন, মানুষ ভোটে তার জবাব দেবে এবং প্রশাসন নিরপেক্ষ তদন্ত করুক। অন্যদিকে বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস অভিযোগ করেন, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে। তারা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চেয়েছিলেন, কিন্তু তা নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে বলে দাবি তাঁর। তিনি প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

লাইভ স্ক্রিনে নজর, স্ট্রং রুম

ঘিরে তৎপরতা বসিরহাটে

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আগামী ৪ মে ফল ঘোষণা ঘিরে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমায় বাড়ছে উত্তেজনা। বসিরহাট মহকুমার ৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের ১৪০ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন মোট ১৭ লক্ষ ৬ হাজার ৯০৩ জন ভোটার। সেই কারণে স্ট্রং রুম ও গণনা কেন্দ্র ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বসিরহাট হাই স্কুল এবং ভ্যাবলা পলিটেকনিক কলেজে তৈরি হয়েছে কাউন্টিং সেন্টার। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ ও আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছে তিনস্তরীয় নিরাপত্তায়। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের তরফে সিসিটিভি ক্যামেরায় ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চলছে। বাইরে বসানো হয়েছে লাইভ স্ক্রিন, যেখানে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সারাক্ষণ নজর রাখছেন। তবে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি বিধানসভার সিসিটিভি স্ক্রিনে সময় না দেখানো নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা। বসিরহাট উত্তর কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী মুসা কারিমুল্লাহ অভিযোগ জানান নির্বাচন কমিশনের কাছে। তৃণমূল নেতা কাজু বিশ্বাস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলের প্রতিনিধিরাও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরে সিসিটিভির সময় সংক্রান্ত সমস্যা ঠিক করে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। এখন শাসক ও বিরোধী; সব রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকের চোখ লাইভ মনিটরের দিকে। গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে তারা দিনরাত নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন বলে দাবি করেছেন বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা। যদিও এই ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্ব প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ফল ঘোষণার আগে বসিরহাটে তাই স্ট্রং রুম ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে।

কয়েক মিনিটের ঝড়ে তছনছ সিতুলিয়া,

অন্ধকারে সন্দেশখালির একাধিক এলাকা

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ মাত্র কয়েক মিনিটের ঝড় ও বৃষ্টিতেই লন্ডভন্ড হয়ে গেল উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির সিতুলিয়া এলাকা। হঠাৎ বিকেলের দিকে কালো মেঘ জমে প্রবল ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়। তার সঙ্গে নামে বৃষ্টি। অল্প সময়ের এই দুর্যোগেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ছবি সামনে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝড়ের দাপটে একাধিক বড় গাছ উপড়ে পড়ে যায়। কিছু গাছ বাড়ির উপরে ভেঙে পড়ে, ফলে বেশ কয়েকটি কাঁচা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক পরিবারের ঘরের চাল উড়ে গেছে, কোথাও আবার দেওয়াল ফেটে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা। এছাড়াও বহু গাছ রাস্তার উপর পড়ে যাওয়ায় সিতুলিয়া এলাকার একাধিক রাস্তা সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। যাতায়াতে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। ঝড়ের জেরে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায় এবং কয়েকটি বৈদ্যুতিক খুঁটি হেলে পড়ে বলে অভিযোগ। ফলে সিতুলিয়া-সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর থেকে অন্ধকারে কাটাতে হচ্ছে বহু পরিবারকে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা হোক এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাহায্য দেওয়া হোক। প্রশাসনের কর্মীরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন বলে জানা গিয়েছে। রাস্তা থেকে গাছ সরানো ও বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরানোর কাজও শুরু হয়েছে। কয়েক মিনিটের ঝড় যে এত বড় ক্ষতি করতে পারে, তা বুঝে এখনও আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার মানুষ।

ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হিঙ্গলগঞ্জ ! গাছ ভেঙে

দু'টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, মৃত গবাদি পশু

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বিসপুর পঞ্চায়েতের পুবের ঘেরি এলাকায় গতকালের ঝড়-বৃষ্টিতে বড়সড় ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। প্রবল ঝড়ের দাপটে বিশাল গাছ ভেঙে পড়ে গ্রামের দুই বাসিন্দা লক্ষণ সরকার ও শত্রুগণ সরকারের বাড়ির উপর। মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে যায় একটি কাঁচা বাড়ি এবং একটি মাটির বাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হতেই দুই পরিবারই বিপদের আশঙ্কা বুঝতে পেরে দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেই কারণেই বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। তবে বাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। শত্রুগণ সরকারের বাড়িতে গাছ চাপা পড়ে একটি গরুর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও আরও একটি গরু ও কয়েকটি ছাগল আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে লক্ষণ সরকারের বাড়িতেও গাছ পড়ে একটি গরু মারা যায়। বেশ কয়েকটি গরু ও ছাগল গুরুতর জখম হয়েছে। আজ সকালে এলাকাবাসীরা ভাঙা বাড়ি ও ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সরানোর কাজে হাত লাগান। ক্ষতিগ্রস্ত দুই পরিবার বর্তমানে চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মাথার উপর ছাদ নেই, গবাদি পশুরও বড় ক্ষতি হয়েছে। প্রশাসনের তরফে দ্রুত আর্থিক সহায়তা ও ত্রাণের দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি। এলাকাবাসীরাও সরকারের কাছে দ্রুত সাহায্যের আবেদন করেছেন।

১১
৩ মে ২০২৬

হরেকরকম

নয়া জামানা

১ থেকে ৮ মে ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

কিভাবে আত্মবিশ্বাসী হবেন ?

নয়া জামানা ঃ আত্মবিশ্বাস জন্মগত নয়, এটি মূলত অভ্যাস এবং সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়। যদিও কিছু জেনেটিক এবং প্রাথমিক জীবনের অভিজ্ঞতা এতে প্রভাব ফেলতে পারে, তবে এটি একটি অর্জনযোগ্য দক্ষতা যা চর্চার মাধ্যমে বাড়ানো যায়।জীবনে সফল হতে হলে আত্মবিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মবিশ্বাস থাকলে মানুষ নিজের ক্ষমতার উপর ভরসা রাখতে পারে এবং যে কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সাহস পায়। অনেক সময় ব্যর্থতা, সমালোচনা বা ভয়ের কারণে মানুষের আত্মবিশ্বাস কমে যায়। তবে কিছু সহজ অভ্যাস মেনে চললে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো সম্ভব।

প্রথমত, নিজেকে ইতিবাচকভাবে ভাবতে শিখতে হবে। সব সময় তআমি পারব নাদ বা তআমার দ্বারা হবে নাদ এই ধরনের চিন্তা করলে আত্মবিশ্বাস আরও কমে যায়। তার বদলে নিজের ভালো দিকগুলো মনে করুন এবং নিজেকে বলুন যে আপনি চেষ্টা করলে অবশ্যই পারবেন।

দ্বিতীয়ত, নিজের লক্ষ্য ঠিক করা খুব জরুরি। বড় লক্ষ্য একসাথে অর্জন করতে গেলে অনেক সময় হতাশা আসে। তাই ছোট ছোট লক্ষ্য স্থির করুন এবং সেগুলো পূরণ করার চেষ্টা করুন। প্রতিটি ছোট সাফল্য আপনাকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

তৃতীয়ত, নতুন কিছু শেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। নতুন দক্ষতা বা জ্ঞান অর্জন করলে নিজের উপর বিশ্বাস বাড়ে। যেমন;নতুন ভাষা শেখা, বই পড়া বা কোনো সৃজনশীল কাজ করা আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে।চতুর্থত, নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া দরকার। নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম এবং স্বাস্থ্যকর খাবার মানসিক শক্তি বাড়ায়। যখন শরীর সুস্থ থাকে, তখন মনও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়।

পঞ্চমত, অন্যের সাথে তুলনা করা বন্ধ করুন। প্রত্যেক মানুষের ক্ষমতা ও পথ আলাদা। সব সময় অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করলে নিজের মূল্য কম মনে হয়। তাই নিজের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিন।সবশেষে, ভুলকে ভয় না পেয়ে তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। জীবনে ভুল হবেই, কিন্তু সেই ভুল থেকেই অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। মনে রাখতে হবে আত্মবিশ্বাস একদিনে তৈরি হয় না। ধীরে ধীরে ইতিবাচক চিন্তা, নিয়মিত চেষ্টা এবং নিজের উপর বিশ্বাস রাখার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। আত্মবিশ্বাসী মানুষই জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারে দৃঢ় মনোবল নিয়ে। গত ৫০ বছর ধরে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে আত্মসম্মান আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে শিক্ষক উভয়ই এই বিষয়টির উপর দ্বিগুণ জোর দিয়েছেন যে শিশুদের আত্মবিশ্বাস উন্নত করলে তারা কর্ম ক্ষেত্রেও উন্নতি লাভ করবে। যদিও বেশিরভাগ মানুষ আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মানকে একই শব্দের দুটি দিক মনে করেন। এবং খুব কমই আত্ম-কার্যকারিতা শব্দটিকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। এই তিনটি শব্দের অর্থ মনোবিজ্ঞানীদের কাছে ভিন্ন। সাইকোলজি ডিকশনারি অনলাইন আত্মবিশ্বাস বলতে বোঝায় কোন এক ব্যক্তির দক্ষতা ক্ষমতা ও বিচার বিবেচনার উপর আস্থা রাখা কে। আত্মবিশ্বাস আত্ম-কার্যকারিতার অনুরূপ কেননা, এটি ব্যক্তির ভবিষ্যতের কর্মদক্ষতার উপর মনোনিবেশ করে। আত্মসম্মান হল নিজস্ব সাফল্য, সুখ এবং সাফল্য অর্জনের যোগ্য বিশ্বাস। সংজ্ঞা গুলি এক হলেও এগুলি একাধিক মনস্তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরে।

মহিলাদের শরীরের সুস্থ

হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কত জেনে নিন

নয়া জামানা ঃ হিমোগ্লোবিন হল আপনার লোহিত রক্ত কণিকার প্রোটিন যা অক্সিজেন বহন করে।মেয়েদের শরীর সুস্থ রাখতে হিমোগ্লোবিন খুব গুরুত্বপূর্ণ।এই প্রোটিন, শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। তাই শরীরে হিমোগ্লোবিন কমে গেলে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের শরীরে হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ১২ থেকে ১৫.৫ গ্রাম প্রতি ডেসিলিটার ।

১২ গ্রা/ডি এল এর নিচে হলে তা অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতার লক্ষণ হতে পারে।১০,১১ গ্রা/ডি এল হলে হালকা অ্যানিমিয়া

৮,১০ গ্রা/ডি এল হলে মাঝারি অ্যানিমিয়া,৮ গ্রা/ডি এল এর নিচে হলে তা গুরুতর অ্যানিমিয়া হিসেবে ধরা হয়।মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিকের সময় রক্তক্ষরণের কারণে অনেক সময় হিমোগ্লোবিন কমে যেতে পারে।মেয়েদের শরীরে

হিমোগ্লোবিনের গুরুত্ব

১. অক্সিজেন সরবরাহ হিমোগ্লোবিন শরীরের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়।

২. শক্তি বজায় রাখা পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন থাকলে ক্লান্তি কম হয় এবং শরীর সক্রিয় থাকে।

৩. মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছাতে সাহায্য করে।

৪. গর্ভাবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিক থাকা মা ও শিশুর জন্য অত্যন্ত জরুরি।

৫. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রক্ত ভালো থাকলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাও ভালো থাকে।হিমোগ্লোবিন কমে গেলে খুব দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়া,মাথা ঘোরা,শ্বাসকষ্ট,ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া,চুল পড়া ও নখ দুর্বল হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর জন্য লোহা সমৃদ্ধ খাবার পালং শাক, বিট, ডাল, কিশমিশ, খেজুর প্রোটিন ডিম, মাছ, মাংস,ভিটামিন ঞ্চ লেবু, কমলা, আমলকি; ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় যোগ করুন।গুড় ও ছাতু রক্ত বাড়াতে অনেক উপকারী। তাই সারসংক্ষেপে বলা যায়, একজন মহিলার সুস্থ শরীরের জন্য ১২,১৫.৫ গ্রা/ডি এল হিমোগ্লোবিন থাকা সবচেয়ে আদর্শ। এর কম হলে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

হলুদ দাঁতের জন্য লজ্জায় পড়ছেন ? জেনে নিন

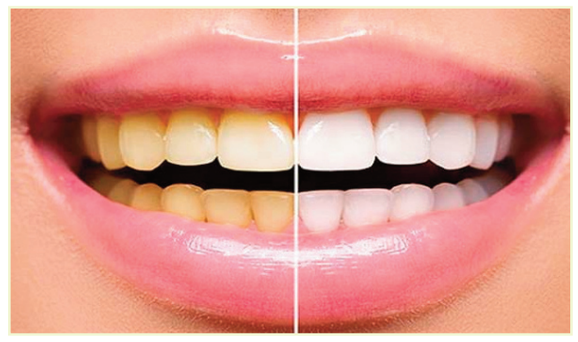

নয়া জামানা ঃ দাঁতের হলদে ভাব অনেকের জন্যই অস্বস্তিকর। এটি সাধারণত প্লাক জমা, চা,কফি, ধূমপান, অনিয়মিত ব্রাশ করা বা বয়সজনিত কারণে হয়। নিচে কার্যকর কিছু উপায় দেওয়া হলো;

১) নিয়মিত ও সঠিকভাবে ব্রাশ
প্রতিদিন অন্তত দুইবার ফ্লোরাইডযুক্ত টুথপেস্ট দিয়ে ২ মিনিট ধরে ব্রাশ করুন। নরম ব্রাশ ব্যবহার করুন এবং প্রতি ৩ মাসে ব্রাশ বদলান। ব্রাশ করার সময় জিহ্বাও পরিষ্কার করুন; এতে ব্যাকটেরিয়া কমে।

২) ফ্লস ও মাউথওয়াশ
দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা খাবারের কণা হলদে ভাব বাড়ায়। প্রতিদিন ডেন্টাল ফ্লস ব্যবহার করুন। অ্যালকোহল-মুক্ত অ্যান্টিসেপটিক মাউথওয়াশ ব্যবহার করলে মুখের দুর্গন্ধ ও প্লাক কমে।

৩) বেকিং সোডা (সতর্কভাবে)
সপ্তাহে ১,২ বার সামান্য বেকিং সোডা দিয়ে হালকা ব্রাশ করলে উপরিভাগের দাগ কিছুটা কমতে পারে। তবে অতিরিক্ত ব্যবহার এনামেল ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে;তাই সীমিত ব্যবহার জরুরি।

৪) তেল কুলি ([illegible])
নারিকেল তেল মুখে ১০,১৫ মিনিট কুলকুচি করে থুতু ফেলে দিন। নিয়মিত করলে ব্যাকটেরিয়া কমাতে সাহায্য করতে পারে। তবে এটি ব্রাশের বিকল্প নয়।

৫) দাগ সৃষ্টিকারী খাবার কমান
চা, কফি, কোলা, লাল ওয়াইন ও ধূমপান দাঁতে দাগ ফেলে। এসব গ্রহণের পর পানি দিয়ে কুলি করুন। স্ট্র ব্যবহার করলে সরাসরি দাঁতে দাগ কম পড়ে।

৬) পেশাদার স্কেলিং ও পলিশিং
সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে স্কেলিং করানো। বছরে অন্তত একবার স্কেলিং করলে টার্টার ও শক্ত দাগ দূর হয় এবং দাঁত স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে পায়।

৭) হোয়াইটেনিং ট্রিটমেন্ট
ডেন্টিস্টের পরামর্শে ব্লিচিং বা হোম-হোয়াইটেনিং কিট ব্যবহার করা যায়। এটি দ্রুত ফল দেয়, তবে সংবেদনশীল দাঁতে সতর্কতা প্রয়োজন।

অতিরিক্ত টিপস
ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার (দুধ, পনির) খান।
ফল ও সবজি (আপেল, গাজর) চিবোলে স্বাভাবিকভাবে দাঁত পরিষ্কার হয়।
ধূমপান ত্যাগ করুন।
যদি দাঁতের রং হঠাৎ বদলে যায় বা ব্যথা থাকে, তবে অবশ্যই ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিন। নিয়মিত যত্নই হলো সাদা ও উজ্জ্বল দাঁতের মূল রহস্য।তবে খেয়াল রাখতে হবে অতিরিক্ত লেবুর রস ও বেকিং সোডা দাঁতের এনামেল ক্ষয় করে দিতে পারে, তাই পরিমিত ব্যবহার করুন।

গরমকালে মুখ ধোয়ার পরে কি ব্যবহার করবেন ? টোনার না অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ?

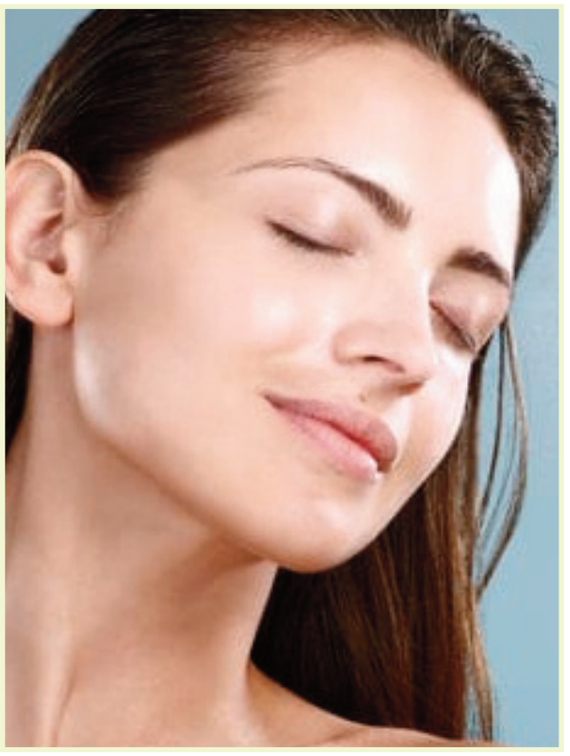

নয়া জামানা ঃ অনেকেই মনে করেন টোনার এবং অ্যাস্ট্রিনজেন্ট একে অপরের পরিপূরক। আদতে তা নয়, কাজ এক হলেও দুটির উপাদান ভিন্ন। গরমকালে ত্বকের যত্নে টোনার এবং অ্যাস্ট্রিনজেন্ট;দুটোই ব্যবহৃত হয়, তবে দুটির কাজ ও উপযোগিতা একটু আলাদা। তাই ত্বকের ধরন অনুযায়ী নির্বাচন করা উচিত।

টোনার মূলত ত্বককে পরিষ্কার ও হাইড্রেট রাখতে সাহায্য করে। ফেসওয়াশের পরে ত্বকের পিএইচ ব্যালান্স ঠিক রাখতে এবং ত্বককে সতেজ করতে টোনার ব্যবহার করা হয়।

গরমকালে টোনারের উপকারিতা
ত্বককে ঠান্ডা ও সতেজ রাখে,হালকা ময়েশ্চার দেয়
ঘাম ও ধুলোবালি পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।
সব ধরনের ত্বকের জন্যই সাধারণত নিরাপদ
বিশেষ করে শুষ্ক বা নরমাল স্কিন হলে টোনার ব্যবহার করাই ভালো। গোলাপজল টোনার গরমকালে খুব জনপ্রিয়।

অন্যদিকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট একটু বেশি শক্তিশালী ধরনের স্কিন প্রোডাক্ট। এতে সাধারণত অ্যালকোহল বা পোর-টাইটেনিং উপাদান থাকে, যা ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমাতে সাহায্য করে।

গরমকালে অ্যাস্ট্রিনজেন্টের উপকারিতাঅতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করে,পোরস ছোট দেখাতে সাহায্য করে,ব্রণ বা তেলতেলে ত্বকে উপকারী,তবে শুষ্ক বা সংবেদনশীল ত্বকে এটি ব্যবহার করলে ত্বক আরও শুকিয়ে যেতে পারে।তেলতেলে বা ব্রণপ্রবণ ত্বকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ভালো।শুষ্ক বা নরমাল ত্বকে টোনার ব্যবহার করা নিরাপদ ও উপকারী। তাই গরমকালে বেশিরভাগ মানুষের জন্য হালকা ও হাইড্রেটিং টোনারই বেশি উপযোগী। যাদের ত্বক তৈলাক্ত নয় তারা নিঃসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় টোনার ব্যবহার করুন। এবং যাদের মুখে ব্র্যাশ ও ব্রোনোর সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য উপকারী হল অ্যাস্ট্রিনজেন্ট।

নজরে INSTA

দর্শনা

মনামী

শ্রীতমা

মালভিকা

পায়েল

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-05-2026 03:25 Page 12

বড়সড় সিদ্ধান্ত এলাহাবাদ হাই কোর্টের

সরকারি বা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জমি কোনও বিশেষ ধর্মীয় কার্যকলাপের জন্য স্থায়ী বা বারবার ব্যবহারের জন্য দখল করা যাবে না। নমাজ পড়া নিয়ে একটি মামলায় ঐতিহাসিক রায় এলাহাবাদ হাই কোর্টের। আদালত সাফ বলে দিচ্ছে, ভারতের সংবিধান যে কোনও ব্যক্তিকে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু জনস্বার্থ বা সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে কেউ ধর্ম পালন করতে পারে না। উত্তরপ্রদেশের সম্ভল জেলার ইকোন গ্রামের এক ব্যক্তির দাবি ছিল, তিনি তাঁর নিজের মালিকানার জমিতে জমায়েত করে নমাজ পড়তে চান। সেজন্য নিরাপত্তা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট জমিটি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সেখানে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে প্রশাসন যাতে কোনও বাধা না দেয়, সেই আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, নিজের জমিতে ধর্মপালনের জন্য তাঁকে প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে কেন? পালটা সরকারের যুক্তি ছিল, ওই জমির মালিকানা সংক্রান্ত কোনও জোরালো প্রমাণ বা নির্দিষ্ট খতিয়ান দিতে পারেননি। তাছাড়া রীতি অনুযায়ী ওই জমিতে ইদের দিন নমাজ পড়া হয়। তাতে কেউ বাধা দেয়নি। কিন্তু আবেদনকারী এখন বাইরের লোক ডেকে সেখানে নিয়মিত জমায়েত করতে চাইছেন, সেটা এলাকার সম্প্রীতি এবং সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে।সরকারি বা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জমি কোনও বিশেষ ধর্মীয় কার্যকলাপের জন্য স্থায়ী বা বারবার ব্যবহারের জন্য দখল করা যাবে না। নমাজ পড়া নিয়ে একটি মামলায় ঐতিহাসিক রায় এলাহাবাদ হাই কোর্টের। আদালত সাফ বলে দিচ্ছে, ভারতের সংবিধান যে কোনও ব্যক্তিকে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু জনস্বার্থ বা সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে কেউ ধর্ম পালন করতে পারে না। উত্তরপ্রদেশের সম্ভল জেলার ইকোন গ্রামের এক ব্যক্তির দাবি ছিল, তিনি তাঁর নিজের মালিকানার জমিতে জমায়েত করে নমাজ পড়তে চান। সেজন্য নিরাপত্তা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট জমিটি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সেখানে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে প্রশাসন যাতে কোনও বাধা না দেয়, সেই আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, নিজের জমিতে ধর্মপালনের জন্য তাঁকে প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে কেন? পালটা সরকারের যুক্তি ছিল, ওই জমির মালিকানা সংক্রান্ত কোনও জোরালো প্রমাণ বা নির্দিষ্ট খতিয়ান দিতে পারেননি। তাছাড়া রীতি অনুযায়ী ওই জমিতে ইদের দিন নমাজ পড়া হয়। তাতে কেউ বাধা দেয়নি। কিন্তু আবেদনকারী এখন বাইরের লোক ডেকে সেখানে নিয়মিত জমায়েত করতে চাইছেন, সেটা এলাকার সম্প্রীতি এবং সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে।

জার্মানি থেকে ৫০০০ সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা আমেরিকার

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন জার্মানির চ্যান্সেলর। এই ঘটনায় যারপরনাই রুষ্ট হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরই কড়া পদক্ষেপ আমেরিকার। জার্মানি থেকে প্রায় ৫০০০ সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এই ঘটনা ন্যাটোয় ফাটলের স্পষ্ট ইঙ্গিত বলে দাবি করছেন বিশেষজ্ঞরা। ইরান যুদ্ধ নিয়ে সম্প্রতি আমেরিকার সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রেডরিক মার্জ। তিনি বলেন, তআমেরিকার কাছে কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। ওরা জানেই না এই যুদ্ধ থেকে কীভাবে বাইরে বেরতে হবে। ইরান আলোচনা ঝুলিয়ে দিতে দক্ষ। অন্যদিকে, আমেরিকাকে ফলাফলের প্রত্যাশা ছাড়াই ইসলামাবাদে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এই ঘটনায় আমেরিকা ইরানের দ্বারা অপমানিত।জার্মানির এই মন্তব্যে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বলেন, আর্জ অত্যন্ত খারাপ কাজ করছেন। ওনার মনে হচ্ছে ইরানের হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকা উচিত। বাস্তব পরিস্থিতি সম্পইরকে ওনার কোনও বোধ নেই।দ পাশাপাশি আরও বলেন, দ ইরান যুদ্ধ নিয়ে চিন্তা না করে ওনার উচিত নিজের ভেঙে পড়া দেশের দিকে মনোযোগ দেওয়া।দএই বাক-বিতণ্ডতার পরই জার্মানির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করল আমেরিকা। এই দেশ থেকে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা করা হল। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত জার্মানিতে ৩৬০০০ মার্কিন সেনা ছিলেন। অর্থাৎ জাপানের পর সবচেয়ে বেশি মার্কিন সেনা রয়েছে এই দেশে। জাপানে রয়েছে ৫৫০০০ সেনা। এই অবস্থায় জার্মানি থেকে ৫০০০ সেনা সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা করল আমেরিকা। উল্লেখ্য, জার্মানিতে মার্কিন সেনার আনাগোনা শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সাল থেকে। হিটলারের নাৎসি বাহিনীর হারের পর আমেরিকা দেশটির দখল নেয়। সেই সময় ১৬ লক্ষ মার্কিন সেনা ছিল জার্মানিতে। পরে তা কমিয়ে ৩ লক্ষ করা হয়। তখন এদের কাজ ছিল নাৎসি মতাদর্শকে শেষ করা। পরে ঠান্ডা লড়াইয়ের সময় মার্কিন সেনার উদ্দেশ্য বদলে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে শক্তিশালী কবচে পরিণত হয় সেই সেনা। ১৯৪৯ সালে ন্যাটো তৈরির পর এখানে স্থায়ী মার্কিন ঘাঁটি তৈরি হয়। বর্তমানে এখানে ৫০টির বেশি বড় সামরিক ঘাঁটি ও ৮০০-র বেশি ছোট ঘাঁটি রয়েছে।

লক্ষ লক্ষ মানুষের ফোনে হঠাৎ জরুরি অ্যালার্ট

কী বলছে কেন্দ্র?

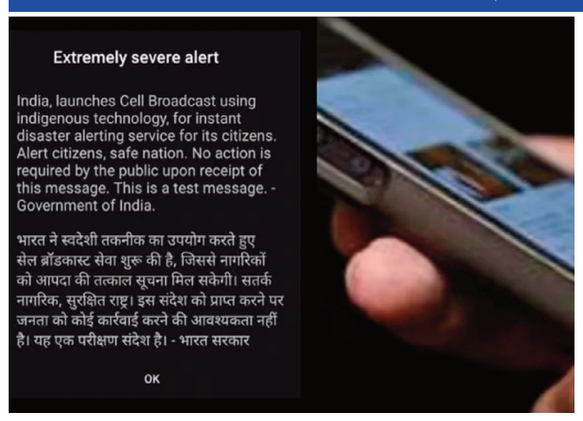

শনিবার সকালে হঠাৎ দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মোবাইল ফোনটি বেজে উঠল। আচমকা সতর্কবার্তা পেলেন তাঁরা। ফোনের পর্দায় ভেসে উঠল 'এক্সট্রিমলি সিভিয়ার অ্যালার্ট' বা অত্যন্ত জরুরি সতর্কবার্তা। এই বার্তা পেয়ে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে সরকারের একটি বিবৃতি থেকে জানা গিয়েছে, আতঙ্কিত বা উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কোনও কারণ নেই। পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে এই 'সেল ব্রডকাস্ট' প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে। মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোনও মনুষ্যসৃষ্ট কোনও বিপদ থেকে মানুষকে সতর্ক করতে সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যে কোনও বড় বিপদের সময় এভাবেই মাবইলে অ্যালার্ট দিয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করবে সরকার। শনিবার ২ মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও কেন্দ্রীয় কমিউনিকেশন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া যৌথভাবে এই পরিষেবার সূচনা করেন। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, বড় কোনও বিপদ থেকে সতর্ক করতেই আজ এই পরীক্ষামূলক সতর্কবার্তা লক্ষ লক্ষ নাগরিকে মোবাইলে পাঠানো হয়েছে। এদিন এই মেসেজ পেলে সাধারণ মানুষের কোনও পদক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই।এই উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছে (ইন্টিগ্রেটেড অ্যালার্ট সিস্টেম) নামে একটি প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মটি ভারত সরকারের টেলিকম বিভাগের গবেষণা সংস্থা সি-ডট তৈরি করেছে। এটি আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার সুপারিশ মেনে তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই ব্যবস্থাটি কার্যকর হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ১৯টিরও বেশি ভারতীয় ভাষায় ১৩৪ বিলিয়নের বেশি সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে। মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবহাওয়া সতর্কতা এবং ঘূর্ণিঝড়ের সময় এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়। নতুন 'সেল ব্রডকাস্ট' প্রযুক্তি প্রচলিত এসএমএস ব্যবস্থার তুলনায় অনেক উন্নত। সাধারণ বার্তার মতো নয়, এই সতর্কবার্তা ফোনের 'ডু নট ডিস্টার্ব' মোডকেও অগ্রাহ্য করে তীব্র শব্দে ব্যবহারকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মোবাইলের স্ক্রিনের উপর স্পষ্টভাবে এই বার্তা ফুটে ওঠে। এই ব্যবস্থা ভূমিকম্প, সুনামি, বজ্রপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি গ্যাস লিক বা রাসায়নিক বিপদের মতো সংকটেও জরুরি তথ্য দ্রুত পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে চালু হলে, এটি সব ধরনের মোবাইল ফোনে একই সঙ্গে সতর্কবার্তা পাঠাতে পারবে। যা জরুরি পরিস্থিতিতে সর্বস্তরের মানুষের কাছে দ্রুত তথ্য পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করবে।

বিষপ্রয়োগে খুন করা হয়েছে মুম্বইয়ের একই পরিবারের চারজনকে

তরমুজ খেয়ে মৃত্যু নয়

বিরিয়ানির পর তরমুজ খেয়েছিলেন পরিবারের চার সদস্য। এরপরই তাঁরা ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। মনে করা হচ্ছিল, তরমুজ থেকেই অ্যালার্জি হয়ে ওই অঘটন ঘটে গিয়েছে। কিন্তু এবার রহস্য মোড় নিল অন্যদিকে। ওই চারজনের দেহেই মিলেছে মরফিনের উপস্থিতি। প্রশ্ন উঠছে, কোথা থেকে এল এই মরফিন? তাহলে কি বিষপ্রয়োগে খুন করা হয়েছে ওই পরিবারের সদস্যদের? ফরেনসিক তদন্তের জোরালো ইঙ্গিত সেদিকেই। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রে জানা যাচ্ছে, মৃতদের মস্কিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র সবুজ হয়ে গিয়েছিল। কোনও রাসায়নিক থেকেই শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়। যদিও এখনও যা রিপোর্ট মিলেছে তা প্রাথমিক। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেলেই এবিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা মিলবে বলে জানাচ্ছেন তদন্তকারীরা। মনে করা হচ্ছিল, খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলেই এতগুলি মৃত্যু। কিন্তু ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিষক্রিয়ার চেনা উপসর্গগুলি এক্ষেত্রে একেবারেই দেখা যাচ্ছে না।মৃতদের নাম আবদুল্লাহ দোখাদিয়া (৪০), তাঁর স্ত্রী নাসরিন দোখাদিয়া (৩৫) এবং তাঁদের দুই মেয়ে আয়েশা (১৬) ও জয়নাব (১৩)। ২৫ এপ্রিল রাতে আত্মীয়দের নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান আবদুল্লাহ। তাঁরা সকলে মিলে বিরিয়ানি খান। তারপর আত্মীয়রা নিজেদের বাড়িতে ফিরে গেলে গভীর রাত ১টা নাগাদ স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে তরমুজ খান আবদুল্লাহ। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। ভোর ৫টা নাগাদ তাঁদের শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। এরপর তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের জে জে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় চারজনের। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ময়নাতদন্তের সময় দেহের নমুনাও সংগ্রহ করা হয়। অবশেষে ফরেনসিক রিপোর্ট সন্ধান দিল রহস্যের। এদিকে, তরমুজের কারণে মৃত্যুর গুঞ্জনের পর থেকেই বহু জায়গায় তরমুজ বিক্রি হচ্ছিল না বলে খবর।

সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে লেবাননে ফের হামলা ইজরায়েলের

সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে লেবাননে ফের হামলা চালাল ইজরায়েল। শুক্রবার দক্ষিণ লেবাননের নাবাতিয়েহ জেলার হাব্বুশ এলাকায় ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় এক শিশু-সহ মৃত্যু হল অন্তত ১২ জনের। আহত হয়েছেন আরও আটজন। সংবাদমাধ্যম 'আল জাজিরা'র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী তেমনটাই জানা গিয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে মার্কিন-ইজরায়েলি যৌথ হামলার পরই ফুঁসে উঠেছিল তেহরান মদতপুষ্ট লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লা। বদলার আগুনে ইজরায়েলে গোলাবর্ষণ শুরু করে তারা। পালটা জবাব দেয় তেল আভিভও। লেবাননের রাজধানী বেইরুট-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলা শুরু করে তারা। তবে সেই হামলা আর বন্ধ হয়নি। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত-সহ আরও ৩০টি দেশও। ইজরায়েলি হামলায় লেবাননে মৃতের সংখ্যা ২ হাজার পার। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লেবানন-ইজরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করেন। তার মধ্যেই লেবাননে ফের হামলা চালাল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশ।লেবাননে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়ার অন্যতম কারণ হল ইরান-আমেরিকা সংঘাত। কারণ, এখনও দু'দেশ কোনও সমাধানসূত্রে আসতে পারেনি। মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে তেহরান আমেরিকাকে জানিয়ে দিয়েছে, পরমাণু আলোচনায় বসতে হলে তাদের দু'টি শর্ত মানতে হবে। প্রথমত, ইরান এবং লেবাননে সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধ থামাতে হবে। পাশাপাশি, নতুন করে যাতে সংঘাত সৃষ্টি না হয়, তা-ও নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, হরমুজ প্রণালীতে আমেরিকা যে অবরোধ তৈরি করে রেখেছে, তা তুলতে হবে। কিন্তু ইরানের দেওয়া প্রস্তাব মানতে নারাজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ভাঙনের আশঙ্কার মাঝেই পাঞ্জাবে আস্থা ভোটে জয়ী আপ

স্বস্তি কেজরি শিবিরে

কয়েকদিন আগে আপ ছেড়েছেন রাঘব চাড্ডা-সহ ৭ জন সাংসদ। এরপর গুঞ্জন ছড়াচ্ছিল, পাঞ্জাবেও আপের হাল গুরুতর। ২৮ জন বিধায়ক দল ছাড়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। এমনটাই দাবি করেছেন হরিয়ানায় আপের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি নবীন জয়হিন্দ। তাঁর মতে, পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টির অন্দরে অসন্তোষ চরম আকার নিয়েছে। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতেও স্বস্তি আম আদমি পার্টির পাঞ্জাবে শিবিরে। সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিধানসভায় আস্থা ভোটে জয়ী হল আপ। ১১৭ সদস্যের বিধানসভায় আপের সদস্য ৯৪ জন। বাকিদের মধ্যে ১৬ জন কংগ্রেস। এছাড়া বিএসপি ও এসএডির একজন করে রয়েছেন। এছড়া বিজেপির দুই বিধায়ক ও একজন নির্দল বিধায়ক রয়েছেন। এদিকে আম আদমি পার্টির ১০ জন রাজ্যসভা সাংসদের মধ্যে ৭ জনই দল ছাড়ায় আস্থা ভোট নিয়ে একটা সংশয় ছিল। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান জোর দিয়ে বলেন, নেতিবাচক খবর ও গুজব ছড়িয়ে পড়ছে রাজ্যসভার সদস্যরা দল ছাড়ায়। সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, দশোনা যাচ্ছিল আপের ৪০ থেকে ৬৫ জন বিধায়ক নাকি দল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাঁদের সেই সমস্ত জল্পনা-কল্পনার আজ অবসান ঘটল।দচলতি মাসের প্রথমদিকে রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় রাঘবকে। তখন থেকেই আপ সাংসদের বিজেপিযোগের জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। সেসময়ে অশোক মিত্তলকে বসানো হয় রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদে। কিন্তু তিনিও এবার নাম লিখিয়েছেন বিজেপিতে। আর এরপর সব জল্পনা সত্যি করে রাঘব চলে যান পদ্ম শিবিরে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি পাঞ্জাবেও আপের ক্ষমতা হারানো স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। এবার আস্থা ভোটের জয় কেজরিদের অস্বস্তি কাটাবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

'উন্মাদদের হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকতে পারে না'

ইরানের শান্তি প্রস্তাব উড়িয়ে বললেন ট্রাম্প

ইরানের শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সামরিক পদক্ষেপ ও আলোচনা; সব দিকই খোলা রেখে তিনি জানালেন, উন্মাদদের হাতে যাতে পরমাণু অস্ত্র না ওঠে, সেটা নিশ্চিত করতেই আমেরিকা যুদ্ধে লিপ্ত। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, দআপনারা জানেন, আমরা এখন এক যুদ্ধের মাঝখানে আছি। মনে হয় আপনারাও একমত হবেন যে, আমরা উন্মাদদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র তুলে দিতে পারি না।দযুদ্ধের জন্য নির্ধারিত ৬০ দিনের সময়সীমা বাড়াতে হলে মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদনের প্রয়োজন ট্রাম্পের (Donald Trump)। এহেন পরিস্থিতিতে ট্রাম্প দাবি করেন যে, ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার পদক্ষেপ একটি পারমাণবিক বিপর্যয় রোধ করেছে। তিনি বলেন, তআমরা বি-২ বিমানের সাহায্যে ওদের থামিয়ে দিয়েছি। যদি তা না করতাম, তবে ওদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র চলে যেত। ইজরায়েল, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপ; সব কিছুই ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।দযুদ্ধের জন্য নির্ধারিত ৬০ দিনের সময়সীমা বাড়াতে হলে মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদনের প্রয়োজন ট্রাম্পের (Donald Trump)।এহেন পরিস্থিতিতে ট্রাম্প দাবি করেন যে, ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার পদক্ষেপ একটি পারমাণবিক বিপর্যয় রোধ করেছে। তিনি বলেন, তআমরা বি-২ বিমানের সাহায্যে ওদের থামিয়ে দিয়েছি। যদি তা না করতাম, তবে ওদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র চলে যেত। ইজরায়েল, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপ; সব কিছুই ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

শুল্কের খাঁড়া হাতে ফের স্বমহিমায় ট্রাম্প

আদালতের কোপে শুল্ক যুদ্ধে কিছুদিনের জন্য বিরতি দিয়ে ফের স্বমহিমায় ফিরে এলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার আমেরিকার কোপের মুখে পড়ল ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। বাণিজ্য চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগে ইইউ থেকে আমদানি করা সব ধরনের গাড়ি ও ট্রাকের উপর ২৫ শতাংশ করার ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকে কার্যকর হতে পারে নয়া এই নিয়ম। শুক্রবার নিজের সোশাল মিডিয়ায় এই ইস্যুতে বার্তা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেখানে তিনি লেখেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাণিজ্য চুক্তির শর্ত মানছে না। তাঁর বার্তায়, আমেরিকার শিল্প ও কর্মসংস্থান রক্ষায় এই কঠোর পদক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজন। উল্লেখ্য, গত বছরের জুলাইয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি হয়। সেখানে ইউরোপীয় অটোমোবাইল ও যন্ত্রাংশের ওপর ১৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল। তবে ট্রাম্পের দাবি, ইউরোপীয় দেশগুলি বিশেষ করে জার্মানি সেই শর্ত সঠিকভাবে পালন করছে না।নয়া এই শুল্ক কার্যকর হলে আমেরিকার বাজারে মার্সিডিজ-বেঞ্জ, বিএমডব্লিউ এবং অডির মতো ইউরোপীয় গাড়ি নির্মাণ সংস্থাগুলির খরচ অনেক বেড়ে যাবে। ফলে এই ধরনের গাড়ির গ্রাহকদের পকেটে বিরাট কোপ পড়বে।

ছত্তিশগড়ে ফের লাল সন্ত্রাস

আইইডি বিস্ফোরণে ৩ জওয়ানের মৃত্যু

ফের লাল সন্ত্রাস ছত্তিশগড়ে। মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল তিন জওয়ানের। গুরুতর আহত আরও একজন। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে ছত্তিশগড়ের কাঁকের জেলায়। ঘটনা সামনে আসতেই প্রশ্নের মুখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের 'মাওবাদী মুক্ত ভারতের' স্বপ্ন। যা ৩১ মার্চের মধ্যে বাস্তবায়িত করার ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র। সেই সময়সীমার পার হওয়ার পর এটিই প্রথম মাও সন্ত্রাসের ঘটনা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে নারায়ণপুর জেলার সীমান্তবর্তী ছোটবেটিয়া থানা এলাকার জঙ্গলে। এই অঞ্চলে মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশে অভিযান শুরু করেছিল নিরাপত্তাবাহিনী। সেই সময় নিরাপত্তারক্ষীদের নজরে আসে একটি পুঁতে রাখা আইইডি। নিরাপত্তাবাহিনীর তরফে সেটিকে নিষ্ক্রিয় করার সময় বড়সড় বিস্ফোরণ ঘটে। যার জেরে আহত হন ৪ জওয়ান। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় ৩ জনের। গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন আর এক জন।বস্তার রেঞ্জের আইজি পি সুন্দররাজ জানান, এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে কাঁকের জেলা পুলিশের অভিযান চলাকালীন। আইইডি নিষ্ক্রিয় করার সময় তাতে বিস্ফোরণ ঘটে ৩ জন শহিদ হয়েছেন এবং একজন আহত হয়েছেন। আইজি আরও বলেন, গোয়েন্দা তথ্য ও আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের কাছ থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে কাঁকের-সহ বস্তার রেঞ্জের ৭ জেলায় পুঁতে রাখা শত শত আইইডি উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি ক্ষেত্রে আইইডিগুলি নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করা হলেও একটি ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটেছে। উল্লেখ্য, দেশ থেকে মাওবাদকে পুরোপুরি নির্মূল করতে ৩১ মার্চের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেইমতো গত ২ বছরে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে বিরাট অভিযান চালায় কেন্দ্র। এরপর এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-05-2026 03:25 Page 13

মরশুম শেষে ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার জল্পনা উসকে দিলেন খোদ অস্কার?

মরশুম শেষেই ইস্টবেঙ্গল ছাড়ছেন অস্কার ব্রুজো? যথেষ্ট চিন্তায় লাল-হলুদ ভক্তরা। এবার সেই উদ্বেগ নিজেই বাড়িয়ে দিলেন ইস্টবেঙ্গলেরকোচ।সোশাল মিডিয়ায় যে পোস্ট তিনি করেছেন, তাতে যেন বিদায়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট। আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে আছেন মিগুয়েল, আনোয়াররা। তার মধ্যেই অস্কারের বিদায়ের জোর জল্পনা। এই মুহূর্তে লিগ টেবিলের যা অবস্থা তাতে বাকি ম্যাচগুলোতে আর ভুল করার জায়গায় নেই লিগে টেবিলের ওপরের দিকে থাকা ক্লাব গুলো। ৯ ম্যাচ খেলে ১৮ পয়েন্ট পাওয়া ইস্টবেঙ্গল এই মুহূর্তে রয়েছে পঞ্চম স্থানে। ১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট পেয়ে এক ধাপ উপরে রয়েছে মুম্বই। এদিন মিগুয়েলও পুরো দমে অনুশীলন করেছেন দলের সঙ্গে। ৫ মে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে নামছে ইস্টবেঙ্গল।এর মধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় জল্পনা ছড়ায়, মরশুম শেষ হলেই লেসলি ক্লডিয়াস ক্লাবের সঙ্গ ছাড়বেন অস্কার। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ রেখাচিত্রের অনিশ্চয়তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন তিনি। এর সঙ্গে নাকি ক্লাবের পরিকল্পনা ও প্লেয়ারদের সঙ্গে অল্প সময়ের চুক্তিও নাকি দায়ী। এসবের মধ্যেই এক্স হ্যান্ডেলে অস্কার একটি পোস্ট করেছেন। যেখানে তিনি লিখেছেন, 'শেষ লড়াই। মে ২০২৬।' তাহলে কি মে মাসেই শেষবার ইস্টবেঙ্গলের ডাগআউটে দেখা যাবে অস্কারকে? নিজেই যেন সেই জল্পনা উসকে দিলেন লাল-হলুদের কোচ।এর মধ্যেই অবশ্য অনুশীলন চলছে পুরোদমে। ওড়িশা ম্যাচ খেলে ইস্টবেঙ্গল কলকাতায় ফিরেছিল বুধবার। একদিন বিশ্রামে কাটিয়ে শুক্রবার থেকে ফের মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। দলের সঙ্গে পুরো অনুশীলন করেন আনোয়ার আলি ও মহম্মদ রশিদ। চোট পাওয়া এই দুই ফুটবলারকে ঝুঁকি নিয়ে ওড়িশার বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে রাখেননি অস্কার। তবে শুক্রবার পুরো দমে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে আনোয়ার ও রশিদকে।

ঠাটিয়ে চড় থেকে ব্যাট ছুড়ে মারা

যেসব আগুনে বিতর্কে ধুন্ধুমার হয়েছে আইপিএল

আইপিএল মানে শুধু চার-ছক্কার রোমাঞ্চ নয়। এই টুর্নামেন্ট বহু বিতর্ক, ঝামেলা এবং উত্তপ্ত মুহূর্তেরও সাক্ষী। মাঠের লড়াই অনেক সময় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, হাতাহাতি কিংবা তীব্র বচসায়। বছরের পর বছর ধরে এমন একাধিক ঘটনা শিরোনামে উঠে এসেছে। বৈভবকে আউট করে কাইল জেমিসন 'বন্য' উল্লাসে মেতে ওঠেন। তারপরেই ফিরে দেখার ইচ্ছা হতে পারে আইপিএল ইতিহাসের এমন কিছু বিতর্কিত ঘটনাকে।ফিরে যাওয়া যাক ১৮ বছর আগের 'স্ল্যাপগেট' বিতর্কে। ২০০৮-এ মোহালিতে মুম্বই বনাম পাঞ্জাব ম্যাচে। ৬৬ রানে হেরে যায় মুম্বই। ম্যাচ শেষে মাঠ থেকে বেরনোর সময়েই বিপত্তি ঘটে। হেরে যাওয়ার রাগ সামলাতে না পেরে পাঞ্জাবের শ্রীসন্থকে চড় মারেন সেই ম্যাচে মুম্বইয়ের অধিনায়ক হরভজন। এই ঘটনার ফলে সেই মরশুমের আইপিএল থেকে নির্বাসিত হন তিনি। বিসিসিআইও পাঁচটি ম্যাচের জন্য তাঁকে নির্বাসনে পাঠায়।২০১২ সালে শাহরুখ খানের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম কাণ্ডও কম আলোচিত নয়। ম্যাচ শেষে বলিউডের বাদশা মাঠে ঢুকেছিলেন। তখন মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে এবং তাঁর দলের সঙ্গে থাকা শিশুদের বাধা দেন। এরপর নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বচসার জেরে তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য স্টেডিয়ামে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কলকাতা নাইট রাইডার্স মালিকের এমন আচরণ নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়েছিল।আইপিএলের অন্যতম বিতর্কিত ঘটনা ঘটে ২০১৪ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম আরসিবি ম্যাচে। মিচেল স্টার্ক বল করতে এগোতেই কাইরন পোলার্ড হঠাৎ ক্রিজ ছেড়ে সরে যান। তবু স্টার্ক বল করেন। এতে ক্ষুব্ধ পোলার্ড স্টার্কের দিকে ব্যাট ছুড়ে মারেন। মাঠে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরে ক্যারিবিয়ান তারকাকে ম্যাচ ফি-র ৭৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়।আইপিএলের অন্যতম চর্চিত দ্বৈরথ বিরাট কোহলি ও গৌতম গম্ভীরের মধ্যে। এই বিতর্কের শুরু ২০১৩ সালে। সেই সময় মাঠের মধ্যে তীব্র বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন দু'জন। পরিস্থিতি এতটাই বিগড়ে যায়, অন্যদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। এর ১০ বছর পর, ২০২৩ সালে আরসিবি ও লখনউ সুপার জায়ান্টস ম্যাচের পর সেই পুরনো উত্তেজনা আবারও সামনে আসে। বিরাটের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন এলএসজি মেন্টর গম্ভীর।তিনি ক্যাপ্টেন কুল। বরফের মতো ঠান্ডা তাঁর মাথা। সেই এমএস ধোনিই ২০১৯ আইপিএলে মেজাজ হারিয়েছিলেন। সিএসকে বনাম রাজস্থান ম্যাচের শেষ ওভারে বেন স্টোকসের ফুলটস স্যান্টনারকে করা হলে আম্পায়ার 'নো-বল' ডাকেন। পরে স্কোয়ার-লেগ আম্পায়ার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেন। এরপর ডাগআউট ছেড়ে মাঠে নেমে আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্কে জড়ান তিনি। ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ জরিমানার হয় ধোনির। পরবর্তীতে ঘটনাটিকে বড় ভুল বলে স্বীকার করেন।

এবার আসা যাক, আইপিএল ইতিহাসে প্রথমবার মানকাডিংয়ের ঘটনার কথায়। ২০১৯ আইপিএলে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব অধিনায়ক রবিচন্দ্রন অশ্বিন বল করার আগেই ক্রিজ ছাড়ায় জস বাটলারকে রান আউট করেন। সেই সময় নন স্ট্রাইকার এন্ডে ছিলেন ইংরেজ ব্যাটার। নিয়ম অনুযায়ী বৈধ হলেও এই 'মানকাডিং' বিতর্কে রূপ নেয়। অনেকে এটিকে খেলার স্পিরিটবিরোধী বলেন, আবার অনেকে নিয়মসম্মত সিদ্ধান্ত হিসাবেই সমর্থন করেন।গত আইপিএলে একাধিকবার নোটবুক সেলিব্রেশন করে শাস্তির কবলে পড়েন দিগ্বেশ রাঠি।

বৈভবকে আউট করে উগ্র সেলিব্রেশন

বৈভব সূর্যবংশীকে আউট করে 'বন্য' উল্লাসে মেতেছিলেন কাইল জেমিসন। দুরন্ত ফর্মে থাকা বিস্ময় প্রতিভার ইনিংস দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে শুরুতেই থেমে যায়। দিল্লির পেসারের ওভারে আউট হয়। প্রথম বলেই চার মেরে ভালো শুরু করলেও, পরের বলেই বোল্ড হয়ে মাত্র ২ বলে ৪ রান করে ফিরতে হয় তাকে। এর পরেই প্রায় মুখের কাছে এসে হাততালি দেন কিউয়ি পেসার। যা কোনওভাবেই শোভনীয় নয়। এর জন্য শাস্তির মুখে পড়তে হল তাঁকে।এই ঘটনার জেরে আইপিএল কোড অফ কন্ডাক্ট ভাঙার অভিযোগ ওঠে জেমিসনের বিরুদ্ধে। ম্যাচ রেফারি রাজীব শেঠ তাঁকে লেভেল-১ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে সতর্ক করেন। তাঁর নামে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ করা হয়। আইপিএলের ধারা ২.৫ অনুযায়ী, প্রতিপক্ষকে উসকে দিতে পারে এমন আচরণ, ভাষা বা ইঙ্গিত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।ঠিক কী হয়েছিল? রাজস্থান ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে বল করতে আসেন জেমিসন। ধ্রুব জুরেল এক রান নেওয়ায় ব্যাট করতে আসে বৈভব। চতুর্থ বলে বাউন্ডারি হাঁকায় সে। যেন আরেকটা ঝড়ের অপেক্ষা ছিল। কিন্তু কিউয়ি পেসার এরপর যে বলটা করেন, তাতে আউট হওয়াই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। বৈভব ব্যাট উঁচিয়ে তৈরি ছিল। সেখানে মারাত্মক ইয়র্কার করেন জেমিসন। বৈভবের ব্যাট ও পায়ের মাঝে এতটাই ফাঁক ছিল যে, ব্যাট নামানোর আগেই উইকেট ছিটকে দেয়। তারপর শুরু হয় দিল্লির বোলারের উল্লাস। বৈভবের সামনে এসে অকারণে চিৎকার করতে থাকেন। মুখের কাছে এসে হাততালি দেন। যা একেবারেই ভালোভাবে নেননি নেটিজেনরা। এরপর জানা গিয়েছে, জেমিসন নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন। ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তও মেনে নিয়েছেন। ১৭ মে ফের রাজস্থান-দিল্লি মোকাবিলা। সেখানে বৈভব এর বদলা নেবে? সেদিন কী হয়, সেটাই দেখার।

'এল ক্লাসিকো'য় থেকেও নেই রোহিত-ধোনি, চিপকে মুম্বই-চেন্নাইয়ের কাছে প্লে-অফ দৌড়ে থাকার যুদ্ধ

আইপিএলের 'এল ক্লাসিকো'র প্রথম পর্ব খুব একটা ভালো যায়নি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। ওয়াংখেড়েতে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে ১০৩ রানে হারতে হয়েছে, যা ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার। তবে শনিবাসরীয় সন্ধ্যায় চিপকে নামার আগে মুম্বই যে খুব একটা বদলা নেওয়ার মতো জায়গায় আছে, তা বলা যাচ্ছে না। আবার সিএসকে-র হয়ে বাজি ধরার মতো পরিস্থিতিও নেই। তবে একটা বিষয় কার্যত নিশ্চিত। দুই পাঁচতারা দলের সেরা তারকা, সিএসকের মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং মুম্বইয়ের রোহিত শর্মা শনিবারও সম্ভবত মাঠে ফিরছেন না।শুক্রবার চিপকে একই সময়ে অনুশীলনে নেমেছিল মুম্বই আর সিএসকে। নেটে যাওয়ার আগে ধোনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া।

সিএসকে পেসার আকাশ মাধোয়াল আবার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন রোহিত। সবমিলিয়ে বেশ ফুরফুরে মেজাজেই দেখাচ্ছিল দু'দলকে। কিন্তু পয়েন্ট টেবলে তাদের অবস্থা বিশেষ স্বস্তির নয়। সিএসকে ৮ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে ছ'নম্বরে। মুম্বইয়ের অবস্থা আরও খারাপ। সমসংখ্যক ম্যাচে মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে ন'নম্বরে রয়েছে তারা। ফলে দু'পক্ষের কাছে বাকি থাকা সব ম্যাচই বেঁচে থাকার লড়াই। তা ছাপিয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে রোহিত-ধোনির প্রত্যাবর্তনের ইস্যু। মরশুমের শুরু থেকে কাফ মাসলের চোটে মাঠের বাইরে মাহি। সিএসকে-র ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি এদিন শুনিয়ে দিয়েছেন, তএমএস হয়তো দ্রুতই ফিরবে। আপাতত ও দৌড়ানোর উপর জোর দিচ্ছে।

মনে হচ্ছে, সেটা নিয়ে ও একটু অস্বস্তিতে আছে। তাছাড়া ব্যাটিং বা উইকেটকিপিং নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।দ রোহিত আবার শুরুর দিকে কয়েকটা ম্যাচ খেলে মাঠের বাইরে চলে যান। তাঁকে নিয়ে মুম্বই কোচ মাহেলা জয়বর্ধনের বার্তা, তরোহিত অনেকটা উন্নতি করেছে। ফিট হওয়ার জন্য ও পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আজও প্র্যাকটিস করেছে। তবে পুরোটাই এখন মেডিকেল টিমের সিদ্ধান্ত। ওদের সঙ্গে কথা বলে কাল রোহিতের খেলা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।দ অনুশীলনের ফাঁকে এদিন খোশমেজাজে আড্ডা মারতে দেখা গেল ধোনি-রোহিতকে। সঞ্জু স্যামসন আবার হাত মেলালেন সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে।আইপিএলের অন্যতম সেরা স্কোয়াড নিয়েও সাফল্য পাচ্ছে না মুম্বই। কোচ জয়বর্ধনে মনে করছেন, ধারাবাহিকতার অভাবেই ডুবছে দল। তারকাখচিত দলের প্রত্যাশার চাপ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, চ্চাপ তো আছেই। তবে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু সময় দল ভালো খেলছে। কিন্তু সেই পারফরম্যান্স ধরে রাখা যাচ্ছে না। সেটাই আমাদের ব্যাকফুটে ঠেলে দিচ্ছে। সবাই মিলে এই পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করতে হবে। সবাই জিততে চায়। জেতার জন্য নিজেদের সেরাটা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সবাই বদ্ধপরিকর। কিছু চোট সমস্যার জন্য বারবার দলে পরিবর্তন করতেও হয়েছে। অন্যান্য বছর আমরা সর্বোচ্চ ১৫-১৬ জন প্লেয়ার ব্যবহার করি। এবার সেই সংখ্যাটা বেড়েছে। সেটাও একটা চ্যালেঞ্জ। তবে আমাদের ধারাবাহিক হতে হবে।দ বিশেষত সূর্যকুমারের অফ ফর্ম চাপ বাড়াচ্ছে মিডল অর্ডারে। যদিও জয়বর্ধনের বার্তা, তপ্র্যাকটিসে সূর্য ভালো খেলছে। ম্যাচেও ভালো শট আসছে ওর ব্যাট থেকে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বারবার আউট হচ্ছে। কয়েকবার তো বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছে। তবে আমরা ওর উপর ভরসা করছি। শেষ কয়েকটা বছর ওর দুর্দান্ত গিয়েছে। সেটা ভুললে চলবে না। বিশেষত গত মরশুমটা। ও জানে টি-টোয়েন্টি ব্যাটিং কীভাবে করতে হয়।দরোহিত না খেললেও দলের সঙ্গে মাঠে উপস্থিত থাকছেন। তবে অনুশীলনে নিয়মিত এলেও ম্যাচে দেখা যাচ্ছে না ধোনিকে। যা নিয়ে হাসির ব্যাখ্যা, তএমএস মনে করছে, মাঠে থাকলে প্রচারের আলো ওর উপর পড়বে। সেটা দলের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে। সেজন্য ম্যাচের দিন মাঠে আসছে না। ও কাফ মাসল নিয়ে চূড়ান্ত সন্তুষ্ট না হয়ে নামবে না। আমরাও ওর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি। আমার মনে হয়, পুরো চেন্নাই ওর জন্য অপেক্ষা করছে।দ

ওয়ানডে বিশ্বজয়ই অনুপ্রেরণা

ঘোষিত মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দল

ঘোষিতমহিলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের স্কোয়াড। ১২ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ওয়েলশে চলবে মেয়েদের কুড়ি-কুড়ির বিশ্বযুদ্ধ। এই ট্রফি এখনও জেতা হয়নি ভারতের। গত বছর দেশের মাটিতে হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে প্রথমবারওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছে ভারতএবার টি-টোয়েন্টিতে পরীক্ষা। ওয়ানডে বিশ্বজয়ের অনুপ্রেরণাকে সঙ্গী করেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নামবেন স্মৃতি মন্ধানা, রিচা ঘোষ, দীপ্তি শর্মারা। টি-২০ বিশ্বকাপের দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন পেসার নন্দনী শর্মা। মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে ভালো পারফর্ম করেছিলেন তিনি।

ওপেনিংয়ের দায়িত্বে শেফালি বর্মা, স্মৃতি মন্ধানারা থাকবেন। ওয়ানডে বিশ্বকাপে দু'জনেই আগুনে ফর্মে ছিলেন। বিশেষ করে শেফালি। উইকেটের পিছনে থাকবেন বাংলার রিচা ঘোষ, ফিনিশিংয়ের দায়িত্বেও থাকবেন তিনি। এছাড়া জেমাইমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মা, অরুন্ধতী রেড্ডি, রেণুকা ঠাকুর, রাধা যাদবদের মতো অভিজ্ঞরা আছেন ভারতীয় দলে। বাদ পড়ছেন অনুষ্কা শর্মা, উমা ছেত্রী, কাসভি গৌতম, প্রতীকা রাওয়াল, হরলিন দেওলরা।টি-টোয়েন্টিতে আগের সিরিজটায় ভারতের ফলাফল ভালো হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১-৪ ব্যবধানে হেরেছেন হরমনপ্রীতরা। বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ডে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে ভারত। যা বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি সিরিজ। বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ ১৪ জুন, বার্মিংহামে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। গ্রুপ-১-এ ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নেদারল্যান্ড ও বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় দল- অধিনায়ক- হরমনপ্রীত কৌর, সহ-অধিনায়ক- স্মৃতি মন্ধানা, শেফালি বর্মা , জেমাইমা রডরিগেজ, ভারতী ফুলমালি, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ, শ্রীচরণী, যস্তিকা ভাটিয়া, নন্দনী শর্মা, অরুন্ধতী রেড্ডি, রেণুকা ঠাকুর, ক্রান্তি গৌড়, শ্রেয়াঙ্কা পাটিল, রাধা যাদব।

বিশ্বকাপের 'হ্যান্ডশেক' বিতর্ক নিয়ে বিস্ফোরক পাক অধিনায়ক

গত বছর এশিয়া কাপ চলাকালীন ক্রিকেটের থেকেও বেশি চর্চা হয়েছিল হ্যান্ডশেক বিতর্ক নিয়ে। পহেলগাঁও হামলার পর থেকে পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন না ভারতীয় ক্রিকেটাররা। সেই নিয়ে এশিয়া কাপে একের পর এক নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আবারও সেই বিতর্ক উসকে দিল পাকিস্তান। এবার পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা দাবি করলেন, টসের আগে আর পাঁচটা সাধারণ ম্যাচের মতোই সাংবাদিক বৈঠক হয়েছিল। হয়েছিল করমর্দনও। গত বছরের সবচেয়ে বড় ক্রিকেটীয় বিতর্ক ছিল এই করমর্দনকে ঘিরে। পহেলগাঁও হামলার পর এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল ভারত। কিন্তু প্রথামাফিক বিপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাননি ক্রিকেটাররা। সূর্যকুমার যাদবদের এহেন আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে ম্যাচ বয়কটের ডাক দেয় পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত দুই দল করমর্দন না করলেও খেলতে নামে। এই ঘটনার পর থেকে মহিলাদের বিশ্বকাপ, অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ-কোনও টুর্নামেন্টেই পাক দলের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত।প্রথম করমর্দন বয়কটের আগে ঠিক কী হয়েছিল? এক পডকাস্টে পুঙ্খানুপুঙ্খ সেই ঘটনার বর্ণনা দিলেন পাক অধিনায়ক। তিনি দাবি করলেন, তশুরুর দিকে ওই ম্যাচটা সাধারণ ম্যাচের মতোই ছিল। আগে সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছিল। করমর্দন হয়েছিল। ট্রফির জন্য শুট হয়েছিল। সেখানেও করমর্দন হয়েছিল। এমনকী টস করতে যাওয়ার সময়ও আমি জানতাম না এরকম কিছু হবে।দ তাহলে কখন জানলেন ভারত করমর্দন করবে না? আঘার কথায়, তআমি টস করতে গেলাম। তখন আমাকে ম্যাচ রেফারি পাশে ডেকে বললেন, দেখো এখানে কোনও করমর্দন হবে না। সেটা খেয়াল রেখ। আমিও বললাম, বেশ। করমর্দন করতেই হবে এমন কোনও জোরজবরদস্তি নেই।দ আঘার কথায়, অ্যাচের পর আমরা ওদের দিকে করমর্দন করতে গিয়েছিলাম।

স্পেন কোচের ইঙ্গিতে স্পষ্ট বিশেষ পরিকল্পনা

আসন্ন বিশ্বকাপের ঠিক আগে ফুটবলারদের চোট-আঘাত চিন্তায় ফেলে দিয়েছে স্প্যানিশ শিবিরকে। সবথেকে বেশি চিন্তা, লামিল ইয়ামালের চোট নিয়ে। ইতিমধ্যেই বার্সেলোনা শিবির জানিয়ে দিয়েছে, ইয়ামাল মরশুমের বাকি ম্যাচগুলি খেলতে পারবেন না। এ তো গেল একটা দিক। কিন্তু বিশ্বকাপে কি সম্পূর্ণ সুস্থ ইয়ামালকে পাবে স্পেন? বার্সেলোনার কোচ হ্যান্সি ফ্লিক অবশ্য আশার কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "স্প্যানিশ জাতীয় দলের চিকিৎসকদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। প্রতিদিনই আমরা ওর খোঁজ নিচ্ছি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ইয়ামাল দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় ইয়ামালের হাতে আছে। আশা করছি ও বিশ্বকাপে খেলবে।" খবরে প্রকাশ, ইয়ামালকে অন্তত পাঁচ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে। তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে। স্প্যানিশ শিবির সূত্রে খবর, বিশ্বকাপের আগে হয়তো তরুণ তারকা সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচগুলি খেলার সম্ভাবনা খুবই কম। তাঁর জন্য বিশেষ পরিকল্পনাও নিয়েছে স্প্যানিশ টিম ম্যানেজমেন্ট। শোনা যাচ্ছে, ইয়ামালকে হয়তো বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে নাও নামানো হতে পারে। এমনকী, পরবর্তী দু'টি ম্যাচেও তাঁকে পুরো সময়ে জন্য নামানো হবে না।মাদ্রিদের সিইএমটিআরও ক্লিনিকের মেডিক্যাল কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্পেনের কোচ ডে লা ফ্লুয়েন্তে ফুটবলারদের চোট-আঘাতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। স্প্যানিশ কোচের দিকে প্রথম যে প্রশ্নটি ছুটে এসেছিল, সেটি হল, ইয়ামাল কি বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন? জবাবে ফ্লুয়েন্তে বলেছেন, "বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা সম্ভাব্য সবরকম পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেব। দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনি জিতবেন, কী হারবেন বা প্রতিপক্ষ দশজন হয়ে গিয়েছে,এই সমস্ত কিছুই আমরা দেখি। এমন ফুটবলারও আছে, যে ২০ মিনিট খেলতে পারে, যা আমাদের কাছে ভীষণই মূল্যবান। ফলে সবকিছু বিচার করেই দল নির্বাচন করা হবে।" এরপরই দানি ওলমোর উদাহরণ টেনে এনে স্প্যানিশ কোচ বলেন, "ইউরোতে ওলমো চোট নিয়েই শিবিরে যোগ দিয়েছিল। পরে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিল। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এমন একজন ফুটবলার আছে, যে ৫০-৬০ মিনিট খেলতে পারবে না, কিন্তু ২০ মিনিট দুর্দান্ত খেলে দেবে। আর সেটাই হয়তো পার্থক্য গড়তে সাহায্য করবে। দল নির্বাচনে একটা বিষয় অগ্রাধিকার দেব। সেটা হল, সেরা দল নিয়ে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা।"

মোটামুটি ফ্লুয়েন্তের বক্তব্যে একটা বিষয় পরিষ্কার, চোট থাকলেও ইয়ামালকে রেখেই বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করতে চলেছেন তিনি। ইয়ামালকে নিয়ে স্প্যানিশ টিম ম্যানেজমেন্ট একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে। তারা ধরেই নিয়েছে বিশ্বকাপে স্পেনের প্রথম ম্যাচে ইয়ামালকে পাওয়া যাবে না।

বিশ্বকাপের আগে ফিফার মঞ্চেও যুদ্ধের আঁচ

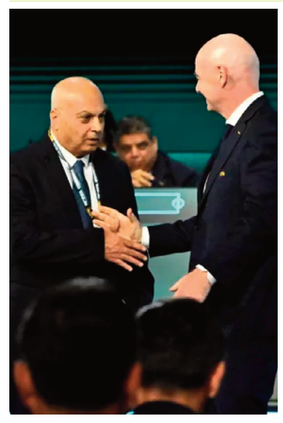

এবারের ফুটবল বিশ্বকাপ যে ঘটনাবহুল হতে চলেছে, তার আভাস ইতিমধ্যেই মিলতে শুরু করেছে। সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট ভ্যাঙ্কুভারে অনুষ্ঠিত ৭৬তম ফিফা কংগ্রেসে। বিশ্বকাপের আগে আয়োজিত এই সম্মেলনেই একের পর এক বিতর্কিত ঘটনা সামনে এসেছে। সেখানে ইরানের প্রতিনিধিদলের এক সদস্যকে কানাডায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। সেখানেই আবার ফিফা সভাপতি আবারও স্পষ্ট করে দেন, আমেরিকাতেই বিশ্বকাপ খেলবে ইরান। আর একই মঞ্চে এবার নতুন বিতর্ক , যুদ্ধের আঁচ! ইজরায়েল প্রতিনিধির সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার প্যালেস্টাইন ফুটবল সংস্থার প্রধানের। ঠিক কী হয়েছে? ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো দুই কর্মকর্তাকে মঞ্চে ডাকেন। তিনি ইশারায় প্যালেস্টাইন ফুটবল সংস্থার প্রধান জিব্রিল রাজৌবকে এগিয়ে এসে ইজরায়েল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি বাসিম শেখ সুলিমানের পাশে দাঁড়াতে বলেন। তবে প্যালেস্টাইন প্রতিনিধি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ঘটনার পর প্যালেস্টাইন ফুটবল সংস্থার সহ-সভাপতি সুসান শালাবি বলছেন, তজেরায়েল তাদের ফ্যাসিবাদ ও গণহত্যাকে আড়াল করতে যাকে এখানে এনেছে, আমি তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে পারি না। আমরা চরম কষ্টের মধ্যে আছি।দ

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-05-2026 03:25 Page 14

সাহিত্য আড্ডা

নয়া জামানা

একটি গৃহবাসী শ্রমিকের গল্প

অদিতি চ্যাটার্জি

আজ মহান মে দিবস
সারাদিন ধরে অনেক শ্রম জীবি নারী-পুরুষের গল্প ঘটনা পড়ে চলেছি ...
মেহনতি মানুষের দিনে আমার মতো গৃহবাসী মহিলাদের জন্য প্রশ্ন ওঠে সারাদিন কী করো ?
চা-বাগানের শ্রমিকের ঘাম, ট্রেনের কামরায় প্রখর গরমে বাদাম চাক বিক্রি করা মহিলাটার ভাঙা গলার খ
বর অথবা অ্যাপ ক্যাবের ড্রাইভার অথবা কোনো খাবার ডেলিভারি করা মানুষটার দুর্ভাবনার , তুমি কী হিসাব রাখতে পারো ?
আরে গৃহবাসী মহিলা মানেই তো সে বিশ্রাম-জীবি ।সারাদিন তাকে ডাকাডাকি করে পাখার হাওয়া অথবা হিমায়িত ঘর ।তাই গৃহবাসী নারীর আগে ' শ্রম জীবি ' কথাটা বসানো অনেকটা সমুদ্রের আগে ' সুউচ্চ '
শব্দ বসানোর মতো ।সমাজ মাধ্যমে পাওয়া ' মহান মে দিবসের ' শুভেচ্ছা বার্তাটি স্টেটাস দিয়ে আমি ছুটি রান্না ঘরে,সেখানে অপেক্ষায় আছে লাল রঙের টমেটো, কমলা -হলুদ রঙের কুমড়ো অথবা সবুজ রঙের পটল কী উচ্ছে ।তার আগে অবশ্য বাসন গুলো মেজে নিতে হবে ।আজ তো আবার বৃহস্পতিবার নয়, তাহলে কোণায় জমে থাকা ঝুলটা বরং আজই পরিষ্কার করে ফেলি।
আরে ভেজা জামা -কাপড় গুলো তো মেলা হলো না ।
সাবান জলের বালতিতে ভিজে থাকে আমার ভালো লাগা, আমার নিজস্ব কিছু কাজ, পরেই হবে বরং ।
কপাল থেকে গড়িয়ে নামতে থাকে ঘাম , আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে যাই ছাদের দিকে।

তখন দুপুর

মতিয়ার রহমান

বাড়িতে ঢুকে একপা এগিয়ে গিয়েও দুপা পিছিয়ে এল আয়ুব। ক্ষ্মমায়ের স্মৃতি ক্ষ্মবাড়ির ঘরে --বাইরে এত আলোর উৎসব !টুনি বাল্বের জোনাকির ছড়াছড়ি ।কী অসাধারণ অঙ্গ শোভায় ভরা !নাকে এসে লাগছে সুস্বাদু রান্নার সুঘ্রাণ।
আয়ুব বিপদে পড়ল ।ন যযৌ ন তস্থৌ ! ভেতরে ঢুকবে নাকি বাইরে বেরবো ! খুব লজ্জাজনক পরিস্থিতি ! বেরিয়ে আসতে চাইছে এমত অবস্থায় ---
--- মামা ---
চোখে চোখে আলাপন ! আয়ুব --আয়েশা । মামা --ভাগ্নি।
--- আসেন -- ভেতরে আসেন।
আয়েশা স্বাগত জানায়।
--- না, মানে --একটু পঞ্চায়েত অফিসে এসেছিলাম ।কী মনে হল একবার তোমার আব্বুর সঙ্গে দেখা ---
--- তা বেশ তো। আব্বু ঘরেই আছেন। আপনি আসেন তো।
বিপদ বলে বিপদ ! বিনা নিমন্ত্রণে এসে ভীষণ বিপাকে পড়েছে আয়ুব ।বেশ তো চলেই যাচ্ছিল পথ ধরে ।কী দরকার ছিল যেচে এসে দেখা করার ।বড় বুবু মারা যাওয়ার পর এরা কোন সম্পর্কই রাখতে চান না। তখন তার কি দরকার ছিল !! আয়ুব ভাবছে আর লজ্জায় লজ্জাবতীর পাতার মতো কুঁকড়ে যাচ্ছে।
প্রশস্ত উঠোনের এক প্রান্তে ছোট্ট একটি মঞ্চ। খুব সুন্দর ভাবে সাজানো গোছানো ।আগত মেহমানদের আনাগোনা ।দামি নতুন কাপড়ের খসখস আওয়াজ আর শিশু ও নারী কণ্ঠের কলরব। ফুল দিয়ে সাজানো হ্যাপি বার্থডে টু --- জন্মদিনে এত বিরাট আয়োজন।
সবাই আমন্ত্রিত কেবলমাত্র আয়ুব ও তার পরিবারের সদস্যরা ---
আয়েশা থালা ভর্তি খাবার এনে দেখে মামা নেই !
ওয়াশরুম ! ওজু খানা !! আব্বুর ঘরে !!! কোথাও নেই।
--- মামা --- মামা -- মা --আ--
আব্বু বাইরে আসেন।-- আয়ুবকে খুঁজছি মা আয়েশা ?
--- তোর সঙ্গে নাকি ফোনে কথা হয়েছিল ।যাবার সময় এইটা দিয়ে গেল। বলে একটা সাদা মুখবন্ধ পেটমোটা খাম এগিয়ে দিলেন আব্বু।
আয়েশা তৎক্ষণাৎ সেটা খুলে দেখে ই ---
ক ফোঁটা চোখের পানি টপটপ করে পড়ল মামার কাছে মায়ের প্রাপ্য পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর।
সোনা ঝরা রোদেলা দুপুরেও হঠাৎ করেই মেঘ জমে উঠল। কালো মেঘ। আয়েশা যেন অদ্ভুত আঁধারে শেকড় হাতড়াতে ব্যস্ত।

সভ্যতার লৌহ গন্ধ

শামশাদ বেগম

ক্যালেন্ডারের স্মরণিকায় প্রতিবছরই গলধঃকরণ করি
শিকাগোর গর্ভে সুপ্ত বিপ্লব আবেগে জাগিয়ে তুলি
তারপর ভুলে যাই ;
সভ্যতার কাঁচা ইটে কারা কারা জ্বলেছিল
সভ্যতার গলানো পিচে কাদের চামড়া দগ্ধ হয়েছিল

কায়িক পারিশ্রমিকের গর্বে ভাবি সব করলাম শোধ ;
ঘামের লবণের ঋণ মাটি করে ভোগ
নিঃসংশয়ে বেঁচে ফিরি ব্যস্ত জীবনের তাগিদে
কার রক্তে সভ্য আমরা, কার রক্তের লৌহ গন্ধ উঁকি দেয়
গোপন হীনম্মন্যতায়
পরিশ্রম বেচে কারা, কারা কিনে শ্রম
শ্রমিকদের মানদন্ডে রাজনীতির খেলায় কারা করে শোষণ !

মে দিবসের চিত্রকল্প

আবদুস সালাম

লাল আগুন ছড়িয়ে আছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে
শ্রমিক দিবসে আজ
অনুকম্পার বন্যায় ডুবে যাপন কথা

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা কাঁপান মঞ্চ
শ্লোগান ওঠে ঘনঘন মে দিবস জিন্দাবাদ
রাত খসে পড়ে রৌদ্রপুকুরে
তপ্তজলে সিদ্দ হয় মানবিক মুখ
মাটি- ফাটা রোদে মিশে ঘামের গন্ধ
হৃৎপিণ্ড চিরে জমা রাখি ক্লেদ

নেতিবাচক প্রহসন জড়ো হয় মঞ্চে
ক্রমশ হেঁটে চলি সমাধির প্রান্তরে
সময়ের কাছে রেখে যাবো সমাধিহৃদয়
বৌয়ের আঁচলে বেঁধে দিবো হেমলক বিষ

বহুজাতিক রান্না ঘরে কোনো আনাজপাতি নেই
থরে থরে সাজানো দেশিবিদেশী পানীয়
ইউনিয়নের নেতারা মসজিদ -মন্দিরে ঘটায় বিস্ফোরণ
রণহুংকারে কেঁপে ওঠে মানবিক ভিত

পাড়ার মোড় থেকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় শ্রমিকের লাশ

মে দিবসে

আয় রে শ্রমিক
আয় রে মজুর
আয় রে কর্মী সব,
কারখানায় আয়
আয় মাঠে আয়
উঠুক দাবীর রব।

শহরে আয়
বন্দরে আয়
আয় রে তোরা আয়,
দাসত্ব নয়
করিস না ভয়
আন্দোলনে যাই।

দাসত্ব নয়
অন্ধত্ব নয়
শ্রমের মূল্য চাই,
শ্রমিকের জয়
হবে নিশ্চয়
জোট বাঁধি সব আয়।

শাসন শোষণ
তর্জন গর্জন
চাবুকের দিন শেষ,
আয় রে শ্রমিক
আয় রে মজুর
আমরা গড়ি দেশ।

মে দিবসে;-
শপথ ঝালাই
নাই রে বালাই
এগিয়ে চলেক আজ,
ঝরা রে ঘাম
পাবি যে দাম
কর না নিজেই রাজ।

বুক চিরে বালু ওড়ে

অভীককুমার দে

মানুষকে ছোট করার অভ্যেস
তোমাদের

ভিড়ে থেকেও হারিয়ে যায়
অসংখ্য চেনা মুখ
কোনো এক অদৃশ্য পাথর
চেপে ধরে শিকড়হারা ধুলো

নুয়ে আসে পিঠ
তবু চোখ নামিয়ে কারা?

ধোয়া থালাটি হা করে আছে
রান্নাঘরে, একটা শুকনো নদী
বুক চিরে বালু ওড়ে

মনে রেখো;
নীরবতারও দাঁতাল রূপ আছে
দাগ, আঘাত, আটকে যাওয়া শ্বাস
সবই লেখা থাকে সময়ের বুকে

বিকেলের লম্বা ছায়ায়
ভয়ের নামে এত দেয়াল
একদিন ভাঙনের শব্দ উঠবেই

আগুনকে ছাই ভেবে
ঢেকে রাখার খেলা;কতদিন?

ব্যক্তিগত

নুজহাত তুলি

একান্তই কিছু ব্যক্তিগত
আমারও একটি আকাশ ছিল
গগনচুম্বী রঙে স্নাত
রামধনুতে দোলা দিতো।

আমারও কিছু বাতাস তবু
সুঘ্রাণে ভিজে কইতো কথা
সূর্য্য ওঠার মিঠেল রোদে
বেদনা বিমুখ রইতো ব্যথা।

আমারও কিছু সুপ্ত হাসি
ঠোঁটের কোনে মাখতো সুখ
অপরাহ্ন হৃদে রাত্রি নামার
আগেই মিলতো সোনালী মুখ।

কিছু আমার ফুলদানিতে
সাজানো ছিল বেনামী ফুল
ডায়েরি পাতায় তোমার কথার
কালির আঁচড় ফুঁড়তো উল।

তোমার কিছু হাসি আজও
টাঙিয়ে রাখা কলির মতো
সখ্যতা তারে দেয়নি ফুল।
শুষ্কতাও শুষ্ক,আগত যতো।

আমার কিছু অধরা স্বপ্ন
দিবার আলোকে অন্তর্হিত
তোমার চোখের মায়াখানি
কর্ণকুহরে বাজায় গীত।

আমার কিছু কথা ছিল
একান্তই কিছু ব্যক্তিগত।
আদি হতে আগতকাল
আদিম হতে অব্যাহত।

শ্রমিক তুমি অদৃশ্য আলোর সৃষ্টি

সোনা ফারুকী

কি ভাষায় জানাই তোমাদের
আমার অন্তরের অগাধ ভালোবাসা !
শ্রমিক তোমরা;রোদে পুড়ে, ঘামে ভিজে
ধুলোয় মিশে গড়ে তোলো নতুনের আশা।

ছিটানো ইট, বালি আর পাথরের ভিড়ে
তোমাদের হাতেই ওঠে সভ্যতার প্রাচীর !
শূন্য জমি হয়ে যায় জীবনের ঠিকানা,
গড়ে ওঠে শহর, আলো আর সুরের নীর।

দিনের পর দিন ক্লান্তির ভার বুকে নিয়ে
তোমরা লিখে যাও অদেখা ইতিহাসের গান।
তোমাদের ঘামের প্রতিটি ফোঁটায়,
জেগে ওঠে পৃথিবীর নীরব প্রাণ !

তোমাদের না থাকায়, না থাকা আমরা।
সাথে থেমে যেত সবই,
থেমে যেত স্বপ্ন, থেমে যেত ঘর, থেমে যেত শান্তির স্থান !

তবু তোমরা আড়ালেই থাকো নীরবে;
নেই কোনো দাবি, নেই কোনো অভিমান,
নিঃস্বার্থে দিয়ে যাও পরিশ্রম !
দেয়না তবু হাতে তুলে কেউ তোমাদের,
পরিশ্রমের ভরপুর সম্মান।

আজ এই দিনে জানাই গভীর শ্রদ্ধা,
আন্তরিক ভালোবাসার ছোঁয়া !
তোমাদের শ্রমেই বেঁচে আছে আমাদের ভরসা।
শ্রমিক তোমরা;অদৃশ্য আলোর সৃষ্টি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।